শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

মধ্যখণ্ড

প্রথম অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে গয়াধাম হইতে প্রত্যাগত মহাপ্রভুর প্রেম-বিকার, পড়ুয়াগণের নিকট যাবতীয় শব্দের কৃষ্ণ-তাৎপর্যপরতা-ব্যাখ্যা ও কৃষ্ণসংকীর্তন-শিক্ষা বর্ণিত হইয়াছে।

গয়াধাম হইতে প্রত্যাগত হইয়া গয়া-রহস্য-বর্ণনমুখে প্রভু সর্বপ্রথম কৃষ্ণবিরহ-প্রেম-বিকার-প্রকাশ করিলেন। ভক্তগণের সমীপে প্রভু তীর্থকথা বর্ণন করিলেন। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে শ্রীবাস-শ্রীমান্-গদাধর-সদাশিবাদি ভক্তবৃন্দের সম্মেলন ও প্রভুর কৃষ্ণ-বিরহ-প্রেম-দর্শনে ক্রন্দন ও বিস্ময়, প্রভুর গঙ্গাদাস-পণ্ডিত ও মুকুন্দসঞ্জয়ের গৃহে গমন, শচীমাতার পুত্রের জন্য আশঙ্কা ও পুত্রার্থে কৃষ্ণসমীপে প্রার্থনা, শিষ্যগণের সমীপে প্রভুর "কৃষ্ণই সর্ব শব্দ ও শাস্ত্রের একমাত্র তাৎপর্য"---এইরূপ ব্যাখ্যান, প্রভুর গঙ্গাস্নান, ভোজনকালে মাতৃসন্নিধানে প্রভুর সর্বশাস্ত্রের কৃষ্ণতাৎপর্যপরতা-কীর্তন ও কৃষ্ণবহির্মুখ মায়াবদ্ধ-জীবের ভীষণ গর্ভবাস-দুঃখ-বর্ণন, অধ্যাপন-কালে শিষ্যগণ-সমীপে কৃষ্ণস্ফূর্তি ও কৃষ্ণপর ব্যাখ্যান, গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের সহিত প্রভুর কথোপকথনকালে শব্দ-শাস্ত্রের স্বকৃত কৃষ্ণ-তাৎপর্যপর ব্যাখ্যানকে তর্ক-বিবাদের অতীত বলিয়া গর্বোক্তি, অন্য একদিন রত্নগর্ভ-আচার্যের ভক্তি-সহকারে কৃষ্ণবিষয়ক শ্লোক-পঠন ও তচ্ছ্রবণে মহাপ্রভুর ভাবাবেশ, আবার অন্য একদিন শিষ্যগণ-সমীপে ধাতু-সংজ্ঞাকে 'শ্রীকৃষ্ণের শক্তি' বলিয়া ব্যাখ্যান এবং কথোপকথনান্তে তাঁহাদিগকে চিরবিদায়-দান-হেতু তাঁহাদের ক্রন্দন ও প্রভুর আশীর্বাদ; এই সকল গৌরলীলা-স্মরণে গ্রন্থকারের খেদোক্তি এবং সর্বশেষে শিষ্যগণকে প্রভুর কৃষ্ণসংকীর্তন-রীতি-শিক্ষা-প্রদান প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। (গৌঃ ভাঃ)।

মঙ্গলাচরণ—

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ।
সংকীর্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ।।১।।
নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথ-সুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ।।২।।

শ্রীগৌরসুন্দরের জয়গান—

জয় জয় জয় বিশ্বম্ভর দ্বিজরাজ।
জয় বিশ্বম্ভর-প্রিয় বৈষ্ণব-সমাজ।।৩।।
গৌরচন্দ্র জয় ধর্মসেতু মহা-ধীর।
জয় সংকীর্তনময় সুন্দর শরীর।।৪।।
জয় নিত্যানন্দের বান্ধব ধন প্রাণ।
জয় গদাধর-অদ্বৈতের প্রেমধাম।।৫।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

আদি ১ম অঃ ১ম ও ২য় সংখ্যার অন্বয়, অনুবাদ ও বিবৃতি দ্রষ্টব্য।।১—২।।

বিশ্বম্ভর 'দ্বিজরাজ' এবং বিশ্বম্ভরপ্রিয় 'বৈষ্ণব-সমাজ'—শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং পরিপূর্ণতম ব্রহ্মণ্যদেব হইয়াও ব্রাহ্মণকুলোত্তম এবং তাঁহার প্রিয়বর্গই নিখিল-বর্ণাশ্রমি-গুরু পরমহংস বা 'বৈষ্ণব-সমাজ'। সংস্কার-বর্জিত মানবের 'একজন্মা শূদ্র' এবং সংস্কার সম্পন্ন মানবেরই 'দ্বিজ'-সজ্ঞা। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যদিও 'দ্বিজ'-শব্দবাচ্য, তথাপি 'দ্বিজরাজ'-শব্দ একমাত্র 'ব্রাহ্মণ'কেই নির্দেশ করে। ইহজগতে বন্ধনাবস্থায় জীব বীজগর্ভ-সমুদ্ভব-পাপে সংস্পৃষ্ট হইবার যোগ্য, সুতরাং শরীরধারী জীবের নৈসর্গিক-পাপ-প্রশমনার্থ সংস্কার আবশ্যক। ভগবান্ বিশ্বম্ভর সংস্কারের প্রতি ঔদাসীন্য, উহার অপ্রয়োজনীয়তা ও রাহিত্য বা বিরোধ কোনদিনই অনুমোদন করেন নাই। তিনি ভক্ত্যনুকূল দৈব বর্ণাশ্রমাচারেরই পক্ষপাতী ছিলেন; অবৈষ্ণবপর বা অদৈব-বর্ণাশ্রমবিচার কোন দিনই তাঁহার প্রিয় ছিল ন। বিষ্ণুভক্ত্যনুকূল বৃত্তবর্ণ বা প্রকৃত আশ্রম-বিচারকেই তিনি দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; তজ্জন্যই বৈষ্ণব-সমাজ তাঁহার প্রিয়। অবৈষ্ণবসমাজে কর্ম-কাণ্ডের বিশেষ আদর এবং কেবলাদ্বৈতপরতা লক্ষিত হইত, কিন্তু তাঁহার প্রকটকালের বহুপূর্বে শ্রীবৈষ্ণবসমাজ ও তত্ত্ববাদি-বৈষ্ণবসমাজ দাক্ষিণাত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তিনি সদ্-বৈষ্ণব-সমাজ বা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়সমাজকে অত্যন্ত প্রিয় জ্ঞান করিতেন। সদ্বৈষ্ণব-সমাজের অন্তর্গত কর্ণাটদেশীয় বিপ্রকুলোদ্ভূত শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপপ্রভু প্রভৃতি শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-ব্রাহ্মণগণকে তিনি নিজ প্রিয়তম বৈষ্ণবাচার্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আবার শ্রীবৈষ্ণবসমাজ হইতে শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ ও শ্রীপাদ গোপালভট্ট প্রভুদ্বয়কেও তিনি নিজ প্রিয়বরত্বে গ্রহণ করিয়াছেন। দক্ষিণ-দেশীয় শ্রী-সম্প্রদায় ও ব্রহ্ম সম্প্রদায় শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয় হইলেও নিজ-প্রিয় শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজই তাঁহার অত্যন্ত আদরের। কালক্রমে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের ধারা ও পদ্ধতি স্মার্ত-বিচারানুসারে পঞ্চোপাসকগণের উপদ্রবফলে বিশেষরূপে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল, তজ্জন্য তিনি শ্রীমাধববিপ্র-সমাজোদ্ভূত শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামিপাদকে শ্রীহরিভক্তিবিলাস-নামক বৈষ্ণব-স্মৃতি-সঙ্কলনের আদেশ প্রদান করেন। শ্রীরামানুজীয় বৈষ্ণব-সমাজে আবির্ভূত শ্রীপাদ গোপালভট্ট গোস্বামী শ্রীমৎসনাতন-রূপপ্রভুদ্বয়ের অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া শ্রীমৎসনাতন গোস্বামীপ্রভু নিজ-সঙ্কলিত হরিভক্তিবিলাস-গ্রন্থ স্বীয় অনুগত দাস শ্রীগোপাল ভট্টগোস্বামীর দ্বারা সম্বর্ধন করেন। সুতরাং গৌড়ীয়-বৈষ্ণবস্মৃতি ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজিক বিধি-শাস্ত্র 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' ও তদনুকূল 'সৎক্রিয়াসার-দীপিকা' ও 'সংস্কারদীপিকা'রূপেই গৃহীত হয়। শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগত বৈষ্ণবসমাজে আমরা ক-একটী বিষয়ের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি। স্মার্তগণের পদ্ধতি বৈষ্ণব-স্মৃতিকে নানাপ্রকারে বাধা দেওয়ায় শ্রীধ্যানচন্দ্র, শ্রীরসিকানন্দ এবং অধুনাতম শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় শ্রীগৌরানুগত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের প্রকৃত শাশ্বত মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্থাপিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজ শ্রীচৈতন্যাব্দের পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে কলিকাতা মহানগরীতে স্থাপিত হয়। তখনও গৌড়দেশে গৌড়ীয়-ব্রুবগণ নিজ-সম্প্রদায়ের কোন কথাই আলোচনা করিতে আরম্ভ করে নাই। ইহার

জয় শ্রীজগদানন্দ-প্রিয়-অতিশয়।
জয় বক্রেশ্বর-কাশীশ্বরের হৃদয়।।৬।।

জয় জয় শ্রীবাসাদি প্রিয়বর্গ-নাথ।
জীব-প্রতি কর' প্রভু, শুভ-দৃষ্টিপাত।।৭।।

গৌরের কৃষ্ণকীর্তন লীলাত্মক মধ্যখণ্ড কথা-শ্রবণে জীবের অজ্ঞানতমো-নাশ—

মধ্যখণ্ড-কথা যেন অমৃতের খণ্ড।
যে কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর-পাষণ্ড।।৮।।

কৃষ্ণসঙ্কীর্তন-লীলাত্মক মধ্যখণ্ড কথা-শ্রবণার্থ পাঠককে অনুরোধ—

মধ্যখণ্ড-কথা ভাই, শুন একচিত্তে।
সঙ্কীর্তন আরম্ভ হইল যেন মতে।।৯।।

গয়া হইতে প্রভুর প্রত্যাগমন, সকলের হর্ষ ও কুশল সম্ভাষণ—

গয়া করি' আইলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
পরিপূর্ণ ধ্বনি হৈল নদীয়া-নগর।।১০।।

কিছু পরেই কলিকাতায় গৌরাঙ্গ-সমাজ নামক একটী নব্য সম্প্রদায় সনাতন বৈদিকাচারের আনুগত্য পরিহারপূর্বক মনঃকল্পিত নবীন-স্মৃতির সহায়তায় স্থাপিত হইয়াছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজ--শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার শাখাবিশেষ। আধুনিক তার্কিক-সম্প্রদায় অদূরদর্শিতাক্রমে বলিয়া থাকেন যে, 'প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে 'বৈষ্ণব-সমাজ'-শব্দটীর ব্যবহার নাই'; বক্ষ্যমাণ মহাগ্রন্থস্থিত এই অংশটী পাঠ করিলে তাঁহাদের নিজ অনভিজ্ঞতা উপলব্ধ ও অপসারিত হইবে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের বিশেষত্ব এই যে, তাঁহারা পূর্ব পূর্ব আচার্য-চতুষ্টয়ের 'ঐকান্তিকতা', 'কার্ষ্ণাচার', 'সশক্তিক-শক্তিমদ্‌বিগ্রহানুগত্য' ও 'তদীয়তা' সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়া অহৈতুক-ভজন-সৌন্দর্য জগতে প্রচার করিয়াছেন। কেবলাদ্বৈত-মায়াবাদ-মূলক নিত্য-ঈশ-সেবন-বর্জিত নীরস শুষ্ক নির্বিশেষজ্ঞান-বিরুদ্ধতা, শৌক্রবিচারের পরিবর্তে বৃত্তবিচারমুখে বৈষ্ণবত্বের উপ-যোগিতা, ভক্তিশাস্ত্রের সর্বোত্তমতা, কর্মজ্ঞানাবৃত বিদ্ধপঞ্চোপাসনা-পরিবর্জন প্রভৃতি অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য---যাহা মধ্যযুগীয় আচার্যগণের প্রচার্য বিষয়ের মধ্যে বিস্তারিত হয় নাই, সেইগুলি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের বিচার-প্রণালীর মধ্যে লক্ষিত হয়। কিন্তু গভীর দুঃখের বিষয় এই যে, শুদ্ধভক্তিবিরোধিগণের দম্ভ ও মাৎসর্য শুদ্ধবৈষ্ণবাচারকে ন্যূনাধিক বাধা দিয়াছে।

বৈষ্ণব-সম্রাট্ শ্রীল জগন্নাথদাস ও তদনুগ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি বিনোদঠাকুর মহাশয় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে প্রবিষ্ট বহু কষায়রাশি সর্বতোভাবে বিদূরিত করিয়াছেন। সুতরাং বর্তমান যুগে এই শুদ্ধ-বৈষ্ণবরাজগণ ও তাঁহাদের নিষ্কপট, প্রিয় অনুগগণকেই বিশ্বম্ভরপ্রিয় বৈষ্ণব-সমাজ বলা যাইতে পারে। ইঁহাদের প্রতিকূল-চেষ্টাপরায়ণ প্রতীপগণ---গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের অশেষ অমঙ্গল-সাধনকারী অর্থাৎ তাহারাই---শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়-বিরোধী অপ্রিয়।।৩।।

ধর্মসেতু-লৌকিক বা আর্থিক ধর্ম ও অলৌকিক বা পারমার্থিক-ধর্ম, এই উভয়ের মধ্যে বৃহৎ অবকাশ বিদ্যমান। তজ্জন্য ভগবান্ গৌরসুন্দর জগদ্গুরুর শীর্ষস্থানের আসন গ্রহণ করিয়া লৌকিক-ধার্মিকগণকে লোকোত্তর বৈকুণ্ঠ-ধর্মে লইয়া যাইবার সেতুস্বরূপ হইয়াছেন। কেবলাদ্বৈতবাদীর সহিত ভক্ত-সম্প্রদায়ের যে মতভেদ, তাহার মীমাংসকরূপে আমরা গৌরসুন্দরকে 'অচিন্ত্যভেদাভেদ'-বিচারের মূলমহাপুরুষ বলিয়া লক্ষ্য করি। গৌরহরি আত্মধর্ম-বিরোধী, মনঃকল্পিত, নীতি-রহিত কোন কথা অবলম্বন করিয়া ধর্মরাজ্যে প্রবেশ করিবার ব্যবস্থা করেন নাই। অধর্ম-সেতুর অবলম্বন দ্বারা যে প্রাকৃত-সহজিয়া-মতবাদ ও জড়েন্দ্রিয়তর্পণাভিলাষ 'ধর্মের' নামে সমাজে অবাধে চলিতেছে, তাহা 'মাটিয়া' মৃণ্ময় বা ভৌম অর্থাৎ পার্থিব বাহ্যজ্ঞানে সম্পুষ্ট। সনাতন ধর্মসেতু ভগবান্ গৌরহরি লৌকিক-বিচার পার হইয়া কি-প্রকারে অধোক্ষজ-সেবায় পৌঁছিতে হয়, তাহার সেতুস্বরূপ হরিসঙ্কীর্তন প্রচার করিয়াছেন।

মহাধীর,---গৌরসুন্দর তর্কপথ আবাহন করেন, নাই, পরন্তু তিনি শ্রৌতপথের পুনঃপ্রবর্তক। তিনি কর্মিগণের ন্যায় জড়েন্দ্রিয়তর্পণপর চঞ্চল মনোধর্ম প্রদর্শন বা প্রচার করেন নাই অর্থাৎ স্বর্গ-সুখাদি নশ্বর জড়ীয় অনিত্য জাগতিক অভ্যুদয়-লাভাদির সম্বন্ধে কখনও কাহাকেও কোন প্রকার উপদেশ দেন নাই। জিহ্বা, উদর ও উপস্থ-জয়ের নামই 'ধৃতি' বা ত্রিদণ্ড ধারণ। তাদৃশ কায়মনোবাক্যবেগধারণরূপ ধৃতি-বর্জিত চঞ্চল ধর্মা মানব অপ্রাকৃত হরিভক্তির কথা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া প্রাকৃত বিচার বা বুদ্ধির সাহায্যে যেরূপ নানাবিধ কুতর্কের আবাহন করেন, সেইরূপ কুতর্কের প্রশ্রয় না দেওয়ায় গৌরসুন্দর---ধীর

গৌর-দর্শনে নবদ্বীপের উল্লাস এবং প্রভুর সকলের প্রতি হর্ষ-সম্ভাষণ ও স্বীয় তীর্থযাত্রা-বর্ণন—

ধাইলেন যত সব আপ্তবর্গ আছে।
কেহ আগে, কেহ মাঝে, কেহ অতি পাছে।।১১।।
যথাযোগ্য কৈলা প্রভু সবারে সম্ভাষ।
বিশ্বম্ভরে দেখি' সবে হইলা উল্লাস।।১২।।
আগুবাড়ি' সবে আনিলেন নিজ-ঘরে।
তীর্থ-কথা সবারে কহেন বিশ্বম্ভরে।।১৩।।

সকলকে প্রভুর সবিনয়ে নিজ প্রত্যাগমন-কথন—

প্রভু বলে,—"তোমা' সবাকার আশীর্বাদে।
গয়া-ভূমি দেখিয়া আইনু নির্বিরোধে।।"১৪।।

সকলের সন্তোষ ও আশীর্বাদ-জ্ঞাপন—

পরম-সুনম্র হই' প্রভু কথা কয়।
সবে তুষ্ট হৈলা দেখি' প্রভুর বিনয়।।১৫।।
শিরে হস্ত দিয়া কেহ 'চিরজীবী' করে।
সর্ব-অঙ্গে হস্ত দিয়া কেহ মন্ত্র পড়ে।।১৬।।
কেহ বক্ষে হস্ত দিয়া করে আশীর্বাদ।
"গোবিন্দ শীতলানন্দ করুন প্রসাদ।।"১৭।।

প্রভু-দর্শনে মাতার ও শ্বশুরকুলের মহানন্দ—

হইলা আনন্দময়ী শচী ভাগ্যবতী।
পুত্র দেখি' হরিষে না জানে আছে কতি।।১৮।।
লক্ষ্মীর জনক-কুলে আনন্দ উঠিল।
পতিমুখ দেখিয়া লক্ষ্মীর দুঃখ গেল।।১৯।।
সকল-বৈষ্ণবগণ হরিষ হইলা।
দেখিতেও সেইক্ষণে কেহ কেহ গেলা।।২০।।

যথাযোগ্য সম্ভাষণান্তে সকলকে বিদায়-দান—

সবাকারে করি' প্রভু বিনয়-সম্ভাষ।
বিদায় দিলেন সবে, গেলা নিজবাস।।২১।।

নির্জনে কতিপয় অন্তরঙ্গ ভক্ত-সমীপে গয়াধাম-রহস্য-বর্ণন—

বিষ্ণুভক্ত গুটি-দুই-চারি-জন লইয়া।
রহঃকথা কহিবারে বসিলেন গিয়া।।২২।।
প্রভু বলে,—"বন্ধু সব শুন, কহি কথা।
কৃষ্ণের অপূর্ব্ব যে দেখিলুঁ যথা যথা।।২৩।।
গয়ার ভিতর মাত্র হইলাঙ প্রবেশ।
প্রথমেই শুনিলাঙ মঙ্গল বিশেষ।।২৪।।
সহস্র-সহস্র বিপ্র পড়ে বেদধ্বনি।
'দেখ দেখ বিষ্ণুপাদোদক-তীর্থ-খানি।।'২৫।।

গৌর-কৃষ্ণের দেবদুর্লভ পাদতীর্থ-পূত তীর্থস্থান—

পূর্বে কৃষ্ণ যবে কৈলা গয়া-আগমন।
সেইস্থানে রহি' প্রভু ধুইলা চরণ।।২৬।।
যাঁ'র পাদোদক লাগি' গঙ্গার মহত্ত্ব।
শিরে ধরি' শিব জানে পাদোদক-তত্ত্ব।।২৭।।

ত্রিদণ্ডিগণের আরাধ্য মহাধীর। আবার গৃহব্রত বা গৃহমেধি-সম্প্রদায় ও সুনীতি-বিগর্হিত গৌরনাগরী সম্প্রদায় দৌরাত্ম্য-বশে গৌরসুন্দরকে অসংযত, গৃহাসক্ত ও নাগর-রূপে বিচার করিলেও তিনি তাহাদের অভীষ্ট মনঃকল্পিত বিষয় হইতে বহুদূরে অবস্থান করেন বলিয়াও 'মহাধীর'।

সংকীর্তনময়,—গৌরসুন্দর স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণস্বরূপ হইয়াও বিপ্রলম্ভরসে সর্বক্ষণ কৃষ্ণনামকীর্তনবিগ্রহরূপে মহাভাগবত-লীলায় গৌরলীলা প্রকট করিয়াছেন এবং একমাত্র নামকীর্তন-যজ্ঞেই তিনি আরাধ্য মূর্ত শব্দ ও পরব্রহ্ম।।৪।।

আগুবাড়ি',—অগ্রবর্তী বা অগ্রসর হইয়া, সম্মুখে গমন করিয়া।।১৩।।

গুটি, অল্প-সংখ্যক। জগতে দুই প্রকার লোক আছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মায়ার প্রভুর সজ্জায় বিষয় ভোগ করিতে গিয়া বিষ্ণু-সেবায় উদাসীন হন; আর অত্যল্পসংখ্যক লোকই ভগবৎসেবা-তৎপর। শেষোক্ত-শ্রেণীর ব্যক্তি 'বৈষ্ণব' বা 'বিষ্ণুভক্ত' বলিয়া প্রথিত। তাদৃশ দুই চারি জন বৈষ্ণবের নিকটই শ্রীগৌরসুন্দর নির্জনে হরি কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।।২২।।

তথ্য। (ভাঃ ১।১৮।২১) "অথাপি যৎপাদনখাবসৃষ্টং জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ। সেশং পুনাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ কো নাম লোকে ভগবৎপদার্থঃ।।"

সে চরণ-উদক-প্রভাবে সেই স্থান।
জগতে হইল 'পাদোদক-তীর্থ' নাম।।"২৮।।

কৃষ্ণপাদতীর্থ-স্মরণে প্রভুর অপূর্ব প্রেমবিকার-প্রকাশ-বর্ণন—

পাদপদ্ম তীর্থের লইতে প্রভু নাম।
অঝরে ঝরয়ে দুই কমল-নয়ান।।২৯।।
শেষে প্রভু হইলেন বড় অসম্বর।
'কৃষ্ণ' বলি' কান্দিতে লাগিলা বহুতর।।৩০।।
ভরিল পুষ্পের বন মহা-প্রেম-জলে।
মহা-শ্বাস ছাড়ি' প্রভু 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে।।৩১।।
পুলকে পূর্ণিত হৈল সর্ব-কলেবর।
স্থির নহে প্রভু কম্পভরে থরথর।।৩২।।

শ্রীমান্ পণ্ডিতাদি ভক্তগণের প্রভুর অপূর্ব প্রেম-বিকার-দর্শন—

শ্রীমান্পণ্ডিত-আদি যত ভক্তগণ।
দেখেন অপূর্ব কৃষ্ণপ্রেমের ক্রন্দন।।৩৩।।

প্রভুর প্রেমাশ্রুধারার সহিত গঙ্গার উপমা—

চতুর্দিকে নয়নে বহয়ে প্রেমধার।
গঙ্গা যেন আসিয়া করিলা অবতার।।৩৪।।

তদ্দর্শনে ভক্তগণের বিস্ময়, প্রভুর প্রতি কৃষ্ণপ্রসাদানুমান—

মনে মনে সবেই চিন্তেন চমৎকার।
"এমত ইহানে কভু নাহি দেখি আর।।৩৫।।
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল ইহানে।
কি বৈভব পথে বা হইল দরশনে।।"৩৬।।

প্রভুর বাহ্যদশা-লাভ ও আলাপ—

বাহ্য-দৃষ্টি প্রভুর হইল কতক্ষণে।
শেষে প্রভু সম্ভাষা করিলা সবা' সনে।।৩৭।।
প্রভু কহে,—"বন্ধু সব, আজি ঘরে যাহ।
কালি যথা বলি' তথা আসিবারে চাহ।।৩৮।।
তোমা' সবা' সহিত নিভৃত এক স্থানে।
মোর দুঃখ সকল করিব নিবেদনে।।৩৯।।

পরদিন দুইজনকে শুক্লাম্বর গৃহে আগমনার্থ অনুরোধ—

কালি সবে শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারী-ঘরে।
তুমি আর সদাশিব আসিহ সত্বরে।।"৪০।।

সকলকে বিদায়-দান—

সম্ভাষ করিয়া সবে করিলা বিদায়।
যথা-কার্যে রহিলেন বিশ্বম্ভর-রায়।।৪১।।

প্রভুর কৃষ্ণপ্রেমাবেশ ও কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্য—

নিরবধি কৃষ্ণাবেশ প্রভুর শরীরে।
মহা-বিরক্তের প্রায় ব্যবহার করে।।৪২।।

পুত্রবৎসলা শচীর পুত্রের প্রেমবিকার-দর্শন—

বুঝিতে না পারে আই পুত্রের চরিত।
তথাপিহ পুত্র দেখি' মহা-আনন্দিত।।৪৩।।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি' প্রভু করয়ে ক্রন্দন।
আই দেখে,—অশ্রুজলে ভরিল অঙ্গন।।৪৪।।
"কোথা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ,"—বলয়ে ঠাকুর।
বলিতে বলিতে প্রেম বাড়য়ে প্রচুর।।৪৫।।

অর্থাৎ যাঁহার শ্রীপদনখ হইতে নিঃসৃত হইয়াও শ্রীগঙ্গা ব্রহ্মা-কর্তৃক অর্ঘ্যোদকরূপে সমর্পিত হইয়া মহাদেবের সহিত সমস্ত জগৎ পবিত্র করিতেছেন, ইহজগতে সেই মুকুন্দ ভিন্ন অন্য কে আছেন,----যিনি ভগবৎ-শব্দবাচ্য হইতে পারেন?

(ভাঃ ৩।২৮।২২—) "যচ্ছৌচনিঃসৃতসরিৎপ্রবরোদকেন তীর্থেন মূর্দ্ধ্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোহভূৎ। ধ্যাতুর্মনঃশমলশৈল-নিঃসৃষ্টবজ্রং ধ্যায়েচ্চিরং ভগবতশ্চরণারবিন্দম্।।"

অর্থাৎ 'যাঁহার শ্রীপাদ প্রক্ষালন-নিঃসৃতা সরিৎশ্রেষ্ঠা গঙ্গার সংসারতারণ জল নিজ-শিরে ধারণ করিয়া শ্রীশিবও শিবস্বরূপ অর্থাৎ মঙ্গলময় বা অত্যধিক সুখ প্রাপ্ত হইয়াছেন, বজ্রনিক্ষেপফলে পর্বত-বিদারণের ন্যায় সেই শ্রীচরণধ্যানকারীর মনের যাবতীয় কলুষ-কল্মষ-কষায়-কিল্বিষরাশি বিধ্বংসিত হয়; অতএব সেই ভগবানের পাদপদ্ম সর্বদাই ধ্যান করিবে।।'২৭-২৮।।

অসম্বর,---সম্বরণে অর্থাৎ ধৈর্য-ধারণে, আত্ম সংযমনে আত্ম-সঙ্গোপনে অসমর্থ; 'অসামাল'।।৩০।।

তোমাদের সকলকে লইয়া এক বহিরঙ্গজন-হীন স্থানে আমার কৃষ্ণ-বিরহ-দুঃখের কথা বলিব। বহিরঙ্গ-লোকগোষ্ঠীর মধ্যে কেহই আমার কৃষ্ণ বিরহ-দুঃখের কথা বুঝিবেন না, এই জন্যই আমি তোমাদের ন্যায় অন্তরঙ্গ-ভক্তের নিকট আমার কৃষ্ণ বিরহার্ত হৃদয়ের গুপ্তদ্বার উদঘাটন করিয়া কৃষ্ণবিরহ-বেদনা জানাইব।।৩৯।।

পুত্রের দশা-দর্শনে শচীর কিংকর্তব্যবিমূঢ়াবস্থা—

কিছু নাহি বুঝে আই কোন্ বা কারণ।
করযোড়ে গেলা আই গোবিন্দ-শরণ।।৪৬।।

হরিনামপ্রেম-প্রকাশরূপ নিজ-অবতার-
কারণ-রহস্য-প্রকটনারম্ভ—

আরম্ভিলা মহাপ্রভু আপন-প্রকাশ।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডময় হইল উল্লাস।।৪৭।।

প্রভু-দর্শনার্থ ভক্তগণের আগমন—

"প্রেম-বৃষ্টি করিতে প্রভুর শুভারম্ভ।'
ধ্বনি শুনি' যায় যথা ভাগবতবৃন্দ।।৪৮।।
যে-সব বৈষ্ণব গেলা প্রভু-দরশনে।
সম্ভাষা করিলা প্রভু তাঁ' সবার সনে।।৪৯।।

শুক্লাম্বর-গৃহে সকলকে আগমনার্থ অনুরোধ—

"কালি শুক্লাম্বর-ঘরে মিলিবা আসিয়া।
মোর দুঃখ নিবেদিমু নিভৃতে বসিয়া।।"৫০।।

প্রভুর অপূর্ব প্রেম দর্শনে শ্রীমান্ পণ্ডিতের হর্ষ—

হরিষে পূর্ণিত হৈলা শ্রীমান্পণ্ডিত।
দেখিয়া অদ্ভুত প্রেম মহা-হরষিত।।৫১।।

পরদিন প্রত্যুষে ভক্তগণের শ্রীবাস-গৃহে পুষ্প-চয়নার্থ
সম্মেলন—

যথা-কৃত্য করি' ঊষঃ-কালে সাজি লইয়া।
চলিলা তুলিতে পুষ্প হরষিত হৈয়া।।৫২।।
এক কুন্দ-গাছ আছে শ্রীবাস-মন্দিরে।
কুন্দরূপে কিবা কল্পতরু অবতরে!! ৫৩।।
যতেক বৈষ্ণব তোলে, তুলিতে না পারে।
অক্ষয় অব্যয় পুষ্প সর্বক্ষণ ধরে।।৫৪।।
ঊষঃকালে উঠিয়া সকল ভক্তগণ।
পুষ্প তুলিবারে আসি' হইলা মিলন।।৫৫।।
সবেই তোলেন পুষ্প কৃষ্ণকথা-রসে।
গদাধর, গোপীনাথ, রামাঞি, শ্রীবাসে।।৫৬।।

শ্রীমান্ পণ্ডিতের তথায় সহাস্যে আগমন—

হেনই সময়ে আসি' শ্রীমান্ পণ্ডিত।
হাসিতে হাসিতে আসি' হইলা বিদিত।।৫৭।।

শ্রীমান্ পণ্ডিতের প্রতি ভক্তগণের হাসির কারণ-জিজ্ঞাসা—

সবেই বলেন,—"আজি বড় দেখি হাস্য?"
শ্রীমান্ কহেন,—"আছে কারণ অবশ্য।।"৫৮।।
"কহ দেখি"—বলিলেন ভাগবতগণ।
শ্রীমান্ পণ্ডিত বলে,—"শুনহ কারণ।।৫৯।।

ভক্তগণকে শ্রীমান্ পণ্ডিতের পূর্বদিবসীয়
প্রভু-প্রেম-বিকার-চেষ্টা-বর্ণন—

পরম-অদ্ভুত কথা, মহা-অসম্ভব।
'নিমাইপণ্ডিত হৈলা পরম বৈষ্ণব।।'৬০।।
গয়া হৈতে আইলেন সকল কুশলে।
শুনি' আমি সম্ভাষিতে গেলাঙ বিকালে।।৬১।।
পরম-বিরক্ত-রূপ সকল সম্ভাষ।
তিলার্ধেক ঔদ্ধত্যের নাহিক প্রকাশ।।৬২।।
নিভৃতে কহিতে লগিলেন কৃষ্ণকথা।
যে যে স্থানে দেখিলেন যে অপূর্ব যথা।।৬৩।।
পাদপদ্ম-তীর্থের লইতে মাত্র নাম।
নয়নের জলে সব পূর্ণ হৈল স্থান।।৬৪।।
সর্ব-অঙ্গ মহা-কম্প-পুলকে পূর্ণিত।
'হা কৃষ্ণ!' বলিয়া মাত্র পড়িলা ভূমিত।।৬৫।।

এস্থলে 'তুমি'-শব্দ একবচনান্তরূপে গৃহীত হইলে শ্রীমান্পণ্ডিতকেই বুঝাইবে (পরবর্তী ৭১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।।৪০।।

প্রভুর শ্রীবিগ্রহে সর্বক্ষণ অধিরূঢ়মহাভাবময়-কৃষ্ণ-প্রেমার অধিষ্ঠান লক্ষিত হইতে লাগিল। সুতরাং সর্বোত্তম ত্যাগী বিরক্ত সন্ন্যাসীর বিচার অবলম্বন করিয়া তিনি আশ্রয়বিগ্রহের ভাবে বিভাবিত হইয়া আত্মেন্দ্রিয়-সুখভোগ-বাঞ্ছা বর্জনপূর্বক মূর্ত শুদ্ধ-বৈরাগ্য-বিগ্রহরূপে এক তমালশ্যামকান্তি সর্বাকর্ষক বস্তুর প্রেমাকর্ষণে অতিমাত্রায় ব্যস্ততা দেখাইতেছিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তির যুগপৎ অধিষ্ঠান সম্বন্ধে—(ভাঃ ১১।২।৪২) 'ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ। প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্।।" আলোচ্য।।৪২।।

সর্ব-অঙ্গে ধাতু নাহি, হইলা মূর্চ্ছিত।
কতক্ষণে বাহ্য-দৃষ্টি হৈলা চমকিত।।৬৬।।
শেষে যে বলিয়া 'কৃষ্ণ' কান্দিতে লাগিলা।
হেন বুঝি,—গঙ্গা-দেবী আসিয়া মিলিলা।।৬৭।।

প্রভুর প্রেমবিকার-দর্শনে তাঁহাকে অলৌকিক ও অতিমর্ত্য-জ্ঞান—

যে ভক্তি দেখিলুঁ আমি তাহান নয়নে।
তাহানে মনুষ্য-বুদ্ধি নাহি আর মনে।।৬৮।।

সকলকে প্রভুর অনুরোধ-জ্ঞাপন—

সবে এই কথা কহিলেন বাহ্য হৈলে।
'শুক্লাম্বর-ঘরে কালি মিলিবা সকালে।।৬৯।।
তুমি আর সদাশিব পণ্ডিত মুরারি।
তোমা'-সবা'-স্থানে দুঃখ করিব গোহারি।।'৭০।।
পরম মঙ্গল এই কহিলাঙ কথা।
অবশ্য কারণ ইথে আছয়ে সর্ব্বথা।।''৭১।।

প্রভুর অপূর্বভাব-শ্রবণে ভক্তগণের সহর্ষে হরিধ্বনি—

শ্রীমানের বচন শুনিয়া ভক্তগণে।
'হরি' বলি' মহাধ্বনি করিলা তখনে।।৭২।।
প্রথমেই বলিলেন শ্রীবাস উদার।
''গোত্র বাড়াউন কৃষ্ণ আমা' সবাকার।।''৭৩।।

সজাতীয়াশয়-স্নিগ্ধ কৃষ্ণভজনশীল গোষ্ঠীবৃদ্ধি-বাঞ্ছা—

তথাহি—

''গোত্রং নো বর্ধতাম্'' ইতি।।৭৪।।
আনন্দে করেন সবে কৃষ্ণ-সংকথন।
উঠিল মঙ্গল-ধ্বনি পরমমোহন।।৭৫।।
'তথাস্তু' 'তথাস্তু' বলে ভাগবতগণ।
'সবেই ভজুক কৃষ্ণচন্দ্রের চরণ।।''৭৬।।

পুষ্পচয়নান্তে ভক্তগণের নিজগৃহে গমন—

হেনমতে পুষ্প তুলি' ভাগবতগণ।
পূজা করিবারে সবে করিলা গমন।।৭৭।।

শুক্লাম্বর-গৃহে শ্রীমান্ পণ্ডিতের ও গদাধরাদির গমন—

শ্রীমান্ পণ্ডিত চলিলেন গঙ্গাতীরে।
শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারী—তাহান মন্দিরে।।৭৮।।
শুনিঞা এ-সব কথা প্রভু-গদাধর।
শুক্লাম্বর-গৃহ-প্রতি চলিলা সত্বর।।৭৯।।
''কি আখ্যান কৃষ্ণের কহেন শুনি গিয়া।''
থাকিলেন শুক্লাম্বর-গৃহে লুকাইয়া।।৮০।।
সদাশিব, মুরারি, শ্রীমান্, শুক্লাম্বর।
মিলিলা সকল যত প্রেম-অনুচর।।৮১।।

প্রভুরও তথায় আগমন, কৃষ্ণভক্তিসূচক-শ্লোকাবৃত্তি—

হেনই সময়ে বিশ্বম্ভর দ্বিজরাজ।
আসিয়া মিলিলা হেথা বৈষ্ণবসমাজ।।৮২।।
পরম-আনন্দে সবে করেন সম্ভাষ।
প্রভুর নাহিক বাহ্যদৃষ্টি-পরকাশ।।৮৩।।
দেখিলেন মাত্র প্রভু ভাগবতগণ।
পড়িতে লাগিলা শ্লোক—ভক্তির লক্ষণ।।৮৪।।

কৃষ্ণবিরহে প্রভুর তদন্বেষণ, মূর্ছা ও অশ্রুপাত এবং প্রেমাশ্রুপ্লুত ভক্তগণকে কৃষ্ণসন্ধান-জিজ্ঞাসা—

''পাইলুঁ, ঈশ্বর মোর কোন্ দিকে গেলা ?''
এত বলি' স্তম্ভ কোলে করিয়া পড়িলা।।৮৫।।

জীবের প্রতি করুণা-পরবশ হইয়া প্রভু পরম শুভ-মুহূর্তে প্রেমবারি-বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। এইকথা প্রচারিত হইবা-মাত্র ভক্তগণ তাহা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রভুর নিকট আসিতে আরম্ভ করিলেন।।৪৮।।

যে নিমাইপণ্ডিত কিছুদিন পূর্বে মহা-তার্কিকচূড়ামণি ছিলেন এবং বৈষ্ণবদিগকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাদি দ্বারা উড়াইয়া দিতেন, সেই নিমাইপণ্ডিতই এখন পরম-বৈষ্ণব হইয়াছেন।।৬০।।

গোহারি,—(সংস্কৃত 'গোচর'-শব্দ হইতে), বিহার ও উড়িষ্যা দেশে 'গোহারি'-শব্দে 'কান্নাকাটী' বুঝায়; জ্ঞাপন, নিবেদন, সহানুভূতিলাভোদ্দেশ্যে প্রতীকার বা সুবিচার-প্রার্থনা।।৭০।।

গোত্র,—অন্বয়, বংশ, গোষ্ঠী।।৭৩।।

ভাঙ্গিল গৃহের স্তম্ভ প্রভুর আবেশে।
"কোথা কৃষ্ণ", বলিয়া পড়িলা মুক্ত কেশে।।৮৬।।
প্রভু পড়িলেন মাত্র 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া।
ভক্তসব পড়িলেন ঢলিয়া ঢলিয়া।।৮৭।।
গৃহের ভিতরে মূর্ছা গেলা গদাধর।
কে বা কোন্ দিকে পড়ে, নাহি পরাপর।।৮৮।।
সবে হৈলা কৃষ্ণপ্রেম-আনন্দে মূর্ছিত।
হাসেন জাহ্নবী-দেবী হইয়া বিস্মিত।।৮৯।।
কতক্ষণে বাহ্য প্রকাশিয়া বিশ্বম্ভর।
'কৃষ্ণ' বলি' কান্দিতে লাগিলা বহুতর।।৯০।।
"কৃষ্ণ রে, প্রভু রে মোর—কোন্ দিকে গেলা?"
এত বলি' প্রভু পুনঃ ভূমিতে পড়িলা।।৯১।।
কৃষ্ণপ্রেমে কান্দে প্রভু শচীর নন্দন।
চতুর্দিকে বেড়ি' কান্দে ভাগবতগণ।।৯২।।
আছাড়ের সমুচ্চয় নাহিক শ্রীঅঙ্গে।
না জানে ঠাকুর কিছু নিজ-প্রেম-রঙ্গে।।৯৩।।
উঠিল কীর্ত্তন-রোল প্রেমের ক্রন্দন।
প্রেমময় হৈল শুক্লাম্বরের ভবন।।৯৪।।
স্থির হই' ক্ষণেকে বসিলা বিশ্বম্ভর।
তথাপি আনন্দধারা বহে নিরন্তর।।৯৫।।
প্রভু বলে,—"কোন্ জন গৃহের ভিতর?"
ব্রহ্মচারী বলেন,—"তোমার গদাধর।।"৯৬।।
হেট-মাথা করিয়া কান্দেন গদাধর।
দেখিয়া সন্তোষ বড় প্রভু বিশ্বম্ভর।।৯৭।।
প্রভু বলে,—"গদাধর, তুমি সে সুকৃতি।
শিশু হৈতে কৃষ্ণেতে করিলা দৃঢ়-মতি।।৯৮।।
আমার সে হেন জন্ম গেল বৃথা-রসে।
পাইলুঁ অমূল্য নিধি, গেল দৈব-দোষে।।"৯৯
এত বলি' ভূমিতে পড়িলা বিশ্বম্ভর।
ধূলায় লোটায় সর্ব-সেব্য কলেবর।।১০০।।

প্রভুর কৃষ্ণবিরহার্তিক্রন্দন, কদাচিৎ অর্ধবাহ্যদশা—

পুনঃ পুনঃ হয় বাহ্য, পুনঃ পুনঃ পড়ে।
দৈবে রক্ষা পায় নাক-মুখ সে-আছাড়ে।।১০১।।
মেলিতে না পারে দুই চক্ষু প্রেমজলে।
সবে এক 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' শ্রীবদনে বলে।।১০২।।
ধরিয়া সবার গলা কান্দে বিশ্বম্ভর।
"কৃষ্ণ কোথা?–ভাই সব, বলহ সত্বর।।"১০৩।।
প্রভুর দেখিয়া আর্তি কান্দে ভক্তগণ।
কারো মুখে আর কিছু না স্ফুরে বচন।।১০৪।।
প্রভু বলে,—"মোর দুঃখ করহ খণ্ডন।
আনি'দেহ' মোরে নন্দগোপেন্দ্র-নন্দন।।"১০৫।।
এত বলি' শ্বাস ছাড়ি' পুনঃ পুনঃ কান্দে।
লোটায় ভূমিতে কেশ, তাহা নাহি বান্ধে।।১০৬।।

অনুবাদ। আমাদের বংশ বা গোষ্ঠী বৃদ্ধি লাভ করুক।।

তথ্য। স্মার্ত-শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান-কালে আশীর্বাদ।

'আ-ব্রহ্মস্তম্ব সকলেই কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা করিয়া আমাদের গোত্র বৃদ্ধি করুক'----শ্রীবাসের মুখে এই কথা শুনিবামাত্র সমবেত ভাগবতগণ সকলেই 'তাহাই হউক, তাহাই হউক' বলিয়া তাহা অনুমোদন করিলেন।।৭৬।।

কৃষ্ণপ্রেমবিহ্বল প্রভু শুক্লাম্বর-গৃহে বৈষ্ণবগণকে উন্মনাভাবে দেখিতে পাইয়াও "সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্। হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে।।" এবং "অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।।" প্রভৃতি শুদ্ধভক্তির লক্ষণ-সূচক শ্লোক অথবা পরবর্তী ৮৬ সংখ্যার "পাইনু, ঈশ্বর মোর কোন্ দিকে গেলা?" এই বাক্যোদ্দিষ্ট শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদোচ্চারিত "অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ, হে মথুরানাথ, কদাবলোক্যসে। হৃদয়ং তদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্।।" ইত্যাদি বিপ্রলম্ভপ্রেমসূচক শ্লোকসমূহ পাঠ করিতে লাগিলেন।।৮৪।।

"হায়, আমি কৃষ্ণকে পাইয়াছিলাম, কিন্তু এখন তিনি আমাকে ফেলিয়া কোথায় পলাইয়া গেলেন?"----এরূপ বলিতে বলিতে প্রভু কৃষ্ণপ্রেমাবেশে বলপূর্বক গৃহস্তম্ভকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন।।৮৫।।

পরাপর,----পর (অন্য) + অপর (নিজ), স্ব-ইতর-বুদ্ধিভেদ।।৮৮।।

অর্ধবাহ্যদশা-লাভান্তে অতিকষ্টে ভক্তগণকে বিদায়-দান—

এই সুখে সর্বদিন গেল ক্ষণপ্রায়।
কথঞ্চিৎ সবা'-প্রতি হইলা বিদায়।।১০৭।।

প্রভুর অপূর্ব-প্রেমবিকার-দর্শনে ও শ্রবণে ভক্তগণের বিস্ময় ও পরস্পর বিবিধ মতোক্তি—

গদাধর, সদাশিব, শ্রীমান্ পণ্ডিত।
শুক্লাম্বর-আদি সবে হইলা বিস্মিত।।১০৮।।
যে যে দেখিলেন প্রেম, সবেই অবাক্য।
অপূর্ব দেখিয়া কারো দেহে নাহি বাহ্য ।।১০৯।।
বৈষ্ণবসমাজে সবে, আইলা হরিষে।
আনুপূর্বিক কহিলেন অশেষ-বিশেষে।।১১০।।
শুনিঞা সকল মহাভাগবতগণ।
'হরি হরি' বলি' সবে করেন ক্রন্দন।।১১১।।
শুনিঞা অপূর্ব্ব প্রেম সবেই বিস্মিত।
কেহ বলে,—''ঈশ্বর বা হইলা বিদিত ।।''১১২।।
কেহ বলে,—'' নিমাইপণ্ডিত ভাল হৈলে।
পাষণ্ডীর মুণ্ড ছিণ্ডিবারে পারি হেলে।।''১১৩।।
কেহ বলে,—'' হইবেক কৃষ্ণের রহস্য।
সর্বথা সন্দেহ নাঞি, জানিহ অবশ্য।।''১১৪।।
কেহ বলে,—'' ঈশ্বরপুরীর সঙ্গ হৈতে।
কিবা দেখিলেন কৃষ্ণপ্রকাশ গয়াতে।।''১১৫।।
এইমত আনন্দে সকল ভক্তগণ।
নানা-জনে নানা-কথা করেন কথন।।১১৬।।

প্রভুর উদ্দেশে বৈষ্ণবগণের আশীর্বাদ—

সবে মেলি' করিতে লাগিলা আশীর্বাদ।
''হউক হউক সত্য কৃষ্ণের প্রসাদ।।''১১৭।।

বৈষ্ণবগণের হর্ষোৎসাহ-ভরে কৃষ্ণকীর্তন—

আনন্দে লাগিলা সবে করিতে কীর্তন।
কেহ গায়, কেহ নাচে, করয়ে ক্রন্দন।।১১৮।।
হেনমতে ভক্তগণ আছেন হরিষে।
ঠাকুর-আবিষ্ট হই' আছেন নিজ-রসে।।১১৯।।

গঙ্গাদাস পণ্ডিত-গৃহে প্রভুর গমন, যথারীতি পরস্পর ব্যবহার—

কথঞ্চিৎ বাহ্য প্রকাশিয়া বিশ্বম্ভর।
চলিলেন গঙ্গাদাসপণ্ডিতের ঘর।।১২০।।
গুরুর করিলা প্রভু চরণ বন্দন।
সম্ভ্রমে উঠিয়া গুরু কৈলা আলিঙ্গন।।১২১।।
গুরু বলে,—''ধন্য বাপ, তোমার জীবন।
পিতৃকুল মাতৃকুল করিলা মোচন।।১২২।।

শিষ্যগণের প্রভু-নিষ্ঠা-বর্ণন—

তোমার পড়ুয়া সব—তোমার অবধি।
পুঁথি কেহ নাহি মেলে, ব্রহ্মা বলে যদি।।১২৩।।

প্রভু কৃষ্ণপ্রেমে অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পুনঃ পুনঃ ভূপতিত হইতেছিলেন! তাহাতে শ্রীঅঙ্গে কোন ক্ষতচিহ্ন হয় নাই এবং প্রভুও অন্তর্দশায় বাহ্য-সুখদুঃখাদি আদৌ কিছুই অনুভব করেন নাই।।৯৩।।

প্রভু শ্রীগদাধরকে বলিলেন,—''হে গদাধর, বাল্যাবধি কৃষ্ণসেবায় উন্মুখ বলিয়া তুমিই মহা-সৌভাগ্যবান্; তোমার ন্যায় দৃঢ়া কৃষ্ণসেবা-বুদ্ধি আমার ছিল না। আমি তর্কশাস্ত্রঅধ্যয়নে এতদিন বৃথাই কাটাইয়াছি! আমার ভাগ্য-দোষে অতিদুর্লভ হারাধন কৃষ্ণকে পাইয়াও তাহাতে আমি বঞ্চিত হইলাম!''৯৯।।

সর্বসেব্য-কলেবর,—শ্রীগৌরবিগ্রহ প্রাকৃত চতুর্দশভুবন এবং অপ্রাকৃত পরব্যোম-বৈকুণ্ঠ-গোলোক-বৃন্দাবনের নিখিল আশ্রিতবর্গের সেব্য বা উপাস্য বস্তু।।১০০।।

কৃষ্ণ-বিরহ-জনিত অত্যধিক-ক্লেশ-সত্ত্বেও আশ্রয়-ভাববিভাবিত গৌরসুন্দরের কৃষ্ণপ্রেম-সুখে দীর্ঘ চারিপ্রহরব্যাপী সমগ্র দিবাভাগ অতিবাহিত হওয়ায় উহা যেন অত্যন্ত অল্প সময় বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। কৃষ্ণপ্রেম-মদিরাচ্ছন্ন প্রভু অর্ধবাহ্যদশায় কোন প্রকারে অতিকষ্টে সকল ভক্তের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ অর্থাৎ অবসর যাচ্ঞা করিলেন।।১০৭।।

প্রভুর সেই মহাভাবময় অভূতপূর্ব প্রেমবিকাররূপ অত্যাশ্চর্য ব্যাপার দর্শন করিয়া দর্শক-ভক্তগণ সকলেই নির্বাক্ হইয়াছিলেন।।১০৯।।

প্রভুকে মধুরবাক্যে বিদায়-দান—

এখনে আইলা তুমি সবার প্রকাশ।
কালি হৈতে পড়াইবা আজি যাহ বাস।''১২৪।।

শিষ্য-বেষ্টিত হইয়া প্রভুর মুকুন্দসঞ্জয়-গৃহে আগমন—

গুরু নমস্করিয়া চলিলা বিশ্বম্ভর।
চতুর্দিকে পড়ুয়া-বেষ্টিত শশধর।।১২৫।।
আইলেন শ্রীমুকুন্দসঞ্জয়ের ঘরে।
আসিয়া বসিলা চণ্ডীমণ্ডপ-ভিতরে।।১২৬।।

সগোষ্ঠী মুকুন্দের আনন্দ ও মুকুন্দ-পুত্র পুরুষোত্তমকে প্রভুর স্নেহ-কৃপা-দান, স্ত্রীগণের হুলুধ্বনি—

গোষ্ঠী-সঙ্গে মুকুন্দসঞ্জয় পুণ্যবন্ত।
যে ইহল আনন্দ, তাহার নাহি অন্ত।।১২৭।।
পুরুষোত্তমসঞ্জয়েরে প্রভু কৈলা কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান' নয়নের জলে।।১২৮।।
জয়কার দিতে লাগিলেন নারীগণ।
পরম-আনন্দ হৈল মুকুন্দ-ভবন।।১২৯।।

প্রভুর স্ব-গৃহে আগমন—

শুভ দৃষ্টিপাত প্রভু করি' সবাকারে।
আইলেন মহাপ্রভু আপন-মন্দিরে।।১৩০।।
আসিয়া বসিলা বিষ্ণুগৃহের দুয়ারে।
প্রীতি করি' বিদায় দিলেন সবাকারে।।১৩১।।

প্রভুর অভিনব-ক্রিয়ামুদ্রা-বোধে সকলেরই অসামর্থ্য—

যে-যে জন আইসে প্রভুরে সম্ভাষিতে।
প্রভুর চরিত্র কেহ না পারে বুঝিতে।।১৩২।।

প্রভুর পূর্ব-বিদ্যাবিলাস-অহঙ্কার-গোপন ও মহা-বৈরাগ্য-প্রকটন—

পূর্ব-বিদ্যা-ঔদ্ধত্য না দেখে কোন জন।
পরম বিরক্তপ্রায় থাকে সর্ব্বক্ষণ।।১৩৩।।

পুত্রভাবানভিজ্ঞা শচীর পুত্রার্থে বিষ্ণু-পূজন—

পুত্রের চরিত্র শচী কিছুই না বুঝে।
পুত্রের মঙ্গল লাগি' গঙ্গা-বিষ্ণু পূজে।।১৩৪।।
"স্বামী নিলা, কৃষ্ণচন্দ্র! নিলা পুত্রগণ।
অবশিষ্ট সবে-মাত্র আছে একজন।।১৩৫।।
অনাথিনী মোরে, কৃষ্ণ! এই দেহ' বর।
সুস্থচিত্তে গৃহে মোর রহু বিশ্বম্ভর।।''১৩৬।।

পুত্রবধূ-দ্বারা উদাসীন-পুত্রের গৃহাসক্তি-বর্ধন-চেষ্টা, কৃষ্ণবিরহাক্রান্ত প্রভুর বৈরাগ্য ও ঔদাসীন্য—

লক্ষ্মীরে আনিঞা পুত্র-সমীপে বসায়।
দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চা'য়।।১৩৭।।

অহর্নিশ কৃষ্ণবিরহ-বেদনায় প্রভুর শ্লোকাবৃত্তি, অধৈর্য ও ক্রন্দন—

নিরবধি শ্লোক পড়ি' করয়ে রোদন।
"কোথা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ!" বলে অনুক্ষণ।।১৩৮।।
কখনো কখনো যেবা হুঙ্কার করয়।
ডরে পলায়েন লক্ষ্মী, শচী পায় ভয়।।১৩৯।।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যা'ন প্রভু কৃষ্ণরসে।
বিরহে না পায় স্বাস্থ্য, উঠে-পড়ে, বৈসে।।১৪০।।

কোন কোন ভক্ত বলিলেন,----এই নিমাই পণ্ডিত হইতেই সকলে শ্রীকৃষ্ণের অজ্ঞাত-লীলা-রহস্য সমস্ত নিশ্চয়ই জানিতে পারিবেন,----ইহাতে আর সন্দেহ নাই।।১১৪।।

অবধি,----(প্রান্ত, শেষ, সীমা), প্রশ্রয় লাভ করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বা সম্বর্দ্ধিত, অধিক, 'বাড়া'।।১২৩।।

সবার প্রকাশ,----সকলের হৃদয়ে আনন্দশোভা-ব্যক্তকারী, গৌরবৌজ্জল্য-বিকাশক অথবা প্রকৃততত্ত্বোদঘাটনকারী।।১২৪।।

লক্ষ্মীরে অর্থাৎ বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীকে। নিমাইর কৃষ্ণেতরবিষয়ে ঔদাসীন্য দেখিয়া জননী শচীদেবী পুত্রের সংসারবন্ধনবর্ধক সংসার-প্রিয়া সাধারণ মাতৃগণের লৌকিক-বিচারের অভিনয় করিয়া মনে করিলেন.—'বধূ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সহিত আলাপাদির সুযোগ করিয়া দিলে পুত্রের সংসার-বিরুদ্ধ তীব্র কৃষ্ণভজনানুরাগ-চেষ্টা বোধ হয় কিঞ্চিৎ শ্লথ হইয়া পড়িবে।' সাধারণ লৌকিক-বিচারে যৌবনকালে বদ্ধ-জীবগণ যোষিৎ ও ভোগ্য-বুদ্ধিতে স্বীয় জায়াকে ভোক্তৃঅভিমানে ভোগ করিতে করিতে সংসারাসক্ত

বহিরঙ্গ-লোক-দর্শনে প্রভুর নিজ নিগূঢ় অন্তর্ভাব-গোপন—

ভিন্ন লোক দেখিলে করেন সম্বরণ।
ঊষঃকালে গঙ্গাস্নানে করয়ে গমন।।১৪১।।

প্রত্যহ প্রভু গঙ্গাস্নানান্তে আসিবা মাত্র শিষ্যগণের পাঠার্থ আগমন—

আইলেন মাত্র প্রভু করি' গঙ্গাস্নান।
পড়ুয়ারবর্গ আসি' হৈল উপস্থান।।১৪২।।

প্রভু-মুখে নিরন্তর একমাত্র 'কৃষ্ণ'-শব্দোচ্চারণ—

'কৃষ্ণ' বিনা ঠাকুরের না আইসে বদনে।
পড়ুয়া-সকল ইহা কিছুই না জানে।।১৪৩।।

সকলের প্রার্থনায় পরমমুখ্যা বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তিতে প্রভুর অধ্যাপন-মুখে কৃষ্ণনাম-মাহাত্ম্য প্রকাশারম্ভ—

অনুরোধে প্রভু বসিলেন পড়াইতে।
পড়ুয়া-সবার স্থানে প্রকাশ করিতে।।১৪৪।।
'হরি' বলি' পুঁথি মেলিলেন শিষ্যগণ।
শুনিঞা আনন্দ হৈলা শ্রীশচীনন্দন।।১৪৫।।

হরিধ্বনি-শ্রবণে প্রভুর অধোক্ষজ-দর্শন-প্রকাশ—

বাহ্য নাহি প্রভুর শুনিঞা হরিধ্বনি।
শুভদৃষ্টি সবারে করিলা দ্বিজমণি।।১৪৬।।

নিত্য-শুদ্ধ-পূর্ণ-মুক্ত চিন্ময়ী পরম-মুখ্যা বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিতে প্রভুর ব্যাখ্যানারম্ভ—

আবিষ্ট হইয়া প্রভু করেন ব্যাখ্যান।
সূত্র-বৃত্তি-টীকায়, সকল হরিনাম।।১৪৭।।

প্রভু-কর্তৃক সর্বশাস্ত্র-বর্ণিত কৃষ্ণের নাম ও তত্ত্ব-মহিমা-ব্যাখ্যান—

প্রভু বলে,—"সর্বকাল সত্য কৃষ্ণনাম।
সর্ব-শাস্ত্রে 'কৃষ্ণ' বই না বলয়ে আন।।১৪৮।।
হর্তা কর্তা পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈশ্বর।
অজ-ভব-আদি, সব—কৃষ্ণের কিঙ্কর।।১৪৯।।

কৃষ্ণেতর-ব্যাখ্যাকারী কৃষ্ণনাম-ভজনহীন ব্যক্তিকে গর্হণ—

কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি' যে আর বাখানে।
বৃথা জন্ম যায় তার অসত্য-বচনে।।১৫০।।

ও গৃহমেধী হইয়া পড়ে, কিন্তু প্রভুর পক্ষে সেই বিচার আদৌ উপস্থিত হয় নাই। তিনি স্বীয় লক্ষ্মীর প্রতি অত্যন্ত উদাসীনভাবে সামান্য কটাক্ষপাত করিয়াও, কৃষ্ণবিরহ-ক্লিষ্ট আশ্রয়াভাববিভাবিত হইয়া কৃষ্ণপ্রেম-বিহ্বলতা-নিবন্ধন মূর্তিমতী দাস্যবিগ্রহ বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে পর্যন্ত বিষয়-বিগ্রহস্বরূপে দর্শন করিবার জন্য উৎসাহান্বিত হইলেন না।।১৩৭।।

বিপ্রলম্ভ-রসে নিমগ্ন হইয়া প্রভুর কৃষ্ণ-বিরহানুভূতি এতদূর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল যে, তিনি প্রত্যহ বিনিদ্র রজনী যাপন করিতেন। তীব্রবিরহ-বেদনায় অস্থির হইয়া প্রভু কখনও শয্যা হইতে উত্থান, কখনও শয্যায় পতন এবং কখনও বা উপবেশন করিতেন।।১৪০।।

কৃষ্ণসেবা প্রবৃত্তি-রহিত, অনভিজ্ঞ, বহির্মুখ, অভক্ত লোক দেখিলে তাহাদিগকে বহিরঙ্গ-জ্ঞানে প্রভু স্বীয় তীব্র কৃষ্ণবিরহ প্রেমবিকার দমন বা সংযমন করিতেন।।১৪১।।

কৃষ্ণের বিপ্রলম্ভপ্রেমসেবা-সংরত প্রভুর শ্রীমুখে একমাত্র 'কৃষ্ণ'-শব্দ ব্যতীত আর কোন শব্দ বা কথাই শুনা যাইত না। কিন্তু বিদ্যার্থি-ছাত্রগণ তাহাদের অধ্যাপক নিমাই পণ্ডিতের তাৎকালিক অবস্থা আদৌ বুঝিতে পারে নাই।।১৪২।।

অধ্যাপক-সূত্রে নিমাই কৃষ্ণপ্রেমাবিষ্ট হইয়া শব্দ-শাস্ত্রের অধ্যাপনা-মুখে হরিনামই সমগ্র সূত্র-বৃত্তি ও টীকার একমাত্র তাৎপর্য এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেন। শব্দের ত্রিবিধ রূঢ়িবৃত্তির মধ্যে প্রধানতঃ বিদ্বদ্রূঢ়ি, সাধারণ রূঢ়ি ও অজ্ঞরূঢ়ি এই বৃত্তিত্রয় দেখিতে পাওয়া যায়। তৎকালে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়তর্পণ পরায়ণ আধ্যক্ষিক শব্দশাস্ত্রাধ্যাপকগণ অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তি-চালিত হইয়া প্রতি শব্দকে ইন্দ্রিয়-সুখসাধনোপযোগী ভোগ-বাচক বলিয়া জানিতেন, কেহই বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি-চালিত হইয়া প্রত্যেক বর্ণ ও শব্দ যে ভগবদুদ্দীপক ও ভগবদ্বস্তু হইতে অভিন্ন, তাহা ভোগপর-বুদ্ধি-হেতু বুঝিতে পারেন নাই। গৌরসুন্দর শব্দশাস্ত্র-পাঠার্থিগণকে গ্রন্থের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত অধ্যাপন করিতে গিয়া বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তিদ্বারাই যে প্রকৃত অর্থ আলোচ্য ও বোদ্ধব্য, তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বস্তুতঃ প্রত্যেক শব্দেরই ভগবদ্‌বাচকত্ব এবং বাচ্যস্বরূপ ভগবান্ বিষ্ণু এবং বাচকস্বরূপ শব্দের পরব্যোমবৈকুণ্ঠাধারত্ব-নিবন্ধন পরস্পরের ভেদ-নিষিদ্ধতা অর্থাৎ সম্পূর্ণ অভেদত্ব জানাইলেন। যে স্থলে বাচ্য ও বাচকের মধ্যে প্রতীতিগত বৈষম্য লক্ষিত হয়, সে স্থলে

আগম-বেদান্ত-আদি যত দরশন।
সর্বশাস্ত্রে কহে 'কৃষ্ণপদে ভক্তিধন'।।১৫১।।
মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়।
ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে যায়।।১৫২।।
করুণাসাগর কৃষ্ণ জগত-জীবন।
সেবক-বৎসল নন্দগোপের নন্দন।।১৫৩।।
হেন কৃষ্ণনামে যার নাহি রতি-মতি।
পড়িয়াও সর্বশাস্ত্র, তাহার দুর্গতি।।১৫৪।।
দরিদ্র অধম যদি লয় কৃষ্ণনাম।
সর্ব দোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণধাম।।১৫৫।।
এইমত সকল শাস্ত্রের অভিপ্রায়।
ইহাতে সন্দেহ যার, সে-ই দুঃখ পায়।।১৫৬।।
কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি' যে শাস্ত্র বাখানে।
সে অধমে কভু শাস্ত্রমর্ম নাহি জানে।।১৫৭।।
শাস্ত্রের না জানে মর্ম, অধ্যাপনা করে।
গর্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি' মরে।।১৫৮।।

মোহিনী-মায়া-কর্তৃক বঞ্চিত জীবগণের ভোগবুদ্ধিমূলে অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তিই প্রকাশিতা। পরব্যোমে বিরাজমান শব্দ-ব্রহ্ম শ্রীনামের উদ্দেশক বিচারব্যতীত তৎকালে অধ্যাপক-বিশ্বম্ভরের যাবতীয় শব্দার্থের অন্য কোনপ্রকার উপলব্ধি ছিল না। কৃষ্ণসেবাময় পরাকাশে প্রস্ফুটিত প্রত্যেক শব্দই শুদ্ধ-চিন্ময়ী বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তিতে বাচ্যভগবান্ নামি-হরির সহিত সর্বতোভাবে অভিন্ন-বাচক শ্রীহরিনাম-স্বরূপ।।১৪৭।।

কৃষ্ণনাম কালের অভ্যন্তরে উদ্ভব ও লয়-যোগ্য অসত্য বস্তু নহেন। কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণের মধ্যে কোনরূপ মায়িক বৈষম্য না থাকায় কালের জনক-বিগ্রহ নামি-কৃষ্ণের সহিত কৃষ্ণনাম ও সার্বকালিক অখণ্ড সত্য। সকল সাত্বত-শাস্ত্রই কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও উদ্দেশ্য করেন নাই; যথা হরিবংশে----"বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা। আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে।।"১৪৮।।

কৃষ্ণই পরমেশ্বর ও সর্বকারণকারণ। তিনিই জগতের মূল সৃষ্টিকর্তা, মূল-পালক ও মূল সংহারকারী। তবে যেস্থলে ব্রহ্মা ও রুদ্র সৃষ্টিকর্তা ও লয়কর্তা বলিয়া উল্লিখিত হন, সে-স্থলে তাঁহাদিগকে কৃষ্ণশক্তি-প্রভাবেই ঈশ্বরতা লাভ করিয়া, কৃষ্ণাজ্ঞা-পালন দ্বারা আধিকারিক গৌণ-সেবা নির্বাহকারী রজস্তমোগুণাধিষ্ঠাতৃ-দেবরূপে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বুঝিতে হইবে।।১৪৯।।

কৃষ্ণই সর্বকারণকারণ মূল আকর-বস্তু। তাঁহার পাদপদ্মসেবা-তাৎপর্য পরিত্যাগ করিয়া অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তির আশ্রয়ে যে সকল অনূচানমানী শাস্ত্রতাৎপর্যানভিজ্ঞ ভারবাহী শাস্ত্রের কদর্থ করেন, সেই সকল অসতী ব্যাখ্যার দ্বারা তাহাদের অতি দুর্লভ অর্থদ মানবজীবন-ধারণও ব্যর্থ ও নিষ্ফল হয় অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষায়, তাহারা----যথার্থই 'জীবন্মৃত', 'জীবঞ্ছব' বা 'শ্বসঞ্ছব'।।১৫০।।

বেদবিস্তার আগম অর্থাৎ সাত্বততন্ত্র পঞ্চরাত্রসমূহ, বেদের শিরোভাগ উপনিষৎসমূহ ও তাহাদের সারস্বরূপ বেদান্ত এবং অন্যান্য যাবতীয় দর্শন-শাস্ত্রাদি, সমস্ত শাস্ত্রই কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবনকেই একমাত্র তাৎপর্যরূপে প্রতিপাদন ও উদ্দেশ করে।।১৫১।।

যে অনুচানমানী সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও পরম-মুখ্যা বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি পরিত্যাগপূর্বক অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বৈকুণ্ঠ কৃষ্ণনামে রুচিবিশিষ্ট হয় না, সে আত্মসম্ভাবিত পণ্ডিতাভিমানী হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে শাস্ত্রের সারগ্রাহী না হইয়া দুর্দৈবগ্রস্ত নিরয়গামী ও ভারবাহী মাত্র।।১৫৪।।

যাঁহারা প্রাক্তনজন্মের পুঞ্জ পুঞ্জ দুষ্কৃতিবশে সর্বশাস্ত্রে একমাত্র তাৎপর্য 'কৃষ্ণভজন' পরিত্যাগ করিয়া ভগবদ্‌ভক্তির পরমোৎকর্ষসূচক ভক্তিপর ব্যাখ্যা করেন না অর্থাৎ ভক্তিপ্রতিকূল অন্যাভিলাষ, কর্ম, জ্ঞান ও যোগাদি অভক্তিকেই উপায় এবং ধর্ম, অর্থ, কামও মোক্ষলাভকেই উপেয়জ্ঞানে শাস্ত্র-তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন, তাঁহারা শাস্ত্রের প্রকৃত স্বারস্য, অনুভব, অভিপ্রায় বা তাৎপর্য অবগত নহেন। "আচার্যবান্ পুরুষো বেদ" (-ছাঃ ৬।১৪।২), 'যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।" (শ্বেতাশ্বঃ ৬।২৩) "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।।" (---কঠ ১।২।২৩), প্রভৃতি মন্ত্র এবং "শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি। শ্রমস্তস্য শ্রমফলো হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ।।" (---ভাঃ ১১।১১।১৮) "অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত

পড়িঞা-শুনিঞা লোক গেল ছারে-খারে।
কৃষ্ণ মহামহোৎসবে বঞ্চিলা তাহারে।।১৫৯।।

কৃষ্ণের নাম ও গুণ-বর্ণন—

পূতনারে যেই প্রভু কৈলা মুক্তিদান।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি' লোকে করে অন্য ধ্যান।।১৬০।।
অঘাসুর-হেন পাপী যে কৈলা মোচন।
কোন্ সুখে ছাড়ে লোক তাঁহার কীর্তন?১৬১।।
যে-কৃষ্ণের নামে হয় জগত পবিত্র।
না বলে দুঃখিত জীব তাঁহার চরিত্র।।১৬২।।
যে-কৃষ্ণের মহোৎসবে ব্রহ্মাদি বিহ্বল।
তাহা ছাড়ি নৃত্য-গীতে করে অমঙ্গল।।১৬৩।।
অজামিলে নিস্তারিলা যে-কৃষ্ণের নামে।
ধন-কুল-বিদ্যা-মদে তাহা নাহি জানে।।১৬৪।।

কৃষ্ণ-পাদপদ্ম মাহাত্ম্য বর্ণন—

শুন, ভাই-সব, সত্য আমার বচন।
ভজহ অমূল্য কৃষ্ণপাদপদ্ম-ধন।।১৬৫।।
যে-চরণ সেবিতে লক্ষ্মীর অভিলাষ।
যে-চরণ সেবিঞা শঙ্কর শুদ্ধদাস।।১৬৬।।

এব হি। জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্।।''(—ভাঃ ১০।১৪।২৯) প্রভৃতি শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি-শাস্ত্রের অসংখ্য শ্লোক বিশেষভাবে আলোচ্য।।১৫৭।।

শাস্ত্রানুশীলনকারিগণ দ্বিবিধ; (১) এক সম্প্রদায়—গো-গর্দভের ন্যায় ভারবাহী; (২) অপর সম্প্রদায়—মধুকরের ন্যায় সারগ্রাহী। তাৎপর্য এই যে, অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তি-চালিত হইয়া ভারবাহী অধ্যাপকগণ প্রকৃত শাস্ত্রতাৎপর্যজ্ঞানের অভাবে নিজের জড়েন্দ্রিয়তর্পণার্থ পরবিদ্যা-সরস্বতী-পতি শ্রীকৃষ্ণের ঐকান্তিক ভজনপর ব্যাখ্যা না করায় গো-গর্দভ যেমন মধু বা শর্করা-ভাণ্ডের অভ্যন্তরস্থ পদার্থের মাধুর্য উপলব্ধি বা আস্বাদন করিতে অসমর্থ হইয়া কেবল মাত্র অজ্ঞপশুসুলভ বৃথা পরিশ্রম করিয়া মরে, তদ্রূপ ঐসকল ভারবাহী পণ্ডিতাভিমানিগণের শ্রুত-স্বাধ্যায়-প্রবচনাদিশ্রমও সম্পূর্ণ নিষ্ফল ও নিরর্থক হইয়া পড়ে। তৎকালে ঐ নির্বোধ-সম্প্রদায় মায়ামোহগ্রস্ত হইয়া সমশীল ভারবাহীদিগকেই 'পণ্ডিত' বলিয়া ভ্রান্ত হয়।। কিন্তু বস্তুতঃ শাস্ত্রের সারগ্রাহী সুচতুর ভক্তগণেরই বন্ধ-মোক্ষ-বিৎ 'পণ্ডিত'-আখ্যা—যথোচিত ও শোভনীয়।

(ভাঃ ৪।২৯।৪৪ শ্লোকে রাজর্ষি-প্রাচীনবর্হির প্রতি দেবর্ষি-নারদের উক্তি—) ''অদ্যাপি বাচস্পতয়স্তপোবিদ্যাসমাধিভিঃ। পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি পশ্যন্তং পরমেশ্বরম্।।''

অর্থাৎ 'বাচস্পতিগণ তপস্যা, বিদ্যা ও সমাধিদ্বারা সতত বিচার করিয়াও সর্বসাক্ষী পরমেশ্বরকে অদ্যাপি জানিতে পারেন নাই।।'১৫৮।।

ভগবান্ কৃষ্ণ নিজ-জিঘাংসা-পরায়ণা মূর্তিমৎ-কাপট্যবিগ্রহ পূতনার নারকী-বৃত্তি-সত্ত্বেও অহৈতুক-দয়া-পরবশ হইয়া উহাকে আধ্যক্ষিক কৃষ্ণবিরোধমূলক-জ্ঞান হইতে মোচনপূর্বক সুদুর্লভ নিজ-পরমপদ প্রদান করিয়াছিলেন। যাঁহারা কৃষ্ণের অসাম্যাতিশয়া অমন্দোদয়া দয়ার মহিমা বিচার করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন যে, প্রপঞ্চে ও প্রপঞ্চাতীত অপ্রাকৃত জগতে, কোথাও সেই দয়ার সীমা বা তুলনা নাই। সুতরাং নিতান্ত দুর্ভগ, কুমেধা, মূর্খ, নারকী ব্যতীত আর কেহই সর্বোত্তম পরমধর্ম কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা ছাড়িয়া অন্যত্র চিন্তা বা চেষ্টা করে না।

(ভাঃ ৩।২।২৩ শ্লোকে বিদুরের নিকট শ্রীউদ্ধবের উক্তি—) ''অহো বকী যং স্তনকালকূটং জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী। লেভে গতিং ধাত্র্যচিতাং ততোঽন্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম।।''

অর্থাৎ 'অহো, এই বকাসুর-ভগ্নী পূতনা, যাঁহাকে বধ করিবার জন্য অসাধু-বৃত্তিযুক্তা হইয়া স্বীয় স্তনকালকূট পান করাইয়াছিল এবং তাহা করাইয়াও মাতৃযোগ্যা গতি লাভ করিয়াছিল, তদ্ব্যতীত অর্থাৎ সেই কৃষ্ণ বিনা আর কোন্ দয়ালুর শরণাপন্ন হইতে পারি?'

(ভাঃ ১০।৪৮।২৬ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উদ্ধবের স্তব—) ''কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়াদ্ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ। সর্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামানাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য।।''

যে-চরণ হইতে জাহ্নবী-পরকাশ।
হেন পাদপদ্ম, ভাই, সবে কর আশ।।১৬৭।।

প্রভুর স্বকৃত ও অবিসম্বাদিত-ব্যাখ্যায় আত্মশ্লাঘা—

দেখি,—কার্ শক্তি আছে এই নবদ্বীপে।
খণ্ডুক আমার ব্যাখ্যা আমার সমীপে?''১৬৮।।

মূর্ত্য শব্দ-বিগ্রহ বিশ্বম্ভরের সত্য ব্যাখ্যায়—

পরং-ব্রহ্ম বিশ্বম্ভর শব্দ-মূর্তিময়।
যে-শব্দে যে বাখানেন সে-ই সত্য হয়।।১৬৯।।

প্রভুর ব্যাখ্যায় ছাত্রগণের মুগ্ধভাব—

মোহিত পড়ুয়া সব শুনে একমনে।
প্রভুও বিহ্বল হই' সত্য সে বাখানে।।১৭০।।

প্রত্যেক-শব্দের চিন্ময় সহজ অর্থই কৃষ্ণ-তাৎপর্যপর, তদুপরি প্রভুর ব্যাখ্যা-বৈচিত্র্য—

সহজেই শব্দমাত্রে 'কৃষ্ণ' সত্য' কহে।
ঈশ্বর যে বাখানিবে,—কিছু বিচিত্র নহে।।১৭১।।

প্রভুর বহির্দশা-লাভান্তে ছাত্রগণকে স্বীয় ব্যাখ্যারীতি-জিজ্ঞাসা—

ক্ষণেকে হইলা বাহ্যদৃষ্টি বিশ্বম্ভর।
লজ্জিত হইয়া কিছু কহয়ে উত্তর।।১৭২।।

ছাত্রগণের প্রভু-সমীপে তৎকৃত-ব্যাখ্যা-বোধ-সামর্থ্যাভাব-জ্ঞাপন—

''আজি আমি কেমত সে সূত্র বাখানিলু?''
পড়ুয়া-সকল বলে,—''কিছু না বুঝিলুঁ।।১৭৩।।
যত কিছু শব্দে বাখানহ 'কৃষ্ণ' মাত্র।
বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কে বা আছে পাত্র?''১৭৪।।

প্রভু-সহ ছাত্রগণের গঙ্গাস্নানে গমন—

হাসি' বলে বিশ্বম্ভর,—''শুন সব ভাই!
পুঁথি বান্ধ' আজি, চল গঙ্গাস্নানে যাই।।''১৭৫।।
বান্ধিলা পুস্তক সবে প্রভুর বচনে।
গঙ্গাস্নানে চলিলেন বিশ্বম্ভর-সনে।।১৭৬।।

অর্থাৎ 'প্রিয়, সত্যবাক্, সুহৃৎ ও কৃতজ্ঞরূপ আপনাকে ছাড়িয়া কোন্ পণ্ডিত অপরের শরণাপন্ন হন? আপনি ভজনশীল সুহৃদ্ ব্যক্তিগণকে সমস্ত কাম এবং আপনাকে পর্যন্ত দিয়া থাকেন, অথচ আপনার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই।'

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ পঃ ৯২ ও ৯৪----) ''ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্য। হেন কৃষ্ণ ছাড়ি' পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য।।''

* * ''বিজ্ঞজনের হয় যদি কৃষ্ণগুণ-জ্ঞান। অন্য ত্যজি' ভজে, তাতে উদ্ধব----প্রমাণ।।''১৬০।।

অজামিলের কৃষ্ণনামাভাসে নিস্তার-প্রসঙ্গ----ভাঃ ৬ষ্ঠ স্ক, ১ম অঃ ২১-৬৮ ও ২য় অধ্যায় সম্পূর্ণ দ্রষ্টব্য।

ধন.......জানে,----(ভাঃ ১।৮।২৬ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কুন্তীর উক্তি----) ''জন্মৈশ্বর্যশ্রুতশ্রীভিরেধমান-মদঃ পুমান্। নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্।।''

অর্থাৎ 'হে কৃষ্ণ! সৎকূল, ধন, বিদ্যা এবং রূপাদি নশ্বরসম্পত্তি-লাভে যাহার অহঙ্কার বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেই ব্যক্তি নিষ্কিঞ্চন নিষ্কাম-ভক্তের লভ্য তোমার 'শ্রীকৃষ্ণ', 'গোবিন্দ' ইত্যাদি শুদ্ধনাম কখনও কীর্তন করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ হয় না।।''১৬৪।।

''হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাদ্গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্।।'' অর্থাৎ 'হে সাধুগণ, আপনারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণপ্রতিকূল যাবতীয় দেহ-মনোধর্মকে দূর হইতে পরিত্যাগপূর্বক গৌরাঙ্গচন্দ্র-চরণে অনুরক্ত হউন।।''১৬৫।।

চেতন ও অচেতন বিশ্বের পালক ও পোষক পরাকাশপতি শ্রীবিশ্বম্ভর----সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম শব্দ-বিগ্রহ, সুতরাং সাক্ষাৎ পরবিদ্যা-সরস্বতীর পতি। প্রভু বিশ্বম্ভর নিত্য-শুদ্ধপূর্ণ-মুক্ত-চিন্ময়ী পরম-মুখ্যা বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিতে যে কোন শব্দের যে কোন কৃষ্ণ-তাৎপর্যপর অর্থ ব্যাখ্যা করেন, তাহাই প্রকৃত ও পরম-সত্যার্থ।।১৬৯।।

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তিময় নিত্যশুদ্ধ শ্রবণেন্দ্রিয়ে গৃহীত শব্দমাত্রই শুদ্ধসত্ত্ব পরব্যোম হইতে অবতীর্ণ হইয়া উপলব্ধ হয় বলিয়া নিত্য-সত্য-সনাতন কৃষ্ণের সহিত অভিন্নতাবাচক। সুতরাং জীবসুলভ ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটবাদি দোষ-চতুষ্টয়-নির্মুক্ত সাক্ষাৎ পরমেশ্বর শ্রীবিশ্বম্ভর পূর্ণ-শুদ্ধ-নিত্য-মুক্ত চিন্ময়ী পরম-মুখ্যা বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিতে যে প্রত্যেক শব্দের তদ্রূপ সত্যার্থ-ব্যাখ্যা করিবেন, তাহা আশ্চর্যজনক বা বিস্ময়কর নহে।।১৭১।।

প্রভুর অলৌকিক রূপ-বর্ণন—

গঙ্গাজলে কেলি করে প্রভু বিশ্বম্ভর।
সমুদ্রের মাঝে যেন পূর্ণ-শশধর।।১৭৭।।
গঙ্গাজলে কেলি করে বিশ্বম্ভর-রায়।
পরম-সুকৃতি-সব দেখে নদীয়ায়।।১৭৮।।
ব্রহ্মাদির অভিলাষ যে রূপ দেখিতে।
হেন প্রভু বিপ্ররূপে খেলে সে জলেতে।।১৭৯।।
গঙ্গাঘাটে স্নান করে যত সব জন।
সবাই চাহেন গৌরচন্দ্রের বদন।।১৮০।।
অন্যোঽন্যে সর্ব-জনে কহয়ে বচন।
"ধন্য মাতা পিতা,—যাঁর এহেন নন্দন ।।"১৮১।।

প্রভুর পাদস্পর্শে গঙ্গার আনন্দ ও প্রভু-সেবা—

গঙ্গার বাড়িল প্রভু-পরশে উল্লাস।
আনন্দে করেন দেবী তরঙ্গ-প্রকাশ।।১৮২।।
তরঙ্গের ছলে নৃত্য করেন জাহ্নবী।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড যাঁর পদযুগ-সেবী।।১৮৩।।
চতুর্দিকে প্রভুরে বেড়িয়া জহ্নুসুতা।
তরঙ্গের ছলে জল দেই অলক্ষিতা।।১৮৪।।

ভবিষ্যতে গৌরকৃষ্ণ-চরিতরূপ-পুরাণে ব্যাসাবতার কোন গৌর-লীলা-লেখকের বর্ণন-সম্বন্ধে গ্রন্থকারের ভবিষ্যদ্বাণী—

বেদে মাত্র এ-সব লীলার মর্ম্ম জানে।
কিছু শেষে ব্যক্ত হবে সকল পুরাণে।।১৮৫।।

স্নানান্তে প্রভুর ও ছাত্রগণের স্বগৃহ-গমন—

স্নান করি' গৃহে আইলেন বিশ্বম্ভর।
চলিলা পড়ুয়াবর্গ যথা যাঁর ঘর।।১৮৬।।

বৈষ্ণব-গৃহস্থগণকে প্রভুর আদর্শ দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষ্ণু ও তদীয়ের অর্চন ও সদাচার শিক্ষা-প্রদান—

বস্ত্র পরিবর্ত' করি' ধুইলা চরণ।
তুলসীরে জল দিয়া করিলা সেচন।।১৮৭।।
যথাবিধি করি' প্রভু গোবিন্দ-পূজন।
আসিয়া বসিলা গৃহে করিতে ভোজন।।১৮৮।।
তুলসীর মঞ্জরী-সহিত দিব্য অন্ন।
মা'য়ে আনি' সম্মুখে করিলা উপসন্ন।।১৮৯।।
বিশ্বক্সেনেরে তবে করি' নিবেদন।
অনন্তব্রহ্মাণ্ড-নাথ করেন ভোজন।।১৯০।।

প্রভুর প্রতি প্রযুক্ত নিরবদ্য উপমা ও বর্ণনগুলি গ্রন্থকারের মহা-কবিত্ব প্রকশ করিতেছে।।১৭৭, ১৮২-১৮৪)।।

যথাবিধি লব্ধ-বৈষ্ণব-দীক্ষা ব্যক্তি ভগবদ্‌বিষ্ণু-নৈবেদ্য তুলসীমঞ্জরীর সহিত অর্পণ না করিলে ভগবান্ বিষ্ণু তাহা গ্রহণ করেন না, কেন না, তুলসী—নিত্য কৃষ্ণ-প্রেয়সী, তাঁহার মঞ্জরী-পত্রও সুতরাং কেশবের অতি প্রিয়। বার্ক্ষার্চাবতার তুলসীর মঞ্জরীর সহযোগেই অর্চাবতার শ্রীগোবিন্দ-বিগ্রহের অর্চন বিধেয়। বার্ক্ষার্চাবতার মঞ্জরীদ্বারা ভগবান্ বিষ্ণু-বিগ্রহের অর্চন বিধি-ব্যবস্থা সকল সাত্বত বৈষ্ণব-স্মৃতি-শাস্ত্রেই বিহিত। শ্রীগৌরসুন্দর এক্ষণে তদীয়রূপা অর্চা-বিগ্রহ শ্রীতুলসীর অঙ্গে জলসেচনরূপ অর্চনান্তে স্বীয় কুলদেবতা বা গৃহদেব শ্রীগোবিন্দ অর্থাৎ বিষ্ণুবিগ্রহের শুদ্ধ-পূজা করিলেন। এই লীলাচরণ-দ্বারা প্রভু সেশ্বর পরমার্থী আদর্শগৃহস্থের অবশ্য করণীয় নিত্যকৃত্যের মহান্ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন। প্রত্যেক গৃহস্থিত বৈষ্ণব এইরূপ আদর্শের অনুসরণ করিয়া ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু-বিগ্রহের অর্চন করিবেন এবং নৈবেদ্যাবশেষ পরমশ্রদ্ধা ও দীনতার সহিত গ্রহণ করিবেন।।১৮৭-১৮৮।।

বিশ্বক্সেন বা বিষ্বক্সেন,—শ্রীবিষ্ণু নির্মাল্যধারী পার্ষদ চতুর্ভুজ দেববিশেষ।

হঃ ভঃ বিঃ ৮ম বিঃ ৮৪-৮৭ শ্লোকে "বিষ্বক্সেনায় দাতব্যং নৈবেদ্যং তচ্ছতাংশকম্" এবং (ভাঃ ১১।২৭।২৯ ও ৪৩—) "দুর্গাং বিনায়কং ব্যাসং বিষ্বক্সেনং গুরূন্ সুরান্। স্বে স্বে স্থানেত্বভিমুখান্ পূজয়েৎ প্রোক্ষণাদিভিঃ।" * * "দত্ত্বাচমনমুচ্ছেষং বিষ্বক্সেনায় কল্পয়েৎ" এবং এই শেষোক্ত শ্লোকার্ধের শ্রীধরস্বামিপাদ-কৃত ভাবার্থদীপিকা-টীকায়—"তত্র উভয়ত্র ভগবতো ভোজনসমাপ্তিং ধ্যাত্বা আচমনং দত্ত্বা উচ্ছেষং বিষ্বক্সেনায় কল্পয়িত্বা তদনুজ্ঞয়া পশ্চাৎ স্বয়ং ভুঞ্জীত" অর্থাৎ ভগবন্নিবেদিত তদুচ্ছিষ্টপ্রসাদ বিষ্বক্সেনকে সমর্পণ করিয়া পশ্চাৎ সেই প্রসাদ-সম্মানই বিধেয়,—ইহাই শাস্ত্র-বিধি।।১৯০।।

শচীমাতার ও মহালক্ষ্মীর প্রভু-সেবা—

সম্মুখে বসিলা শচী জগতের মাতা।
ঘরের ভিতর দেখে লক্ষ্মী পতিব্রতা।।১৯১।।

শচীমাতার জিজ্ঞাসা—

মা'য়ে বলে,—'' আজি, বাপ! কি পুঁথি পড়িলা ?
কাহার সহিত কি বা কন্দল করিলা ?''১৯২।।

প্রভু-কর্তৃক কৃষ্ণের নাম, গুণ ও শ্রীচরণের এবং কৃষ্ণভক্তের নিত্য-সত্যতা-বর্ণন—

প্রভু বলে,—'' আজি পড়িলাঙ কৃষ্ণনাম।
সত্য কৃষ্ণ-চরণকমল গুণধাম।।।১৯৩।।
সত্য কৃষ্ণনাম-গুণ-শ্রবণ-কীর্তন।
সত্য কৃষ্ণচন্দ্রের সেবক যে-যে-জন।।১৯৪।।

কৃষ্ণভক্তিপর শাস্ত্রের প্রশংসা ও অভক্তিপর শাস্ত্রের গর্হণ—

সে-ই শাস্ত্র সত্য—কৃষ্ণভক্তি কহে যা'য়।
অন্যথা হইলে শাস্ত্র পাষণ্ডত্ব পায়।।১৯৫।।

শাস্ত্র-প্রমাণ—

তথা হি জৈমিনিভারতে আশ্বমেধিকে পর্বণি—

'যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ন দৃশ্যতে
শ্রোতব্যং নৈব তৎ শাস্ত্রং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ।।'১৯৬।।

''মুচি হ'য়ে শুচি হয়, যদি 'হরি' ভজে, শুচি হ'য়ে মুচি হয়, যদি 'হরি' ত্যজে''—

''চণ্ডাল 'চণ্ডাল' নহে, —যদি 'কৃষ্ণ' বলে।
বিপ্র 'বিপ্র' নহে,—যদি অসৎপথে চলে।।''১৯৭।।

মাতা-দেবহূতির প্রতি ভগবান্ কপিলদেবের ভক্তিযোগ-বর্ণনের পুনরাভিনয়—

কপিলের ভাবে প্রভু জননীর স্থানে।
যে কহিলা, তাই প্রভু কহয়ে এখানে।।১৯৮।।
''শুন শুন, মাতা! কৃষ্ণভক্তির প্রভাব।
সর্বভাবে কর মাতা! কৃষ্ণে অনুরাগ।।১৯৯।।

কৃষ্ণভক্তের মাহাত্ম্য-বর্ণন—

কৃষ্ণসেবকের মাতা! কভু নাহি নাশ।
কালচক্র ডরায় দেখিয়া কৃষ্ণদাস।।২০০।।
গর্ভবাসে যত দুঃখ জন্মে বা মরণে।
কৃষ্ণের সেবক, মাতা, কিছুই না জানে।।২০১।।

কৃষ্ণবিস্মৃত বহির্মুখ জীবের গর্ভবাসাদি ক্লেশ-বর্ণন—

জগতের পিতা—কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মজন্ম তাপ।।২০২।।
চিত্ত দিয়া শুন মাতা! জীবের যে গতি।
কৃষ্ণ না ভজিলে পায় যতেক দুর্গতি।।২০৩।।

শচীদেবীর জিজ্ঞাসার উত্তরে প্রভু বলিলেন,—কৃষ্ণপাদপদ্মই সকল সদ্‌গুণের মূল আশ্রয় বা আকর ও নিত্য শুদ্ধসত্ত্ব সনাতন বস্তু। নামী, রূপী, গুণী ও লীলাময় কৃষ্ণবিগ্রহের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলার শ্রবণ-কীর্তনই সকল আশ্রিত বশ্যবর্গের সার্বকালিক সাধন। কৃষ্ণের নাম, রূপ,গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলার শ্রবণ-কীর্তনকারি-ভক্তগণই নিত্যসত্য।।১৯৩-১৯৪।।

যে সকল নিরস্তকুহক সাত্বতশাস্ত্র কৃষ্ণভক্তি প্রতিপাদন ও কীর্তন করেন, সেইসকল শাস্ত্রই সত্য ও পরমধর্মনিরূপক। যদি কোন শাস্ত্রে কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলার কথা শ্রুত বা কীর্তিত না থকে, অথবা কৃষ্ণভক্তের নিত্যত্ব ও সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব-মাহাত্ম্য বর্ণিত না থাকে, অথবা একমাত্র কৃষ্ণভক্তিরই সর্বোত্তম অভিধেয়ত্ব লিখিত না থাকে, তাহা হইলে উহাকে 'শাস্ত্র' বলিবার পরিবর্তে 'পাষণ্ডীর প্রজল্প' বলিয়া দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে কখনই অনুশীলন করিবেন না।

(শ্রীমধ্বভাষ্য-ধৃত স্কন্দপুরাণ-বাক্য—) ''ঋগ্ যজুঃসামাথর্বাশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্। মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্র মিত্যভিধীয়তে।। যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্তিতম্। অতোহন্যগ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং 'কুবর্ত্ম' তৎ।।''

অর্থাৎ, 'ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব—এই চারিবেদ এবং মহাভারত, মূল-রামায়ণ ও পঞ্চরাত্র,—এই সকলই 'শাস্ত্র' বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহাদের অনুকূল যে-সকল গ্রন্থ, তাহাও 'শাস্ত্র'-মধ্যে পরিগণিত। এতদ্ব্যতীত যে-সকল গ্রন্থ, তাহা শাস্ত্র ত' নহে-ই, বরং তাহাকে 'কুবর্ত্ম' বলা যায়।'

মরিয়া-মরিয়া পুনঃ পায় গর্ভবাস।
সর্ব-অঙ্গে হয় পূর্ব পাপের প্রকাশ।।২০৪।।

কটু, অম্ল, লবণ—জননী যত খায়।
অঙ্গে গিয়া লাগে তার, মহামোহ পায়।।২০৫।।

(তত্ত্বসন্দর্ভধৃত মৎস্যপুরাণবাক্য----) "সাত্ত্বিকেষু চ কল্পেষু মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ। রাজসেষু চ মহাত্ম্যমধিকং ব্রহ্মণো বিদুঃ। তদ্বদগ্নেশ্চ মাহাত্ম্যং তামসেষু শিবস্য চ। সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৃণাঞ্চ নিগদ্যতে।।"

অর্থাৎ, 'সাত্ত্বিক পুরাণাদি শাস্ত্রে হরির মহিমাই অধিক বর্ণিত হইয়াছে। রাজসিক পুরাণে ব্রহ্মার মহিমাধিক্য এবং তামসিক পুরাণে ব্রহ্মার ন্যায় অগ্নি, শিব ও দুর্গার মহিমা, আর সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তমো-মিশ্র বিবিধ শাস্ত্রে সরস্বতী প্রভৃতি নানা-দেবতার মহিমা ও পিতৃলোকের মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে।

অনেক অনভিজ্ঞ ভারবাহী আত্ম-পর-বঞ্চনাভিলাষি ব্যক্তি ধারণা করিয়া থাকেন যে, কৃষ্ণের, কৃষ্ণভক্তির ও কৃষ্ণভক্তের মহিমাগানকারি-শাস্ত্রসমূহ ইন্দ্রিয়পরায়ণ সকাম জনগণের বিরুদ্ধে লিখিত হইয়াছে বলিয়া সেই সকল শাস্ত্র----তাহাদেরই ন্যায় বিবাদপরায়ণ ও সাম্প্রদায়িক। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় জননীকে কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-ভক্তিমহিমা-কীর্তনমুখে ঐ সকল আধ্যক্ষিক-জ্ঞান-সম্বল মূর্খগণকে তাহাদের পূর্বোক্ত ভ্রান্তিময়ী ধারণা হইতে পরিত্রাণ করিবার মানসেই এই সত্যার্থ ব্যাখ্যা করিলেন। নিরস্তকুহক শাস্ত্রের কৃষ্ণকার্ষ্ণভক্ত-মহিমা কীর্তন----সাম্প্রদায়িক বিবদমান অর্থবাদ নহে, পরন্তু তাহাই সমগ্র চরমকল্যাণার্থি-জীবকুলের একমাত্র পরম মঙ্গলপ্রদ সিদ্ধান্ত। আধ্যক্ষিক বিচারপরায়ণ সঙ্কীর্ণচেতা নারকিগণই সর্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুপরতত্ত্ব কৃষ্ণকেও অন্যান্য ইতর দেবতার সহিত সমান ও প্রতিদ্বন্দ্বী বা কোন সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায়বিশেষের আরাধ্য-দেব বলিয়া মনে করেন। তাহা হইলেও তাঁহাদের নির্বিশেষ-বিচারপর জ্ঞানশাস্ত্র ও অর্থবাদপূর্ণ মধুপুষ্পিত ফলশ্রুতিজ্ঞাপক বহুদেবযজনোদ্দেশক সকাম কর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যাবাদ ও বাগ্‌বৈখরীরূপ দুঃসঙ্গদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্তি-প্রতিপাদক একায়নশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেই নিত্য নিঃশ্রেয়সলাভের সুযোগ লাভ করিবেন।।১৯৫।।

অন্বয়। যস্মিন্ শাস্ত্রে (বেদানুগ-পুরাণেতর-স্মৃতীতিহাসাদৌ) পুরাণে বা হরিভক্তিঃ (সর্বেশ্বরেশ্বরস্য শ্রীহরেঃ ভক্তিঃ এব মুখ্য-প্রতিপাদ্যত্বেন) ন দৃশ্যতে (বর্ণিততয়া ন আলক্ষ্যতে, অন্যেযাং লব্ধপ্রতিষ্ঠানাং কা বার্তা, তৎ) যদি স্বয়ং ব্রহ্মা (লোকপিতামহঃ চতুর্মুখঃ অপি) বদেৎ (তৎশাস্ত্রং পঠেৎ, বর্ণয়েৎ, শ্রাবয়েৎ ইত্যর্থঃ তথাপি) তৎ শাস্ত্রং ন এব (কদাচিদপি কথমপি ন) শ্রোতব্যং (কৈরপি পুংভিঃ শ্রবণার্হং ভবতি)।।১৯৬।।

অনুবাদ। যে শাস্ত্রে বা পুরাণে একমাত্র শ্রীহরিভক্তিই মুখ্যতাৎপর্যরূপে দৃষ্ট হয় না, সাক্ষাৎ চতুর্মুখও যদি সেই শাস্ত্র বর্ণন করিয়া শুনাইতে আসেন, তাহা হইলেও কখনই কোনপ্রকারেই তাহা কাহারও শ্রবণ করা উচিত নহে।।১৯৬।।

প্রকৃতপ্রস্তাবে কৃষ্ণভক্ত চণ্ডাল-কুলোদ্ভূত হইলেও তাঁহারই ব্রাহ্মণোত্তমতা এবং ব্রাহ্মণকুলোৎপন্ন অসদ্‌বৃত্তিজীবী কৃষ্ণভক্তি-হীন পাষণ্ডীর চণ্ডালত্ব সর্বশাস্ত্র সিদ্ধ। জাতি-সামান্য-বুদ্ধিতে তাঁহাদের উভয়ের দর্শন—নিষিদ্ধ। রুচি, বৃত্তি, স্বভাব বা লক্ষণানুসারেই তাঁহাদের বর্ণ-নির্দেশ বিধেয়----ইহাই সমগ্র শ্রুতি-পুরাণেতিহাস-পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রের অভিপ্রায় ও সিদ্ধান্ত।

"আর্জবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ শূদ্রোহনার্জবলক্ষণঃ। গৌতমস্ত্বিতি বিজ্ঞায় সত্যকামমুপানয়ৎ।" (ছান্দোগ্যে মাধ্বভাষ্যধৃত সাম-সংহিতা-বাক্য), অর্থাৎ 'ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ সরলতা এবং শূদ্রে কুটিলতা বর্তমান। হারিদ্রুমত গৌতম এইরূপ গুণ বিচার করিয়াই সত্যকামকে উপনয়ন বা সাবিত্র্যসংস্কার প্রদান করিয়াছিলেন।'

শুগস্য তদনাদরশ্রবণাত্তদা দ্রবণাৎ সূচ্যতে হি।।" (----ব্রঃ সূঃ ১।৩।৪৪); এবং "নাসৌ পৌত্রায়ণঃ শূদ্রঃ শুচাদ্রবণমেব হি শূদ্রত্বম্।" (----ঐ পূর্ণপ্রজ্ঞমাধ্বভাষ্য)। "রাজা পৌত্রায়ণঃ শোকাচ্ছূদ্রেতি মুনিনোদিতঃ। প্রাণবিদ্যামবাপ্যাস্মাৎ পরং ধর্মমবাপ্তবান্।।" (----পদ্মপুরাণ)

অর্থাৎ 'শোকদ্বারা যিনি দ্রবীভূত, তিনিই 'শূদ্র'। পদ্মপুরাণে লিখিত হইয়াছে যে, 'রাজা পৌত্রায়ণ ক্ষত্রিয় হইলেও শোকের বশবর্তী হওয়ায় রৈক্বমুনি-কর্তৃক 'শূদ্র' বলিয়া কথিত হইয়াছেন। তিনি এই রৈক্বমুনি হইতে প্রাণবিদ্যা লাভ করিয়া পরমধর্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন।'

মাংসময় অঙ্গ কৃমিকুলে বেড়ি' খায়।
ঘুচাইতে নাহি শক্তি, মরয়ে জ্বালায়।।২০৬।।

নড়িতে না পারে তপ্ত-পঞ্জরের মাঝে।
তবে প্রাণ রহে ভবিতব্যতার কাজে।।২০৭।।

"যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ। যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দিশেৎ।।" (----মঃ ভাঃ বঃ পঃ ১৮০।২৬) অর্থাৎ 'হে সর্প! যাঁহার ব্রাহ্মণ-স্বভাব দেখা যাইবে, তিনিই 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া কথিত। যাঁহার ব্রাহ্মণস্বভাব না থাকে, তাঁহাকে 'শূদ্র' বলিয়া নির্দেশ করিবে।'

"এবঞ্চ সত্যাদিকং যদি শূদ্রেঽপ্যস্তি, তর্হি সোঽপি ব্রাহ্মণ এব স্যাৎ * * শূদ্রলক্ষ্মকামাদিকং ন ব্রাহ্মণেঽস্তি, নাপি ব্রাহ্মণলক্ষ্মশমাদিকং শূদ্রেঽস্তি। শূদ্রোঽপি শমাদ্যুপেতো ব্রাহ্মণ এব, ব্রাহ্মণোঽপি কামাদ্যুপেতঃ শূদ্র এব।" (মঃ ভাঃ বঃ পঃ ১৮০।২৩-২৬ শ্লোকের নীলকণ্ঠ-টীকা)।

অর্থাৎ, 'এইরূপ সত্যাদি লক্ষণ যদি শূদ্রেও থাকে, তাহা হইলে তিনিও নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ-মধ্যে পরিগণিত হইবেন। কামাদি শূদ্রের লক্ষণসমূহ ব্রাহ্মণে থাকিতে পারে না, আবার শমাদি ব্রাহ্মণ-লক্ষণ শূদ্রমধ্যে থাকে না। শূদ্রকুলোদ্ভূত-ব্যক্তি যদি শমাদিগুণ দ্বারা ভূষিত থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি 'ব্রাহ্মণ'। আর ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত ব্যক্তি যদি কামাদিগুণযুক্ত হন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই 'শূদ্র'----এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।'

'শূদ্রে চৈতদ্ভবেল্লক্ষ্মং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে। ন বৈ শূদ্রো ভবেৎ শূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ।।" (----মঃ ভাঃ শাঃ পঃ ১৮৯।৮)।

অর্থাৎ, 'শূদ্রে যদি বিপ্র-লক্ষণ দেখা যায় এবং ব্রাহ্মণে যদি শূদ্র-লক্ষণ উপলব্ধ হয়, তাহা হইলে শূদ্র 'শূদ্র'-বাচ্য হয় না এবং ব্রাহ্মণ 'ব্রাহ্মণ' হইতে পারে না।'

"ব্রাহ্মণঃ পতনীয়েষু বর্তমানো বিকর্মসু। দাম্ভিকো দুষ্কৃতঃ প্রাজ্ঞঃ শূদ্রেণ সদৃশো ভবেৎ। যস্তু শূদ্রো দমে সত্যে ধর্মে চ সততোত্থিতঃ। তং ব্রাহ্মণমহং মন্যে বৃত্তেন হি ভবেদ্দ্বিজঃ।।" (---মঃ ভাঃ বঃ পঃ ২১৫।১৩-১৫)।

অর্থাৎ 'যে ব্রাহ্মণ দাম্ভিক ও বহুল দুষ্কার্যপরায়ণ হইয়া পতনীয় অসৎকর্মে লিপ্ত থাকে, বেদজ্ঞ হইলেও সে শূদ্রতুল্য; যে শূদ্র ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, সত্য ও ধর্ম-বিষয়ে সতত উদ্যমবিশিষ্ট, তাহাকেই আমি 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া বিবেচনা করি; কারণ, ব্রাহ্মণ হইবার কারণই একমাত্র হরিভজনরূপ 'সদাচার'।

"হিংসানৃত-প্রিয়া লুব্ধাঃ সর্বকর্মোপজীবিনঃ। কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ।। সর্বভক্ষ্যরতির্নিত্যং সর্বকর্ম-করোঽশুচিঃ। ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ।।" (---মঃ ভাঃ শাঃ পঃ ১৮৮।১৩; ১৮৯।৭)।

অর্থাৎ, 'হিংসা, মিথ্যা-ভাষণ, লোভ ও সর্বকর্মের দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ এবং অসৎকার্যদ্বারা শুচিভ্রষ্ট হইয়া দ্বিজগণ শূদ্রবর্ণতা প্রাপ্ত হয়। নিত্য সকল-দ্রব্য-ভোজনে রতিবিশিষ্ট, সকল-কর্ম-কারী, অশুচি, ত্যক্তবেদ-পাঠ ও অনাচারী ব্যক্তিই 'শূদ্র' বলিয়া কথিত হয়।'

"ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ। কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্। সর্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে। বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিযচ্ছতি।।" (---মঃ ভাঃ অনুঃ শাঃ পঃ ১৪৩।৫০-৫১)

অর্থাৎ, 'জন্ম বা জাতি, সংস্কার, বেদাধ্যয়ন বা সন্ততি,----কোনটিই দ্বিজত্বের কারণ নহে; বৃত্তই একমাত্র কারণ। বৃত্তে অর্থাৎ বর্ণাভিব্যঞ্জক স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়।'

"ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ। সর্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দনে।।" (----হঃ ভঃ বিঃ ১০ম বিঃধৃত পদ্মপুরাণ-বাক্য)।

অর্থাৎ, 'ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ কখনও 'শূদ্র' বলিয়া কথিত নহেন। তাঁহাদিগকে 'ভাগবত' বলিয়াই কীর্তন করা যায়। জনার্দনের প্রতি ভক্তি না থাকিলে যে-কোন জাতিই হউক না কেন, তাহারা 'শূদ্র' বলিয়াই গণনীয়।'

'ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্বিতঃ। তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ।।" (----অত্রিসংহিতা ৩৭২ শ্লোক)।

মৃতজন্মার অতি পাপ—

কোন অতি-পাতকীর জন্ম নাহি হয়।
গর্ভে গর্ভে হয় পুনঃ উৎপত্তি-প্রলয়।।২০৮।।

মাতৃগর্ভস্থিত জীবের জ্ঞানোদয়—

শুন শুন মাতা, জীবতত্ত্বের সংস্থান।
সাত-মাসে জীবের গর্ভেতে হয় জ্ঞান।।২০৯।।।

অর্থাৎ, 'যে ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত ব্যক্তি বেদ বা ভাগবততত্ত্ব-বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিয়া কেবলমাত্র যজ্ঞোপবীতের বলে অতিশয় গর্ব প্রকাশ করে, সেই পাপে সেই ব্রাহ্মণ 'পশু' বলিয়া খ্যাত হয়।'

"এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।" (----বৃহদারণ্যক ৩।৯।১০)।

অর্থাৎ, 'হে গার্গি! যিনি সেই অচ্যুত-তত্ত্বকে অবগত হইয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করেন, তিনিই 'ব্রাহ্মণ'।"

"তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত ব্রাহ্মণঃ।" (----বৃহদারণ্যক ৪।৪।২১)।

অর্থাৎ 'বুদ্ধিমান্ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ তাঁহাকে (পরব্রহ্মকে) শাস্ত্রাদি হইতে অবগত হইয়া প্রেমভক্তি-লাভার্থ যত্ন করিবেন।'

"বিষ্ণোরয়ং যতো হ্যাসীত্তস্মাদ্বৈষ্ণব উচ্যতে সর্বেষাং চৈব বর্ণানাং বৈষ্ণবঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে।।" (--পাদ্মোত্তরখণ্ডে ৩৯ অঃ)।

অর্থাৎ 'যিনি বিষ্ণুসম্বন্ধী তিনিই বৈষ্ণব'-নামে অভিহিত হন এবং সকল বর্ণের মধ্যেই বৈষ্ণব সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন।'

সকৃৎ প্রণামী কৃষ্ণস্য মাতুঃ স্তন্যং পিবেন্ন হি। হরিপাদে মনো যেষাং তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ।। পুক্কস শ্বপচো বাপি যে চান্যে ম্লেচ্ছজাতয়ঃ। তেঽপি বন্দ্যা মহাভাগা হরিপাদৈকসেবকাঃ।।" (----পদ্মপুরাণে স্বর্গখণ্ডে আদি ২৪ অঃ)।

অর্থাৎ'যিনি শ্রীকৃষ্ণকে একবার মাত্রও (সর্ব অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া), প্রণাম করিয়াছেন, তাঁহাকে আর মাতৃস্তন্য পান করিতে হয় না। পুক্কস, কুক্কুরভোজী চণ্ডাল, এমন কি ম্লেচ্ছজাতিসমূহও যদি একান্তভাবে হরিপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করিয়া সেবারত হন, তাহা হইলে তাঁহারাও মহাভাগ ও পূজার্হ।'

"ন মেঽভক্তচতুর্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ। তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্।।"----স্কন্দপুরাণ।

----'চতুর্বেদপাঠী অর্থাৎ চৌবে ব্রাহ্মণ হইলেই ভক্ত হয়, এরূপ নয়। অভক্ত চতুর্বেদীও আমার প্রিয় নহে। আমার ভক্ত চণ্ডাল হইলেও আমার প্রিয়, ভক্তই যথার্থ দান-পাত্র এবং গ্রহণ-পাত্র। ভক্ত সর্বথা আমারই ন্যায় পূজ্য।'

(ভাঃ ৩।৩৩।৭ শ্লোকে----) "অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্। তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্যা ব্রহ্মানুচুর্নাম গৃণন্তি যে তে।।"

অর্থাৎ 'অহো! নামগ্রহণকারী পুরুষের শ্রেষ্ঠতার কথা আর কি বলিব? যাঁহার জিহ্বার একপ্রান্তে ভবদীয় নাম একটি বারের জন্যও উচ্চারিত হন, তিনি শ্বপচগৃহে আবির্ভূত হইলেও এই নামোচ্চারণের জন্যই পূজ্যতম; তাঁহাদের ব্যবহারিক ব্রাহ্মণতা ত' পূর্বসিদ্ধই রহিয়াছে; কারণ, তাঁহারা পূর্ব-পূর্ব জন্মেই ব্যবহারিক-ব্রাহ্মণের যাবতীয় অধিকারোচিত কৃত্য, যথা----সর্বপ্রকার তপস্যা, সর্ববিধ যজ্ঞ, সর্বতীর্থে স্নান, সর্ববেদাধ্যয়ন ও সদাচার-পালন সমাপনপূর্বক বর্তমান জন্মে নাম গ্রহণ করিতেছেন।'

(ভক্তিসন্দর্ভ ১৭৭ সংখ্যা-ধৃত গারুড়-বাক্য----) "ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে। সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ববেদান্তপারগঃ।। সর্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে। বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে।।"

অর্থাৎ সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ, সহস্র যাজ্ঞিক অপেক্ষা একজন সর্ববেদান্ত-শাস্ত্রজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, সর্ব-বেদান্তশাস্ত্রজ্ঞ কোটি ব্যক্তি অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ এবং সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা একজন একান্তী ভক্ত শ্রেষ্ঠ।।১৯৭।।

কপিল-দেবহূতি-সংবাদ,----ভাঃ ৩য় স্কঃ, ২৫শ অঃ, ৭----৪৪ সংখ্যা এবং ২৬শ অঃ----৩২শ অঃ দ্রষ্টব্য।।১৯৮।।

কৃষ্ণভক্তির ও কৃষ্ণভক্তের প্রভাব,----ভাঃ ৩।২৬।৩২-৪৪ সংখ্যায় মাতা দেবহূতির প্রতি ভগবান্ কপিলদেবের উক্তি দ্রষ্টব্য।।১৯৯-২০১।।

যিনি কৃষ্ণের ভজন করেন, তিনি মায়াবদ্ধ-জীবের ন্যায় কালক্ষোভ্যধর্ম জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গের অধীন নহেন। বস্তুতঃ ভগবদ্ভক্ত কাল-প্রভাবে কখনই বিনষ্ট হন না; ভক্তিময় জীবন লাভ করিয়া তিনি সর্বকালই হরিসেবা করেন। দেবগণেরও প্রভু কালের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গাত্মক প্রবলচক্র তাঁহার ভক্তি-প্রভাব দেখিয়া ভীত হন। ভীষণ কালচক্র কৃষ্ণবিমুখ বা বিস্মৃত মায়াবদ্ধ জীবকে

গর্ভস্থিত জীবের অনুশোচনা ও কৃষ্ণস্তুতি—

তখনে সে স্মরিয়া করে অনুতাপ।
স্তুতি করে কৃষ্ণেরে ছাড়িয়া ঘন শ্বাস।।২১০।।

"রক্ষ, কৃষ্ণ! জগৎ-জীবের প্রাণনাথ।
তোমা' বই দুঃখ—জীব নিবেদিবে কা'ত।।২১১।।

যে করয়ে বন্দী, প্রভু! ছাড়ায় সে-ই সে।
সহজ-মৃতেরে, প্রভু! মায়া কর' কিসে।।২১২।।

নানাযোনি ভ্রমণ অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করাইয়া পরিশেষে সংহার করেন; কিন্তু ভগবদ্ভক্ত নিত্য চিন্ময় আত্মবিৎ বলিয়া তাদৃশ ভয়ঙ্কর কালচক্র তাঁহাকে স্পর্শ করিতেও পারে না; পক্ষান্তরে, দাসের ন্যায়ই উহা তাঁহার অনুগমন করে।।২০০।।

(ভাঃ ৩।২৫।৪৩ শ্লোকে মাতা-দেবহূতির প্রতি ভগবান্ কপিলদেবের উক্তি—) "জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তেন ভক্তিযোগেন যোগিনঃ। ক্ষেমায় পাদমূলং মে প্রবিশন্ত্যকুতোভয়ম্।।"

ইহ জগতে কৃষ্ণবিমুখ ও বিস্মৃত জীবসকল জন্ম-স্থিতি-মরণ-মালা-বেষ্টিত হইয়া মাতৃকুক্ষিতে বাস-কালে নানাবিধ যন্ত্রণা ভোগ করে। ভগবদ্ভক্তগণ মাতৃজঠরে বাস-হেতু কোন ঘৃণা বা ক্লেশাদি বোধ করেন না, পরন্তু ভগবদিচ্ছাক্রমে প্রপঞ্চে আগমন করিবার পূর্বেও তিনি গর্ভবাসক্লেশাদিতে উদাসীন থাকিয়া তৎকালেও ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। ফলতঃ, ভগবদ্ভক্ত কোন অবস্থাতেই জন্ম মরণের কোনপ্রকার দুঃখাদি অনুভব করেন না, সর্বদাই কৃষ্ণসেবানন্দে নিমগ্ন থাকেন। মাতা কয়াধুর গর্ভে অবস্থানকালে মহা-ভাগবত শ্রীপ্রহ্লাদের অনুক্ষণ কৃষ্ণ-স্মরণই এই বিষয়ে জলন্ত দৃষ্টান্ত।।২০১।।

কৃষ্ণ হইতেই চেতন জীব-জগৎ ও অচেতন জড়-জগৎ উদ্ভূত হয় বলিয়া কৃষ্ণই সমগ্র বিশ্বের একমাত্র জনক। কৃতজ্ঞ-পুত্রের যেরূপ জনকের আনুগত্য ও পূজনই একমাত্র ধর্ম বা কর্তব্য কর্ম, তদ্রূপ প্রত্যেক জীবের, বিশেষতঃ মানবের কৃষ্ণ-পাদপদ্মকেই সর্ববিশ্বসর্গের মূল-জনক অর্থাৎ আকর-চেতন জানিয়া তাঁহাকেই নিত্যকাল আনুগত্যের সহিত ভজন কর্তব্য। যে সকল জীব আত্মস্বরূপজ্ঞানে বঞ্চিত হইয়া সর্বলোক-পিতামহ পদ্মযোনিরও জনক মূল-নারায়ণ কৃষ্ণের প্রতি ভক্তিরহিত হয়, সেই সকল অকৃতজ্ঞ পুত্রস্থানীয় জীব নানা-প্রকার সংসার-ক্লেশ লাভ করে। তাদৃশ অকৃতজ্ঞ, ধর্মোল্লঙ্ঘনকারী অপরাধী পুত্ররূপি-জীবগণের দণ্ডস্বরূপ সংসারে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক----এই ত্রিবিধ তাপের ব্যবস্থা আছে।

(ভাঃ ১১।৫।৩ শ্লোকে বিদেহরাজ নিমির প্রতি নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীচমসমুনির উক্তি----) "য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্। ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ।।"

অর্থাৎ, 'এই চারি বর্ণাশ্রমীর মধ্যে যে সকল ব্যক্তি সাক্ষাৎ নিজ-পিতা ঈশ্বরকে ভজন করে না, পরন্তু অবজ্ঞা করিয়া থাকে, তাহারা স্থানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়।।"২০২।।

কৃষ্ণভজনহীন জীবের দুর্গতি,----(চৈঃ চঃ মধ্যঃ, ২০ পঃ১১৭-১১৮----) "কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব----অনাদি বহির্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ। কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়। দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়।।"

ভাঃ ৩য় স্কঃ ৩০শ অঃ, বিশেষতঃ এস্থলে ৩১শ অঃ ১----৩১ সংখ্যায় মাতা দেবহূতির প্রতি ভগবান্ কপিলদেবের উক্তি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।।২০৩।।

ভাঃ ৩য় স্কঃ ৩০শ অঃ----৩১ অঃ ৩১ সংখ্যা পর্যন্ত শ্লোকে মাতা দেবহূতির প্রতি ভগবান্ কপিলদেবের উক্তি----

শ্রীভগবান্ বলিলেন,----মাতঃ, এই যে কালের কথা কহিলাম, মনুষ্য ইহার প্রভাবেই চালিত হয়; কিন্তু মেঘসকল বায়ুকর্তৃক বিচলিত হইয়াও যেমন বায়ুর বিক্রম অবগত হইতে পারে না, মনুষ্যগণও সেইরূপ এই বলবান্ কালের অসীম বিক্রম জানিতে পারে না।

মনুষ্য সুখের নিমিত্ত অতিশয় ক্লেশ স্বীকার করিয়াও যে যে প্রয়োজনীয় বস্তু উপার্জন করে, শক্তিমান্ কাল সে-সমুদয় অর্থই বিনষ্ট করিয়া থাকে।

দুর্মতি-জীব মোহবশতঃ কলত্রাদি-সমন্বিত অনিত্য দেহ, গেহ, ক্ষেত্র ও বিত্তকে নিত্য বলিয়া মনে করে, সুতরাং ঐ সকল বস্তু নষ্ট হইলে , উহারা শোকে নিমগ্ন হয়।

মিথ্যা ধন-পুত্র-রসে গোঙাইলুঁ জনম।
না ভজিলুঁ তোর দুই অমূল্য চরণ।।২১৩।।
যে-পুত্র পোষণ কৈলুঁ অশেষ বিধর্মে।
কোথা বা সে-সব গেল মোর এই কর্মে।।২১৪।।
এখন এ-দুঃখে মোর কে করিবে পার?
তুমি সে এখন বন্ধু করিবা উদ্ধার।।২১৫।।
এতেকে জানিনু,—সত্য তোমার চরণ।
রক্ষ, প্রভু কৃষ্ণ! তোর লইনু শরণ।।২১৬।।

জন্তু-সকল এই সংসারে যে যে যোনি পরিভ্রমণ করে, সেই সেই যোনিতেই সন্তোষ লাভ করিয়া থাকে; সুতরাং কিছুতেই বিরক্ত হইতে পারে না।

দৈব-মায়া-বিমোহিত-পুরুষ নরক-যোনি লাভ করিয়াও নরকযোগ্য আহারাদিতে সন্তুষ্ট থাকিয়া নারকি-শরীর পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না।

ঐ ব্যক্তি দেহ, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, পশু, ধন, বন্ধু প্রভৃতিতে নানা মনোরথ বন্ধন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করে।

কুটুম্বদিগের পোষণ-চিন্তার দুরাশায় সেই মূঢ়ব্যক্তির আপাদমস্তক নিরন্তর দগ্ধীভূত হইতে থাকে; সুতরাং সে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়।

ঐ গৃহব্রত ব্যক্তি কাপট্যধর্মবহুল সুখদুঃখপ্রধান-গৃহে নিরলস হইয়া কলভাষি-শিশুগণের আধ-আধ-আলাপে ও অসতী স্ত্রীগণের নির্জন-বিরচিত সম্ভোগাদিরূপা মায়ারদ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়গণের সহিত অভিভূত হইয়া থাকে; নিরন্তর কেবল দুঃখ-প্রতীকারের যত্নপূর্বক উহাকে 'সুখ' বলিয়া মনে করিয়া থাকে।

সেই মূঢ়ব্যক্তি যাহাদিগের পোষণে অধোগতি হয়, গুরুতর হিংসাবৃত্তিদ্বারা নানাস্থান হইতে অর্থোপার্জনপূর্বক সেই পরিবারবর্গকেই পোষণ করিয়া থাকে এবং স্বয়ং তাহাদিগের ভোজনাবশেষ যাহা কিছু থাকে, তাহাই আহার করিয়া জীবন ধারণ করে।

যখন সে জীবিকা-রহিত হয়, তখন সে অন্য জীবিকা অবলম্বনের জন্য বারম্বার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইলে লোভে অভিভূত হইয়া পরের ধনে স্পৃহা করে।

মূঢ়ব্যক্তি, হতভাগ্য-পুরুষ বারম্বার যত্ন করিয়াও যখন কুটুম্বভরণে অশক্ত হয়, তখন হতশ্রী ও দুঃখিত হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে।

এইরূপ যখন তাহার স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণ-পোষণে সে অসমর্থ হইয়া পড়ে, তখন নির্দয় কৃষকগণ যেরূপ বলীবর্দকে অযত্ন করে, সেইরূপ তাহার পুত্র-কলত্রাদিও ঐ গৃহব্রতব্যক্তিকে আর পূর্বের ন্যায় আদর করে না।

কিন্তু তাহাতেও তাহার সংসারের প্রতি বিরাগ উপস্থিত হয় না; জরা-গ্রস্ত, বিরূপাকৃতি ও মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া সেই গৃহব্রত-ব্যক্তি গৃহেই বাস করে এবং পূর্বে যে পুত্রকলত্রাদিকে স্বয়ং প্রতিপালন করিয়াছিল, তাহারাই অবজ্ঞা করিয়া তাহাকে যৎসামান্য যে-কিছু খাদ্য-দ্রব্যাদি প্রদান করে, সে গৃহ-পালিত কুক্কুরের ন্যায় তাহাই ভক্ষণ করিয়া থাকে; তখন সে রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহার জঠরাগ্নির আর তাদৃশ বল থাকে না, তাহার আহারও অল্প হইয়া আসে; সে পরিশ্রমে অশক্ত হইয়া গৃহেই অবস্থান করিতে থাকে।

দেহস্থ বায়ুর উর্ধগতিনিবন্ধন বায়ুর গমনাগমন-মার্গরূপ নাড়ীসমূহ কফ-দ্বারা রুদ্ধ হইয়া যায়; সুতরাং বায়ুর প্রকোপে চক্ষু বাহির হইয়া পড়ে; তাহাতে কাশি কিম্বা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সময় তাহার অত্যন্ত কষ্ট হয় এবং কণ্ঠদেশে 'ঘুর্ ঘুর্' শব্দ হইতে থাকে।

ক্রমে ঐ গৃহব্রত ব্যক্তি মৃত্যুশয্যায় শয়ন করে, তখন আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবগণ তাহার চতুর্দিকে ঘিরিয়া শোক করিতে আরম্ভ করে এবং বারম্বার তাহাকে নানাকথা জিজ্ঞাসা করিতে থাকে; কিন্তু সে কালপাশের বশবর্তী হইয়া ঐ বন্ধুগণের কোন কথারই উত্তর দিতে পারে না।

তুমি-হেন কল্পতরু-ঠাকুর ছাড়িয়া।
ভুলিলাঙ অসৎপথে প্রমত্ত হইয়া।।২১৭।।
উচিত তাহার এই যোগ্য শাস্তি হয়।
করিলা ত' এবে কৃপা কর, মহাশয়! ২১৮।।
এই কৃপা কর,—যেন তোমা' না পাসরি।
যেখানে-সেখানে কেনে না জন্মি, না মরি।।২১৯।।
যেখানে তোমার নাহি যশের প্রচার।
যথা নাহি বৈষ্ণবজনের অবতার।।২২০।।

কুটম্বভরণে ব্যাপৃতচিত্ত অজিতেন্দ্রিয় ঐ গৃহব্রত ব্যক্তি এইরূপ অবস্থাতেও রোরুদ্যমান আত্মীয়-স্বজনের সাতিশয় দুঃখ সন্দর্শন করিয়া অধীর হয়; অবশেষে সে নষ্টবুদ্ধি হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে।

তাহার মৃত্যুসময়ে সক্রোধনেত্র ভয়ঙ্কর যমদূতদ্বয় আসিয়া উপস্থিত হয়। ঐ ব্যক্তি উহাদিগকে দর্শন করিয়াই ত্রাস পায় এবং ভয়ে পুনঃ পুনঃ মলমূত্র পরিত্যাগ করিতে থাকে।

অনন্তর যমদূতদ্বয় ঐ গৃহব্রত ব্যক্তিকে স্থূলদেহ হইতে যাতনা-দেহে নিরুদ্ধ করিয়া বলপূর্বক তাহার গলদেশে পাশ বন্ধন করে এবং যেরূপ রাজপুরুষগণ দণ্ডনীয়-ব্যক্তিকে পাশবদ্ধ করিয়া লইয়া যায়, যমরাজের কিঙ্করগণও সেইরূপ তাহাকে লইয়া দীর্ঘপথে প্রস্থান করিতে থাকে।

যমদূতগণের তিরস্কার-বাক্যে ঐ পুরুষের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে এবং সর্বশরীরে কম্প উপস্থিত হয়। পথিমধ্যে কুক্কুরসকল তাহাকে ভক্ষণ করিতে আসে; তাহাতে ঐ ব্যক্তি যাতনায় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া স্বকৃত পাপ স্মরণ করিতে করিতে চলিতে থাকে। যমদূতগণ তাহাকে যে পথ দিয়া লইয়া যায়, তাহা প্রতপ্ত-বালুকা-পরিপূর্ণ; তথায় কোন বিশ্রাম-স্থল বা পানীয়-জল নাই; ঐ ব্যক্তি ক্ষুধায় প্রপীড়িত এবং সূর্যকিরণ ও দাবানলদ্বারা সন্তপ্ত হইয়া চলিতে নিতান্ত অসমর্থ হইলেও যমদূতগণ তাহার পৃষ্ঠদেশে কশাঘাত করিতে থাকে; সুতরাং সে অতিকষ্টে চলিতে বাধ্য হয়।

শ্রান্তিবশতঃ সেই ব্যক্তি যাইতে পথিমধ্যে পদস্খলিত ও বারম্বার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে; আবার চেতনতা লাভ করিয়া পাপবহুল অন্ধকারময়-পথদ্বারা যম-সদনে নীত হয়।

যে-পথে যমগৃহে যাইতে হয়, তাহার পরিমাণ----অত্যন্ত দীর্ঘ। যমদূতগণ কোন কোন দণ্ড্য-ব্যক্তিকে দুই মুহূর্তের মধ্যে ঐ দীর্ঘপথ অতিক্রম করাইয়া থাকে। সুতরাং সেই পাপী ব্যক্তি যখন যম-সদনে উপস্থিত হয়, তখন সে দেখিতে পায়,----কোথাও জ্বলন্ত অঙ্গার-দ্বারা গাত্র-বেষ্টন করিয়া পাপীর দেহ দগ্ধ হইতেছে, কোথাও বা অপরের দ্বারা, আবার কোথাও বা আপন-মাংস আপনিই ছিন্ন করিয়া সেই মাংস ভোজন করিতেছে; জীবন থাকিতেই যমালয়স্থ কুক্কুর, গৃধ্র প্রভৃতি জীবগণ নাড়ীসকল টানিয়া বাহির করিতেছে; কেহ বা সর্প, বৃশ্চিক ও দংশক প্রভৃতি জন্তুগণে দংশনে অতিশয় বেদনা অনুভব করিতেছে, কাহারও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসকল খণ্ড খণ্ড করিয়া নৃশংসভাবে ছেদন করিতেছে, কাহাকেও বা পর্বত-চূড়া হইতে নিক্ষেপ করিতেছে, কাহাকেও বা জল ও গর্তের মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে----এই সকল যাতনা সে ভোগ করিয়া থাকে।

অন্ধতামিস্র, রৌরব প্রভৃতি যতপ্রকার নরক-যন্ত্রণা পরস্পরের পাপসংসর্গ জন্য নির্মিত হইয়াছে, ঐ মৃত গৃহব্রত ব্যক্তি, পুরুষই হউক, আর নারীই হউক, সেইসকল যাতনা ভোগ করিতে বাধ্য হয়।

হে মাতঃ, এই স্থানেই নরক, এই স্থানেই স্বর্গ----তত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাই কহিয়া থাকেন। নরকে যে সকল যাতনা ভোগ করিতে হয়, তাহা এই জগতেও দেখিতে পাওয়া যায়।

কুটুম্ব-পোষণেই বিব্রত থাকুক বা স্বীয় উদর-ভরণেই ব্যস্ত থাকুক, মৃত্যুর পর এই স্থানেই কুটুম্ব ও নিজদেহ, উভয়কেই পরিত্যাগ করিয়া ঐ সকল কর্মের পূর্বোক্তরূপ ফল ভোগ করিতে হয়।

প্রাণিহিংসাদ্বারা পরিপুষ্ট স্থূলদেহ এবং সঞ্চিত ধন----এই উভয়কেই এই জগতে পরিত্যাগপূর্বক পাপরূপ পাথেয় লইয়া ঐ গৃহব্রত ব্যক্তি অন্ধকারপূর্ণ ঘোর নরক প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ঐ গৃহব্রত পুরুষের কুটুম্ব-পোষণের পাপ-ফল পরকালে ঈশ্বর-কর্তৃক প্রদত্ত হয়; সে আতুরের মত হতজ্ঞান হইয়া নরকে তাহার ফল ভোগ করে।

যে ব্যক্তি কেবল অধর্মের দ্বারা কুটুম্ব-ভরণে উৎসুক, সে ব্যক্তি নরকের চরম-পথ অন্ধতামিস্রে গমন করে।

যেখানে তোমার যাত্রা-মহোৎসব নাই।
ইন্দ্রলোক হইলেও তাহা নাহি চাই।।২২১।।

ভক্ত-ভক্তি-ভগবৎ-প্রসঙ্গহীন ত্রিপিষ্টপও বর্জনীয়—

তথাহি (ভাঃ ৫।১৯।২৪)—

"ন যত্র বৈকুণ্ঠ কথাসুধাপগা
ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ
সুরেশলোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম্।।"২২২।।

"গর্ভবাস-দুঃখ প্রভু, এহো মোর ভাল।
যদি তোর স্মৃতি মোর রহে সর্বকাল।।"২২৩।।
তোর পাদপদ্মের স্মরণ নাহি যথা।
হেন কৃপা কর, প্রভু! না ফেলিবা তথা।।২২৪।।
এইমত দুঃখ প্রভু, কোটি-কোটি জন্ম।
পাইলুঁ বিস্তর, প্রভু! সব—মোর কর্ম।।২২৫।।
সে দুঃখ-বিপদ্ প্রভু, রহু বারে বার।
যদি তোর স্মৃতি থাকে সর্ব-বেদ-সার।।২২৬।।

সেই নরক-ভোগের পর কুক্কুর-শূকরাদি যোনিতে যত প্রকার যাতনা আছে, ক্রমশঃ সেই সকল যাতনা ভোগ করিয়া যখন ভোগের দ্বারা সেই ব্যক্তি ক্ষীণপাপ হয়, তখন আবার শুচি হইয়া এই নরলোকে আগমন করে।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে মাতঃ, জীব দৈব-কর্তৃক প্রেরিত হইয়া পূর্বকৃত-কর্মের ফলানুসারে দেহপ্রাপ্ত হইবার জন্য পুরুষের রেতঃকণা আশ্রয় করিয়া স্ত্রীর গর্ভে প্রবিষ্ট হয়।

ঐ রেতঃকণা গর্ভমধ্যে পতিত হইলে এক রাত্রিতে শোণিতের সহিত মিশ্রিত হয়, পঞ্চরাত্রিতে বুদ্বুদাকারে পরিণত হয়, দশ দিবসের মধ্যে বদরীফলের ন্যায় কঠিন মাংসপিণ্ডাকার ধারণ করিয়া থাকে।

এইরূপে একমাসের মধ্যে তাহার মস্তক, দুই মাসে তাহার হস্ত-পদাদি অঙ্গ-বিভাব এবং তিনমাসে নখ, লোম, অস্থি, চর্ম ও ছিদ্রসকল প্রকটিত হয়।

চারিমাসে সপ্তধাতু (রস,রক্ত, মাংস, অস্থি, মেধ,মজ্জা ও শুক্র) এবং পঞ্চম মাসে ক্ষুধা তৃষ্ণার উদয় হয়। ছয়মাসে ঐ জীব জরায়ুদ্বারা আবৃত হইয়া দক্ষিণ-কুক্ষিতে ভ্রমণ করে।

সেই জীব মাতৃ-ভুক্ত অন্নপানাদির দ্বারা পরিবর্ধিত হইতে থাকে। সুতরাং তাহার অনভিপ্রেত হইলেও তাহাকে প্রাণিগণের উৎপত্তিস্থান মল-মূত্র-গর্তে শয়ন করিয়া থাকিতে হয়।

সেই গর্ভ-মধ্যে তত্রস্থ ক্ষুধার্ত কৃমিসকল তাহার সুকুমার দেহ পাইয়া, সর্বাঙ্গ নিয়ত ক্ষত-বিক্ষত করিতে থাকে, তাহাতে সে নিরতিশয় ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া মুহুর্মুহুঃ মুর্চ্ছিত হয়।

গর্ভধারিণী দুঃসহ কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লবণ, রুক্ষ, অম্লাদি যেসকল রস ভক্ষণ করেন, সেইসকলের সহিত গর্ভস্থ-জীবের দেহ সংযুক্ত হওয়ায় তাহার সর্বাঙ্গে বেদনা জন্মে। সে ভিতরে জরায়ুদ্বারা বেষ্টিত এবং বাহিরে নাড়ীদ্বারা বিশেষরূপে আবদ্ধ হইয়া পৃষ্ঠ ও গ্রীবাদেশ কুঞ্চিত করিয়া কুক্ষি দেশে মস্তক স্থাপনপূর্বক অবস্থান করে। সুতরাং পিঞ্জরস্থ পক্ষীর ন্যায় স্বীয় অঙ্গ সঞ্চালন করিতে অসমর্থ হইয়া সেই গর্ভমধ্যেই বাস করে।

ঐ গর্ভমধ্যে তাহার দৈবক্রমে পূর্ব-পূর্ব-জন্মের কৃতকর্মের স্মৃতি উদিত হয়। তখন সে শত-শত জন্মের পাপকর্ম-সমূহ স্মরণ করিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করে, সুতরাং এরূপ অবস্থায় সে কিরূপে সুখ লাভ করিতে পারে?

এইরূপে জীব যখন সপ্তম-মাসে পদার্পণ করে, তখন তাহার জ্ঞানোদয় হয়। কিন্তু প্রসবকারণ বায়ুদ্বারা পরিচালিত হইয়া সমানোদর-জন্মা বিষ্ঠাজাত কৃমির ন্যায় একস্থানে স্থির হইয়া অবস্থান করে না।

তখন দেহাত্মদর্শী জীব পুনরায় গর্ভবাস-যন্ত্রণার ভয়ে ভীত হইয়া সপ্ত ধাতুর দ্বারা বদ্ধাবস্থায়ই কৃতাঞ্জলিপূর্বক ব্যাকুলচিত্তে, যে পরমেশ্বর তাহাকে মাতৃগর্ভে প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করে।

জীব বলিতে থাকে,—"এই পরিদৃশ্যমান জগৎ পালন করিতে ইচ্ছুক হইয়া যিনি নানাবিধ মূর্তি প্রকট করেন এবং যে ভগবান্ আমার ন্যায় অসদ্ব্যক্তির অনুরূপা এই গতি বিধান করিয়াছেন, আমি তাঁহার ভূতলসঞ্চারি অভয় পাদারবিন্দে শরণ গ্রহণ করিলাম।

হেন কর' কৃষ্ণ, এবে দাস্যযোগ দিয়া।
চরণে রাখহ দাসী-নন্দন করিয়া।।২২৭।।

বারেক করহ যদি এ দুঃখের পার।
তোমা'বই তবে প্রভু, না চাহিমু আর।।"২২৮।।

যে 'আমি' জননী-জঠরে দেহাকার-পরিণতা মায়াকে আশ্রয়পূর্বক কর্মদ্বারা আবৃত-স্বরূপ বদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছি, এবং ভগবান্----যিনি অন্তর্যামিরূপে আমার সহিত এইস্থানে বাস করিতেছেন, সেই 'আমাতে' ও 'ভগবানে' বিশেষ ভেদ আছে। ভগবান্----স্থূল ও লিঙ্গ উপাধি-রহিত অর্থাৎ তাঁহার দেহ ও দেহীতে ভেদ নাই; তিনি অখণ্ডজ্ঞানস্বরূপ। আমার সন্তপ্ত-হৃদয়ে তাঁহার ঐ রূপ প্রতিভাত হইতেছে। তিনিই আমার শরণ্য, তাঁহাকে আমি নমস্কার করি।

আমি পঞ্চভূতরচিত এই দেহমধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া বাস করিতেছি বলিয়া আমার যাহা আপাত-বোধ হইতেছে, কিন্তু বস্তুতঃ আমি তাহা নহি; কারণ, আমার নিত্যস্বরূপ পাঞ্চভৌতিক দেহের সহিত অসম্পৃক্ত; সুতরাং ইন্দ্রিয়, গুণ বিষয় ও চিদাভাসাত্মক হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু ভগবানের মহিমা এই শরীর-যোগেও কুণ্ঠিত হয় না অর্থাৎ তিনি ব্যষ্টিজীব-হৃদয়ে অন্তর্যামিরূপে অবস্থান করায় তাঁহার অপ্রাকৃতস্বরূপ কোন বিকার বা মায়া-সংস্পর্শ লাভ করেন না, কিম্বা মায়িক-জীবের দেহের ন্যায় তাঁহার দেহ-দেহীতে কখনও ভেদ হয় না; কারণ, তিনি বৈকুণ্ঠ বস্তু। তিনি প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ন্তা এবং সর্বজ্ঞ। আমি সেই আদিপুরুষকে বন্দনা করি।

যাঁহার মায়া-দ্বারা জীব জ্ঞান ও পূর্বস্মৃতি হারাইয়া বিস্তৃত গুণকর্মনিমিত্ত এই সংসার-পথে শ্রান্ত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে, সেই পরমেশ্বরের কৃপা ব্যতীত অন্য কোনপ্রকারেই জীব পুনর্বার স্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত হইতে পারে না।

পরমেশ্বর ব্যতীত আমাকে ত্রৈকালিক জ্ঞান দান করিতে আর কে-ই বা সমর্থ হইবেন ? পরমেশ্বরের অংশ অন্তর্যামিপরমাত্ম-রূপে চরাচর নিখিল পদার্থে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন। অতএব কর্মফলে বদ্ধজীব-পদবী প্রাপ্ত হইয়া আমরা ত্রিতাপজ্বালা দূর করিবার জন্য তাঁহাকে ভজন করি।

হে ভগবন্! আমি রক্ত, মল মূত্রপূর্ণ কূপস্বরূপ মাতৃগর্ভে পতিত হইয়া তাঁহার জঠরানল দ্বারা সন্তপ্ত হইতেছি। এই স্থান হইতে নির্গত হইবার জন্য আমি আমার পরিমিত মাস গণনা করিতেছি; ভাবিতেছি,----ভগবান্ কবে আমায় এইস্থান হইতে নিষ্কৃতি দিবেন।

হে ঈশ, ভবাদৃশ অসীম-কৃপাময় যে পুরুষ দশমাসমাত্রবয়স্ক জীবকে এইরূপ জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন, সেই দীননাথ আপনি আপন-কার্যদ্বারা সন্তুষ্ট হউন। কেবল অঞ্জলি রচনা ব্যতীত কোন ব্যক্তি ভগবানের কৃতোপকারের যথোচিত প্রত্যুপকার করিতে সমর্থ হইবেন ?

হে ভগবন্! সপ্তধাতুরূপ বন্ধনে আবদ্ধ পশ্বাদি অপরাপর জন্তুসকল কেবল স্ব-স্ব-দেহে তদুৎপন্ন-সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। কিন্তু আমি যাঁহার প্রদত্ত বিবেক-জ্ঞানবলে সমদমাদিযুক্ত হইয়াছি, সেই ভোক্তৃ-স্বরূপ অপরোক্ষরূপে প্রতীয়মান অনাদি পূর্ণ-পুরুষকে অন্তরে ও বাহিরে দর্শন করিতেছি।

হে প্রভো! আমি বহুবিধ দুঃখের নিলয় এই গর্ভমধ্যে বাস করিয়াও এই স্থান হইতে বহির্গত হইতে ইচ্ছা করি না; কেন না, বাহিরে ইহা অপেক্ষাও ঘোর অন্ধকারময় সংসার-কূপ বিদ্যমান। যে ব্যক্তি ঐ স্থানে গমন করে, আপনার মায়া তাহাকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে। মায়া-দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া জীব দেহাদিতে 'অহং' বুদ্ধি করিয়া পুত্রকলত্রাদির সম্বন্ধ-নিমিত্ত এই সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করে।

অতএব আমি এই স্থানেই অবস্থানপূর্বক বিষ্ণুপাদযুগল হৃদয়ে ধারণ-পূর্বক সারথীরূপিণী বুদ্ধির সাহায্যে সংসার হইতে আত্মাকে অতিশীঘ্রই উদ্ধার করিব। হে ভগবন্! যেন পুনর্বার আমি নানা-গর্ভবাসরূপ দুঃখে পতিত না হই।'

ভগবান্ কপিলদেব কহিলেন,----(মাতঃ) এইরূপ দশমাস-বয়স্ক গর্ভস্থ জীব যখন ভগবানের স্তব করিতে থাকে, অমনি প্রসবের কারণীভূত বায়ু তাহাকে অবাঙ্মুখ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইবার জন্য প্রেরণ করে।

সেই জীব প্রসব-বায়ুদ্বারা অধঃক্ষিপ্ত হয় এবং সেই মুহূর্তেই অধোমস্তক হইয়া অবশভাবে অতিকষ্টে বহির্গত হইতে থাকে, সেই সময় তাহার শ্বাসরুদ্ধ ও স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হইয়া পড়ে।

এইমত গর্ভবাসে পোড়ে অনুক্ষণ।
তাহো ভালবাসে কৃষ্ণস্মৃতির কারণ।।২২৯।।

গর্ভনিষ্ক্রান্ত বহির্মুখ জীবের দুঃখ-বর্ণন—

স্তবের প্রভাবে গর্ভে দুঃখ নাহি পায়।
কালে পড়ে ভুমিতে আপন-অনিচ্ছায়।।২৩০।।
শুন শুন মাতা, জীবতত্ত্বের সংস্থান।
ভূমিতে পড়িলে মাত্র হয় অগেয়ান।।২৩১।।
মূর্চ্ছাগত হয় ক্ষণে, ক্ষণে কান্দে শ্বাসে।
কহিতে না পারে, দুঃখসাগরেতে ভাসে।।২৩২।।
কৃষ্ণের সেবক জীব কৃষ্ণের মায়ায়।
কৃষ্ণ না ভজিলে এইমত দুঃখ পায়।।২৩৩।।

কৃষ্ণভজনকারীরই সৌভাগ্য—

কথোদিনে কালবশে হয় বুদ্ধি-জ্ঞান।
ইথে যে ভজয়ে কৃষ্ণ, সে-ই ভাগ্যবান্।।২৩৪।।

কৃষ্ণ-বহির্মুখ অসৎসঙ্গীর নরক-লাভ—

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট-সঙ্গ করে।
পুনঃ সেইমত মায়া-পাপে ডুবি' মরে।।২৩৫।।

জিহ্বোদরোপস্থ-লম্পট অসৎসঙ্গীর নিরয়-লাভ—

তথাহি (ভাঃ ৩।৩১।৩২)—

"যদ্যসদ্ভিঃ পথি পুনঃ শিশ্নোদরকৃতোদ্যমৈঃ।
আস্থিতো রমতে জন্তুস্তমো বিশতি পূর্ববৎ।।"২৩৬।।

তথাহি—

"অনায়াসেন মরণং বিনা দৈন্যেন জীবনম্।
অনারাধিত-গোবিন্দচরণস্য কথং ভবেৎ।।"২৩৭।।

কৃষ্ণভজন-ফলেই নিরাপদ জীবন ও মরণ—

"অনায়াসে মরণ, জীবন দুঃখ-বিনে।
কৃষ্ণ ভজিলে সে হয় কৃষ্ণের স্মরণে।।২৩৮।।

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভজনার্থ শচীমাতাকে উপদেশ—

এতেকে ভজহ কৃষ্ণ সাধু-সঙ্গ করি'।
মনে চিন্ত কৃষ্ণ মাতা, মুখে বল 'হরি'।।২৩৯।।

কৃষ্ণভক্তিহীন ভয়-ভোগ-হিংসাত্মক কর্মাদি নিষ্ফল—

ভক্তিহীন-কর্মে কোন ফল নাহি পায়।
সেই কর্ম ভক্তিহীন,—পরহিংসা যায়।।"২৪০।।

অনন্তর ঐ জীব রক্তাক্ত-কলেবরে ভূমিতে পতিত হইয়া পুরীযজন্মা-কৃমির ন্যায় অঙ্গ সঞ্চালন করিতে থাকে এবং ভিন্নদশা-প্রাপ্তি-হেতু পূর্ব জ্ঞান বিনষ্ট হওয়ায় পুনঃ পুনঃ ক্রন্দন করিতে থাকে।

যাহারা পরের অভিপ্রায় জানে না, সেইরূপ অজ্ঞব্যক্তির দ্বারা সেই নব-প্রসূত শিশু প্রতিপালিত হয়। সুতরাং শিশুর ক্রন্দনের তাৎপর্যোপলব্ধিতে অসমর্থ সেই প্রতিপালক ঐ শিশুর ক্রন্দনকালে উহাকে তাহার অনভিপ্রেত বস্তু প্রদান করিলেও (অর্থাৎ স্তন্যের জন্য ক্রন্দন করিলে, শিশুর উদর-ব্যথা কল্পনা করিয়া নিম্বরস প্রদান এবং শিশু প্রকৃতপক্ষে উদর-ব্যথায় ক্রন্দন করিলে তাহাকে ঔষধদানের পরিবর্তে স্তন্য দান করিলেও), সেই শিশু তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হয় না।

শিশুর প্রতিপালক তাহাকে অপবিত্র পর্যঙ্কে শয়ন করাইয়া রাখে। শিশুর স্বেদজাত কীটসমূহ উহার গাত্রে দংশন করিতে থাকিলেও ঐ শিশু স্বীয় শরীর কণ্ডুয়ন বা শয্যা হইতে উত্থানাদির চেষ্টা করিতে পারে না।

বৃহৎ বৃহৎ কৃমিকুল যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমিগণকে দংশন করে, তদ্রূপ দংশ, মশক ও মৎকুণাদি শিশুর কোমল শরীর পাইয়া দংশন করে। শিশুর মাতৃগর্ভে অবস্থানকালীন জ্ঞান বিগত হওয়ায় সে কোন প্রতীকারের উপায় করিতে সমর্থ না হইয়া কেবল ব্যথা অনুভব ও ক্রন্দন করে।

এইরূপ পঞ্চবর্ষ পর্যন্ত পূর্বোক্ত ক্লেশসমূহ ভোগ করিয়া পরে পৌগণ্ড অবস্থায় অধ্যয়নাদির দুঃখ অনুভব করে। অতঃপর যখন সে যৌবন-দশায় উপনীত হয়, তখন অভিলষিত বস্তুসমূহ লাভ করিতে না পারিয়া অজ্ঞান-বশতঃ ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে এবং শোকাভিভূত হয়। তাহার শরীরবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে দেহাত্মাভিমানও বৃদ্ধি পায়। তখন ঐ কামি-জীব, কামের অপূরণে যে ক্রোধের উৎপত্তি হয়, তদ্দারা অভিভূত হইয়া নিজ-বিনাশের নিমিত্ত অন্যকামিগণের সহিত বিরোধ করে।

মূঢ় মন্দবুদ্ধি জীব পঞ্চভূত-বিনির্মিত দেহে পুনঃ পুনঃ 'আমি' ও 'আমার'—এইরূপ বুদ্ধি করিয়া থাকে।

প্রভুর উপদেশে শচীমাতা আনন্দ নিমগ্না—

কপিলের ভাবে প্রভু মা'য়েরে শিখায়।
শুনি' সেই বাক্য শচী আনন্দে মিলায়।।২৪১।।

প্রভুর সর্বক্ষণ কৃষ্ণালাপ—

কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা জাগরণে।
কৃষ্ণ-বিনু প্রভু আর কিছু না বাখানে।।২৪২।।

যে দেহ অবিদ্যা ও কর্মদ্বারা জীবের বন্ধন হেতুভূত হইয়া জীবকে ক্লেশ প্রদানপূর্বক জন্মে-জন্মে জীবের অনুগমন করে, মূঢ়-দেহী আবার সেই দেহের নিমিত্তই কর্মের অনুষ্ঠান পূর্বক কর্ম-বদ্ধ হইয়া সংসার ভ্রমণ করে।'—ইত্যাদি কৃষ্ণবিস্মৃত কৃষ্ণ-বহির্মুখ অষ্টপাশ-বদ্ধ জীবগণের কালচক্রদ্বারা পীড়ন-লাভ, গর্ভবাস-দুঃখ, জন্মে জন্মে তাপ ও দুর্গতি বর্ণন আলোচ্য।।২০৪-২৩৬।।

জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গশীল এই প্রপঞ্চে প্রত্যেক বস্তুই কালের অভ্যন্তরে ক্রমে উদ্ভূত হয়, লালিত-পালিত হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও অবস্থিত হয় এবং পরিশেষে বিনষ্ট হইয়া যায়। চিন্ময়জীব স্বীয় চেতন-ধর্মের অপব্যবহার করিয়া কৃষ্ণেতর মায়িক বস্তুর প্রতি লুব্ধ হইয়া কৃষ্ণভজন পরিত্যাগ করে। তখন তাহার স্বভাব বিপর্যয়-নিবন্ধন জড়ভোগের কর্তৃত্বই উপাদেয় বলিয়া বোধ হয়। ইহাই জীবের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ও তজ্জনিত সংসার-দুঃখ। এই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ফলে নশ্বর-জগতে জীব পুনঃ পুনঃ স্থূল-সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয়ে আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া আত্মস্বরূপ-বিস্মৃতি-ফলে কৃষ্ণভজনচেষ্টা পরিত্যাগপূর্বক কর্মকাণ্ডে ও জ্ঞানকাণ্ডে যথাক্রমে ফল-ভোগ ও ফল-ত্যাগ আকাঙ্ক্ষা করে। সুতরাং কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা ত্যাগ করায় স্বস্থান হইতে ভ্রষ্ট ও চ্যুত হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণ-মালা পরিধান করে। তাদৃশ বদ্ধ-জীবের মৃত্যু হইলে তাহার স্থূলশরীর ক্রমশঃ পঞ্চভূতে মিশিয়া যায় এবং তাহার ভোগবাসনাময় সূক্ষ্ম-দেহও পূর্ব সূক্ষ্মশরীরের ও তৎসম্বন্ধি ইন্দ্রিয়োপকরণের সহিত চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া পুনরায় অপর স্থূলশরীর-গ্রহণের জন্য উদ্গ্রীব হয়। কর্ম-ফলদাতা ঈশ্বরের নির্দেশে সূক্ষ্মশরীর পুনরায় কর্মফলানুরূপ যোনিতে বাসস্থান নির্ণয়পূর্বক স্বীয় অতৃপ্তবাসনার পূরণকার্যে ব্যস্ত হয়। মৃত্যুর পর নূতন মাতৃগর্ভে স্থূলশরীরধারণমুখে তাহার পূর্বসঞ্চিত পাপসমূহ বিভিন্ন আঙ্গিক-বিকার বা রোগরূপে স্থূলভাবে প্রকটিত হইয়া স্থূল-শরীরে বৃদ্ধি সাধন করে। বদ্ধজীব এই নবীন-স্থূলশরীরে স্বীয় পূর্বজন্মাচরিত পাপের ভার বহন করিবার জন্য পাপফলে বিকৃত ও রুগ্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি লাভ করিয়া পুনরায় স্থূলভাবে বিষয় ভোগে প্রবৃত্ত হয় এবং প্রাক্তন পাপসমূহের ফলরূপে পুনরায় স্বীয় অঙ্গজ পুত্র-কন্যার জনক-জননীত্ব লাভ করে। সদ্গুরুর ও কৃষ্ণের কৃপা-প্রসাদ-জনিত নিষ্কপট-ভজন-ফলে দিব্যজ্ঞানের উদয় না হওয়া পর্যন্ত তাহার প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ পাপের সম্পূর্ণ ক্ষয় হয় না। যখন এই আঙ্গিক কৃষ্ণবৈমুখ্য প্রকাশিত হইয়া জীবকে স্থূলদেহে আত্মবুদ্ধি করাইবার জন্য প্রযত্ন করে, তখন অহৈতুক-করুণাময় কৃষ্ণচন্দ্র কখনও স্বয়ং, কখনও বা তাঁহার নিজ-জনকে বৈকুণ্ঠশব্দ বা বাণীর কীর্তনকারী লোক-শিক্ষক আচার্য ও উদ্ধারকর্তৃরূপে প্রেরণ করিয়া কৃষ্ণবিস্মৃত দুর্দৈবগ্রস্ত জীবের স্বরূপ উদ্বোধন করা'ন। জীব পূর্বজন্মের প্রাক্তন পাপকর্মের ফল বা দণ্ডরূপ রোগাদি দুঃখ, ক্লেশ বা তাপসমূহ মাতৃগর্ভে বাস-কালে প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা ভোগ করিয়া পূর্ব-পাপের হিসাব-নিকাস দেয়।।২০৪।।

ভবিতব্যতার কাজে,—অদৃষ্ট অনিবার্যভাগ্য বশতঃ।।২০৭।।

কা'ত—(সংস্কৃত 'কুত্র'-শব্দ হইতে প্রাচীন-বাঙ্গালায় কুথা, কোথা, কথি, কা'ত), কোথায়, কাহাকে, কাহার নিকটে বা স্থানে।।২১১।।

মাতৃগর্ভে সপ্তম-মাসে অবস্থান-কালে আর্ত-জীব ভগবান্‌কে কাতরভাবে স্তব করিতেছেন,—যে ভগবানের মায়া আমাকে এই ভব-দুর্গে বা সংসার-কারাগারে দুর্গা বা কারাকর্ত্রীরূপে বন্দী করিয়া সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণরূপ পাশত্রয়দ্বারা বন্ধন করিয়াছেন অর্থাৎ যে ভগবানের অচিৎ বহিরঙ্গা-শক্তি কৃষ্ণবিস্মৃত বহির্মুখ আমাকে মোহিত করিয়া জড়সুখভোগে প্রমত্ত করাইয়া ত্রিতাপ-জ্বালায় দগ্ধ করিতেছেন, গুরু-কৃষ্ণপ্রসাদ-প্রভাবে আমার সেবোন্মুখতা-দর্শনে আবার সেই মায়াই ভগবানের চিন্ময়ী স্বরূপশক্তিরূপে আমাকে এই ভবকারা ক্লেশ হইতে মোচন করিতে পারেন। হে ভগবন্! আমি যে-মুহূর্তে তোমাকে আমার নিত্যসেব্য পরমকারণ

তচ্ছ্রবণে ভক্তগণের মনে-মনে নানা-বিচার—

আপ্তমুখে এ-কথা শুনিঞা ভক্তগণ।
সর্ব-গণে বিতর্ক ভাবেন মনে-মন।।২৪৩।।
"কিবা কৃষ্ণ প্রকাশ হইলা সে শরীরে?
কিবা সাধু-সঙ্গে, কিবা পূর্বের সংস্কারে?"২৪৪।।
এইমত মনে সবে করেন বিচার।
সুখময় চিত্তবৃত্তি হইল সবার।।২৪৫।।

প্রভুর নাম-প্রেম-প্রচারারম্ভ-ফলে ভক্তগণের সুখ ও পাষণ্ডিগণের দুঃখ—

খণ্ডিল ভক্তের দুঃখ, পাষণ্ডীর নাশ।
মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর হইলা প্রকাশ।।২৪৬।।

মহাভাগবত-লীলায় প্রভুর সর্বত্র কৃষ্ণস্ফূর্তি ও উক্তি—

বৈষ্ণব-আবেশে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
কৃষ্ণময় জগৎ দেখয়ে নিরন্তর।।২৪৭।।

চেতন প্রভুরূপে না জানিয়া তোমার প্রতি বিমুখ ও তোমায় বিস্মৃত হইয়া এবং তোমার প্রতীতি ব্যতীত অন্য দ্বিতীয়-বস্তু মায়ার প্রতি অভিনিবিষ্ট হইলাম, সেই মুহূর্ত হইতে আমার বুদ্ধিবিপর্যয়---হেতু আমি নিসর্গতঃ শ্বসঞ্জ্ব বা জীবন্মৃত অর্থাৎ ভোক্তৃ-অভিমান-ফলে অচেতনের সেবক হইয়া মৃত শব বা জড়বৎ হইয়া পড়িয়াছি! এখন আবার তোমার বিমুখ-মোহিনী কুহকিনী মায়া-দ্বারা আমাকে আরও অধিকতর বঞ্চনা করিতেছ কেন?

কৃষ্ণ-বিস্মৃত হইয়া আমরা সর্বদাই ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের সাহায্যে ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত থাকিয়া অতীন্দ্রিয় অধোক্ষজের অপ্রাকৃত সেবা-বিচারে বিমুখ হই। ইহা আমাদের জড়প্রভুত্ব বা জড়দাস্যাত্মক নিসর্গেরই পরিচয়; অর্থাৎ জড়বস্তু যেরূপ স্বতঃকর্তৃত্ব ধর্ম হইতে বঞ্চিত, তদ্রূপ আমরাও স্বতন্ত্র চেতন-বৃত্তির অপব্যবহার ফলে অচিন্মায়া-দ্বারা চেতনরহিত হইয়া অজ্ঞানে নিমগ্ন হই।।২১২।।

ভুলিলাঙ অসৎপথে প্রমত্ত হইয়া, (ভাঃ ৩।৯।৬ শ্লোকে মৈত্রেয়-বিদুর-সংবাদে ব্রহ্মার নারায়ণ রূপ-দর্শনান্তে স্তব) "তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহসুহৃন্নিমিত্তং শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ। তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্তিমূলং যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রি মভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ।।"

অর্থাৎ 'যেকাল পর্যন্ত লোক ভবদীয় অভয় পাদপদ্ম প্রকৃষ্টরূপে বরণ না করে, সেইকাল পর্যন্ত তাহার অর্থ, দেহ, আত্মীয়স্বজন ও সুহৃদ্বর্গ পাছে বিনষ্ট হয় তজ্জন্য ভয়, উহাদের বিনাশে শোক, পুনরায় উহাদিগকে প্রাপ্ত হইবার জন্য স্পৃহা, তদনন্তর পরাজয়, তথাপি উহাদের জন্য বিপুল পিপাসা, পুনরায় কোন-প্রকারে প্রাপ্ত হইলে অনাত্মবস্তুতে 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ জড়াসক্তি বর্তমান থাকে; উহাই সংসারের মূল-কারণ।।'২১৭।।

সম্রাট্ কুলশেখর-কৃত মুকুন্দমালা স্তোত্রে----"নাস্থা ধর্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে যদ্যদ্ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্বকর্মানুরূপম্। এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু।।" অর্থাৎ 'হে ভগবন্! ধর্ম, অর্থ ও কাম----এই ত্রিবর্গ-লাভে আর আমার আস্থা নাই, আমার প্রাক্তন-কর্মানুরূপ যাহা ভবিতব্য, তাহাই হউক, ক্ষতি নাই। তথাপি তোমার নিকট আমার ইহাই একান্ত প্রার্থনা,----যেন জন্মে-জন্মে তোমার পাদপদ্মযুগলে আমার অচঞ্চলা ভক্তি থাকে।।"২১৯।।

(ভাঃ ১০।১৪।৩০ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রহ্মার স্তবোক্তি----) "তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্। যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্।।"

অর্থাৎ, 'এই নরজন্মেই থাকি বা অন্যত্র জন্ম হউক বা তির্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হই, তাহাতে আমার এইমাত্র প্রার্থনা যে, আমার এই এক ভাগ্যলাভ হউক, যদ্দ্বারা আমি আপনার ভক্তদিগের মধ্যে থাকিয়া আপনার পাদপল্লব সেবা করিতে পাই।।'২১৯।।

যে স্থলে ভগবান্ কৃষ্ণের গুণ কীর্তন নাই, পরন্তু বদ্ধ জীবের নশ্বর গুণকীর্তনময় ব্যভিচার আছে, যে স্থলে বৈকুণ্ঠাগত কোন অপ্রাকৃত দিব্যসূরিই অবতীর্ণ হইয়া কৃষ্ণাভিন্ন নাম-রূপ-গুণ-লীলার কীর্তন করেন না, যে স্থলে ভগবানের ত্রিবিক্রমত্ব অর্থাৎ তুরীয়ধাম প্রকাশিত নাই, যে স্থলে কৃষ্ণসম্বন্ধি কোনপ্রকার পর্ব-মহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয় না, সেই স্থান যদি অমরাবতীর ন্যায় ইন্দ্রিয়তর্পণের স্থানও হয়, তাহা হইলেও আমি উহা আদৌ অভিলাষ করি না।

অহর্নিশ শ্রবণে শুনয়ে কৃষ্ণনাম।
বদনে বোলয়ে 'কৃষ্ণচন্দ্র' অবিরাম।।২৪৮।।

পূর্বে বিদ্যারস-মগ্ন নিমাইর এক্ষণে সর্বক্ষণ কৃষ্ণ-প্রীতি—

যে-প্রভু আছিলা ভোলা মহা-বিদ্যারসে।
এবে কৃষ্ণ-বিনু আর কিছু নাহি বাসে।।২৪৯।।

প্রত্যুষে ছাত্রগণের আগমন মাত্রেই প্রভুর কেবল কৃষ্ণালাপ—

পড়ুয়ার বর্গ সব অতি উষঃকালে।
পড়িবার নিমিত্ত আসিয়া সবে মিলে।।২৫০।।

পড়াইতে বৈসে গিয়া ত্রিজগৎ-রায়।
কৃষ্ণ-বিনু কিছু আর না আইসে জিহ্বায়।।২৫১।।

অধোক্ষজ-সেবা যিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহারই নিকট "ত্রিদশপুরাকাশপুষ্পায়তে" অর্থাৎ বহির্জগতে ভোগবুদ্ধি থাকিতে পারে না। ভোগি-জীবকুলের ইন্দ্রিয়তর্পণে উৎকট অভিলাষ থাকায় তাহাদের বৈকুণ্ঠ-বিষ্ণুস্মৃতির সম্ভাবনা নাই বলিয়া তাহারা অন্যাভিলাষিতাশূন্য-নৈষ্কর্মাশ্রয় বিষ্ণুভক্তিকে অনাদর করিয়া স্বর্গাদি ইন্দ্রিয়তৃপ্তির আদর্শভূমিকে বহুমানন করে।।২২০-২২১।।

মহারাজ-পরীক্ষিতের নিকট শ্রীশুকদেব দেবগণ-কর্তৃক এই ভারতভূমিতে হরিসেবানুকূল মানবজন্মের সর্বশ্রেষ্ঠতা এবং হরিপাদপদ্ম-স্মৃতি-বিহীন নশ্বর স্বর্গাদি দেবলোক অপেক্ষা শ্রীহরির অবতার-ক্ষেত্র হরিপ্রসঙ্গপূর্ণা এই ভারতভূমিতে পঞ্চমপুরুষার্থ-সাধন মানবজন্মের একান্ত প্রয়োজনীয়তাসূচক শ্লোকগীতি কীর্তন করিতেছেন----

অন্বয়। যত্র (যস্মিন্ দেশে) বৈকুণ্ঠকথাসুধাপগাঃ (বৈকুণ্ঠকথাঃ বৈকুণ্ঠস্য শ্রীহরেঃ কথানাং কীর্তনরূপাঃ সুধাপগাঃ অমৃতনদ্যঃ) ন (নিরন্তরং ন প্রবহন্তি ন সন্তীত্যর্থঃ, তথা যত্র) তদাশ্রয়াঃ (তস্যাঃ বৈকুণ্ঠকথাসুধাপগায়াঃ আশ্রয়াঃ সততং হরিকথামৃত-পানাসক্তাঃ ইত্যর্থঃ) সাধবঃ ভাগবতাঃ (শুদ্ধভক্তাঃ বৈষ্ণবাঃ) ন (ন সন্তি, তথা) যত্র (যস্মিন্) মহোৎসবাঃ (মহান্তঃ নৃত্যাদ্যুৎসবাঃ যেষু তাদৃশাঃ) যজ্ঞেশমখাঃ (যজ্ঞেশস্য শ্রীহরেঃ মখাঃ পূজাঃ চ) ন (ন ভবন্তি),সঃ (তাদৃশঃ) সুরেশলোকঃ অপি (সুরেশস্য ব্রহ্মণঃ লোকঃ অপি) ন বৈ (নৈব) সেব্যতাং (কৈঃ অপি পুংভিঃ আশ্রয়ঃ ন কার্যঃ ইত্যর্থঃ, দুঃসঙ্গ-জ্ঞানের সর্বথা পরিত্যাজ্যঃ ইত্যর্থঃ)।।

অনুবাদ। যেস্থানে হরিকথামৃত-কল্লোলিনী প্রবাহিতা হন না, যেস্থানে সেই হরিকথামৃত-প্রবাহিনীর আশ্রিত সাধুভাগবতগণ অবস্থান করেন না, যে স্থানে কৃষ্ণের নৃত্য-গীতবাদন-কীর্তনাদি মহোৎসবময়ী যজ্ঞেশ্বরের পূজা নাই, সেই স্থান ব্রহ্মলোক হইলেও আশ্রয়-যোগ্য নহে।।২২২।।

যদিও গর্ভবাসের ভীষণ ক্লেশ-যন্ত্রণা অত্যন্ত মর্মন্তুদ ও দুঃসহ, তথাপি হে ভগবন্! তাদৃশ ভীষণ ক্লেশ-যন্ত্রণাভোগকালেও যদি তোমার নিরন্তর স্মরণ অব্যবহিত থাকে, তবে উহাই আমার পক্ষে অত্যন্ত প্রশস্ত, অভিপ্রেত, উপাদেয় ও অভীষ্টপ্রদ। (ভাঃ ১।৮।২৫ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কুন্তীর স্তব----) "বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বৎ তত্র তত্র জগদ্‌গুরো। ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্।।"

অর্থাৎ 'হে জগদ্‌গুরো ভগবন্! আমার যেন চিরকালই অসংখ্য দুঃখ-বিপদ্‌রাশি উপস্থিত থাকে, যেহেতু তাহাতে সংসারদর্শন-নাশন তোমার দুর্লভ দর্শন-লাভ ঘটে।।'২২৩।।

যেস্থানে তোমার পাদপদ্ম-স্মরণ ব্যতীত জড়, নশ্বর ইন্দ্রিয়তর্পণ-কাম বা ইন্দ্রিয়তর্পণ-কামের ব্যাঘাত অর্থাৎ ভোগ বা ত্যাগ, রাগ বা দ্বেষ বর্তমান, সেই স্থানে তোমার কৃপাবিলাস না থাকায় তথায় বহির্মুখ-জীবের প্রতি তোমার বঞ্চনাময়ী নির্দয়তাই ব্যক্ত বা অব্যক্তভাবে বর্তমান। তাদৃশী বঞ্চনা, ছলনা বা কুহক-সুলভ নির্দয়তা পরিত্যাগ করিয়া তুমি যেন আমাকে কখনও কৃষ্ণেতর জড়বিষয়ের প্রতি অভিনিবেশযুক্ত না কর----ইহাই আমার ঐকান্তিকী প্রার্থনা। তোমার অমন্দোদয়-দয়া বর্ষিত হইলে তুমি সর্বক্ষণ আমার স্মৃতিপথ আলোকিত করিয়া বিদ্যমান থাকিবে, আর আমি উহাকেই তোমার অমায়ায় কৃপা বলিয়া মনে করিব। নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তিমূলক সুখের বা দুঃখের প্রবল অভিঘাত-ফলে তোমার পাদপদ্মের বিস্মৃতি-জন্য যেন আমার সর্বনাশ না হয়।।২২৪।।

বিস্তর,----(বি—স্তৃ (পূরণ বা আচ্ছাদন করা) + অল) সমূহ, প্রচুর।

কর্ম,----প্রাক্তন দুষ্কর্ম-ফল, দুষ্কর্ম, দুর্দৈব, দুর্ভাগ্য, দুরদৃষ্ট, দগ্ধললাট।।২২৫।।

শিষ্যগণের জিজ্ঞাসার উত্তরে প্রভু-কর্তৃক সর্ব বর্ণের ও বেদের কৃষ্ণতাৎপর্য-ব্যাখ্যান—

''সিদ্ধবর্ণসমাম্নায়?'' বলে শিষ্যগণ।
প্রভু বলে,—''সর্ব্ব-বর্ণে সিদ্ধ নারায়ণ।।''২৫২।।

শিষ্য বলে,—''বর্ণ সিদ্ধ হইল কেমনে?''
প্রভু বলে,—''কৃষ্ণ-দৃষ্টিপাতের কারণে।।''২৫৩।।

শিষ্য বলে,—''পণ্ডিত, উচিত ব্যাখ্যা কর'।।''
প্রভু বলে,—''সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ স্মঙর।।২৫৪।।

সকল বেদের ইহাই একমাত্র সারকথা যে, নিরন্তর কৃষ্ণস্মৃতি থাকিলে জীবের কখনও কোনও প্রকার অমঙ্গল থাকে না বা উপস্থিত হয় না। হে ভগবন্! এই প্রপঞ্চে প্রাক্তন কর্ম-ফলে নানাপ্রকার দুঃখে পতিত হইয়াও যদি তোমার অবিস্মৃতি আমার চিত্তে নিরন্তর জাগরূক থাকে, তাহা হইলে উহাই আমার পক্ষে সর্বোত্তম মঙ্গল।

বিস্মৃত বহির্মুখ জীবকুলকে দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে মুক্তি প্রদান করিয়া ভগবান্ তাঁহার প্রতি উন্মুখীকরণের নিমিত্ত জীবের অসংখ্য ত্রিতাপ-দুঃখ-ক্লেশ-কষ্টাদি, বহিঃপ্রতীতিতে দণ্ড-স্বরূপ, কিন্তু অন্তঃর্দৃষ্টিতে মহা-কৃপার নিদর্শনস্বরূপ, সাজাইয়া রাখিয়াছেন। প্রতি পদে কর্মের কর্তৃত্বাভিমানে অহঙ্কারবিমূঢ় হইয়া আমরা ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগে সর্বক্ষণ আসক্ত থাকি, কিন্তু মোহিনী বঞ্চনাময়ী মায়া আমাদের সমস্ত সুখ-ভোগকেই দুঃখে পরিণত করায়। তথাপি এই ত্রিতাপদুঃখে ক্লিষ্ট, দণ্ডিত ও নিষ্পেষিত হইবার কঠোর বিধানের অন্তরালে ভগবানের অতুল দয়া----অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় প্রবাহিতা; যেহেতু সংসারে নানা প্রকার অসংখ্য বাধাবিঘ্ন বিপত্তি বিপাকাদি অসুবিধার ফলে আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের ব্যাঘাত ঘটিলে ত্রিতাপ-ক্লেশের মূলকারণ আমাদের ঈশ্বর-বিরোধী স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার ও নিজ-বহির্মুখতার প্রতি ধিক্কার এবং সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক অভিনিবেশের প্রতি একটা বিতৃষ্ণা আসে। তখন এই দুঃখময় প্রপঞ্চভোগ হইতে নিবৃত্ত ও নিজের নিত্য মঙ্গলানুসন্ধানের নিমিত্ত চেষ্টান্বিত হইয়া বিপদবারণ, দুরিতদলন নিত্যপ্রভু মধুসূদনের পাদপদ্মের অসীম কৃপা স্মরণ করি। ইহাতে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, এই সংসারের প্রতি প্রভুত্ব করিবার বাসনায় ভোগী হইবার চেষ্টা----নিতান্ত নির্বোধের বিচার। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সর্বকারণকারণ কৃষ্ণের স্মরণ এবং স্মরণরূপা সেবাই আমাদের নিত্যধন ও পরমকল্যাণপ্রদ।

(ভাঃ ২।১।৬ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকোক্তি----) ''এতাবান্ সাংখ্য-যোগ্যভ্যাং স্বধর্মপরিনিষ্ঠয়া। জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ। অর্থাৎ 'স্ব-স্ব-বর্ণাশ্রমধর্ম-পালন, সাংখ্যজ্ঞান এবং অষ্টাঙ্গ-যোগের দ্বারা অন্তে নারায়ণ-স্মৃতিই পুরুষের জন্মলাভের সর্বশ্রেষ্ঠ ফল।।''২২৬।।

যেমন গৃহস্থাশ্রমস্থিত কোন প্রভুর আশ্রিতা ও পাল্যা দাসীর পুত্র জন্মাবধি প্রভুর সেবা ব্যতীত আর কিছুই জানে না, তদ্রূপ আমাকেও তোমার পাল্য ও রক্ষণীয় দাসী-পুত্র জানিয়া নিত্যকাল তোমার নিষ্কাম সেবায় নিযুক্ত কব; আমি যেন সর্বক্ষণ তোমার অকৈতব-সেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারি এবং তুমি-ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর সেবা করিবার ছলনায় যেন কোন মুহূর্তে উহার প্রভু না হইয়া পড়ি।।২২৭।।

তাহে,----মাতৃগর্ভবাসকালে সেই দুঃখ-জ্বালায় দহনও।

মাতৃগর্ভবাসজনিত নিদারুণ দুঃখজ্বালা সুদুঃসহ হইলেও কৃষ্ণসেবা-সুখময় স্মরণ হয় বলিয়া উহার দহন-জ্বালা-ভোগও উপাদেয় ও বাঞ্ছনীয় মনে করে।।২২৯।।

জীবতত্ত্বের সংস্থান,----কৃষ্ণবিস্মৃত, বহির্মুখ বদ্ধ-জীবের দশা বা অবস্থা।।২৩১।।

শ্বাসে,----শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে।।২৩২।।

জীবের স্বরূপ----নিত্য কৃষ্ণদাস বৈষ্ণব। বিষ্ণুসেবা-বিমুখ হইবা-মাত্র সে কৃষ্ণের বহিরঙ্গা-শক্তি মোহিনী ছলনাময়ী মায়ার বিক্ষেপণী ও আবরণী বৃত্তিদ্বয়ের অধীন হইয়া পড়ে। ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে বস্তুকে মায়ার আশ্রয়ে মাপিয়া লইবার বৃত্তি----ভোগমূলা ও বঞ্চনাময়ী, সুতরাং উহা অনন্ত-দুঃখের প্রসূতি।

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ পঃ ১১৭, ১১৮, ১২০) ''কৃষ্ণ ভুলি'' সেই জীব----অনাদি-বহির্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ।। কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়। দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়।।'' * * ''সাধু-শাস্ত্রকৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।

কৃষ্ণের ভজন কহি—সম্যক্ আম্নায়।
আদি-মধ্য-অন্তে কৃষ্ণ ভজন বুঝায়।।"২৫৫।।

শিষ্যগণের বুদ্ধি-বিপর্যয় ও বোধাভাবদর্শনে মহাপ্রভুর তাহাদিগকে অপরাহ্ণে আসিতে আদেশ—

শুনিয়া প্রভুর ব্যাখ্যা হাসে শিষ্যগণ।
কেহো বলে,—"হেন বুঝি বায়ুর কারণ।।"২৫৬।।
শিষ্যবর্গ বলে,—"এবে কেমত বাখান'?"
প্রভু বলে,—"যেন হয় শাস্ত্রের প্রমাণ।।"২৫৭।।
প্রভু বলে,—"যদি নাহি বুঝহ এখনে।
বিকালে সকল বুঝাইব ভাল মনে।।২৫৮।।
আমিহ বিরলে গিয়া বসি' পুঁথি চাই।
বিকালে সকলে যেন হই একঠাঁই।।"২৫৯।।

সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য়।।" (ঐ ২২শ পঃ ১২-১৫, ২৪-২৫, ৩৩, ৩৫, ৩৭, ৪১—) "নিত্যবদ্ধ'—কৃষ্ণ হৈতে নিত্য-বহির্মুখ। নিত্যসংসার, ভুঞ্জে নরকাদি-দুঃখ।। সেই দোষে মায়া-পিশাচী দণ্ড করে তারে। আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তারে জারি' মারে।। কাম-ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়। ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু-বৈদ্য পায়। তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়। কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ-নিকট যায়। * * কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি' গেল। সেই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল।। তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ।।* * 'কৃষ্ণ! তোমার হঙ' যদি বলে একবার। মায়াবদ্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার।। * * মুক্তি-ভুক্তি-সিদ্ধি-কামী 'সুবুদ্ধি' যদি হয়। গাঢ়ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণেরে ভজয়।। * * অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন। না মাগিলেহ কৃষ্ণ তারে দেন স্ব-চরণ।। * * কাম লাগি' কৃষ্ণ ভজে, পায় কৃষ্ণ-রসে। কাম ছাড়ি' 'দাস' হৈতে হয় অভিলাষে।।"২৩৩।।

অন্যথা,—পক্ষান্তরে, এতদ্ব্যতীত, বিপরীতভাবে।

মায়া-পাপে,—মায়ার প্রভাবে কৃষ্ণবিস্মৃতি ও বৈমুখ্যফলে পুঞ্জীভূত লভ্য পাপ-সমুদ্রে।।২৩৫।।

কৃষ্ণ-সেবা পরিত্যাগ করিয়া অন্যাভিলাষ, কর্ম ও জ্ঞানাদি যে কোন চেষ্টা, তাহাই অভক্ত অসৎ জনগণের দুর্বৃত্তাচরণ-মাত্র তাহারা বৈকুণ্ঠ-বস্তুকে সীমা-বিশিষ্ট তুচ্ছ বস্তুবিশেষ জ্ঞান করিয়া ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে মাপিতে গিয়া আধ্যক্ষিক হইয়া পড়ে। কৃষ্ণসেবায় রুচিহীন অত্যন্ত দুর্দৈবগ্রস্ত জীব মায়া-রচিত সংসার-সমুদ্রে ডুবিয়া মরে। জড় ইন্দ্রিয় দ্বারা মাপিয়া লইবার চেষ্টার মূলে ভগবদ্বৈমুখ্য বা বিস্মৃতি। অক্ষজজ্ঞান সেই বদ্ধ-জীবকে পাপ-পুণ্যের তরঙ্গে ভাসাইয়া লইয়া অবশেষে অতল ভব-জলধিতে ডুবাইয়া দিয়া কেবল জন্ম-মরণ-যন্ত্রণা ভোগ করায়।

(ভাঃ ১১।২৬।৩ শ্লোকে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণোক্তি—) 'সঙ্গং ন কুর্যাদসতাং শিশ্নোদরতৃপাং ক্বচিৎ। তস্যানুগস্তমস্যন্ধে পতত্যন্ধানুগান্ধবৎ।।"

অর্থাৎ 'শিশ্নোদরতর্পণপ্রিয় অসদ্ব্যক্তির সঙ্গ কখনই করিবে না। সেরূপ লোকের সঙ্গ করিলে অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধের ন্যায় অবশ্য অন্ধতম অবস্থায় পতিত হইবে।।'২৩৫।।

অন্বয়। জন্তুঃ (জীবঃ) যদি শিশ্নোদর-কৃতোদ্যমৈঃ (শিশ্নেদরতর্পণার্থং কৃতঃ অনুষ্ঠিতঃ উদ্যমঃ প্রযত্নঃ যৈঃ তাদৃশৈঃ উপস্থোদরলম্পটৈঃ) অসদ্ভিঃ (অসাধুভিঃ অভক্তৈঃ জনৈঃ) আস্থিতঃ (অধিষ্ঠিতঃ সন্) পথি (তেষাং মার্গে) পুনঃ রমতে (আসক্তঃ ভবতি), যদ্বা, পথি (সন্মার্গে) আস্থিতঃ অপি যদি অসদ্ভিঃ সহ রমতে, তদা (পূর্ববৎ) ("যাতনাদেহ আবৃত্য" (ভাঃ ৩।৩০।২০) ইত্যাদি পূর্বোক্তপ্রকারেণ) তমঃ (নরকং) বিশতি (প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ)।।২৩৬।।

অনুবাদ। মানব যদি সৎপথে অবস্থিত হইয়াও, উদরোপস্থলম্পট অসজ্জনগণের সহিত সঙ্গ করে, তাহা হইলে তাহাকেও পূর্বোক্ত-প্রকারে অর্থাৎ গলদেশে যমদূতগণকর্তৃক পাশবদ্ধ হইয়া নরকে প্রবেশ করিতে হয়।।২৩৬।।

আদি ৭ম অঃ ১৩৬ সংখ্যায় অন্বয়, অনুবাদ দ্রষ্টব্য।।২৩৭।।

আদি ৭ম অঃ ১৩৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।।২৩৮।।

অতএব হে মাতঃ! সাধুসঙ্গে সর্বক্ষণ কৃষ্ণের ভজন কর, আর মুখে হরিনাম কীর্তন করিয়া হৃদয়ে কৃষ্ণস্মরণ কর। সাধুসঙ্গ -বর্জিত হইয়া অর্থাৎ অসাধুকে সাধুজ্ঞানে তাহার বিচার গ্রহণপূর্বক কৃষ্ণের ভজন-চেষ্টা করিলে কৃষ্ণসেবার সম্ভাবনা নাই।

ছাত্রগণের প্রস্থান ও গঙ্গাদাস-সমীপে প্রভুর কৃষ্ণাভীষ্ট-
ব্যাখ্যা ও লীলার বর্ণন এবং পরামর্শ-জিজ্ঞাসা—

শুনিয়া প্রভুর বাক্য সর্ব-শিষ্যগণ।
কৌতুকে পুস্তক বান্ধি' করিলা গমন।।২৬০।।

সর্ব-শিষ্য গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের স্থানে।
কহিলেন সব—যত ঠাকুর বাখানে।।২৬১।।

"এবে যত বাখানেন নিমাঞি-পণ্ডিত।
শব্দ-সনে বাখানেন কৃষ্ণ-সমীহিত।।২৬২।।

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম-কীর্তন-কর্তব্যতা,—(ভাঃ ৩।২৩।৫৫) শ্লোকে কর্দমের প্রতি দেবহূতি-বাক্য—) "সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া। স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে।।"

অর্থাৎ, 'হে মুনিবর! বিষয়সঙ্গ সংসারভয়-নাশক হয় না সত্য; কেননা, আসক্তি অসদ-বিষয়ে অবুদ্ধিপূর্বক বিধান করিলে সংসারেরই কারণ হয়; কিন্তু তাহাই সাধুপুরুষে বিহিত হইলে নিঃসঙ্গত্বের ফল দেয়।'

(ভাঃ ১১।২।৩০ শ্লোকে নবযোগেন্দ্রের প্রতি বিদেহরাজ নিমির উক্তি—) "অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ। সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাম্।"

অর্থাৎ, 'অতএব হে পবিত্র ঋষিগণ, আপনাদিগকে আমি আত্যন্তিক মঙ্গলসাধন জিজ্ঞাসা করি; যেহেতু এই সংসারে ক্ষণার্ধ সাধুসঙ্গও মনুষ্যদিগের পরমনিধি-লাভ।'

(ভাঃ ৩।২৫।২০ শ্লোকে দেবহূতির প্রতি ভগবান কপিলের উক্তি—) "প্রসঙ্গমজরং পাশমাত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ। স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতম্।।"

অর্থাৎ 'সাধুসঙ্গই এই সকলের মূল, এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন,—যে আসঙ্গ—আত্মার অজর পাশ, তাহাই সাধুজনের প্রতি বিহিত হইলে নিরাবরণ মুক্তিদ্বারস্বরূপ হয়।'

(ভাঃ ৪।২২।১৯ শ্লোকে মহারাজ পৃথুর প্রতি শ্রীসনৎকুমারের উক্তি—) "সঙ্গমঃ খলু সাধূনামুভয়েষাঞ্চ সম্মতঃ। যৎসম্ভাষণসংপ্রশ্নঃ সর্বেষাং বিতনোতি শম্।।"

অর্থাৎ, 'হে মহারাজ! সাধুসঙ্গ—বক্তা ও শ্রোতা, উভয়েরই অভিলষণীয়; কারণ, সাধুগণ সম্ভাষণপূর্বক যে প্রশ্ন করেন, তাহাতে সকলেরই মঙ্গল-বিস্তার হয়।'

(ভাঃ ৪।২৯।৪০ শ্লোকে শ্রীপ্রাচীনবর্হির প্রতি শ্রীনারদের উক্তি—) "তস্মিন্ মহন্মুখরিতা মধুভিচ্চরিত্রপীযূষশেষসরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তি। তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈস্তান্ ন স্পৃশন্ত্যশনতৃড় ভয়শোকমোহাঃ।।"

অর্থাৎ, 'সেই সাধুসঙ্গম-স্থানে মহাজনগণ-কর্তৃক ভগবান্ বাসুদেবের পবিত্র চরিত্র প্রায়ই কীর্তিত হয়। হে রাজন্! ভগবানের চরিত্রকথা—সাক্ষাৎ অমৃতবাহিনী নদী; যে সকল ব্যক্তি উপাদেয় অতৃপ্তির সহিত অবহিতকর্ণপুটে ঐ নদীর অমৃত সেবন করেন তাঁহাদিগকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, শোক বা মোহ কিছুই স্পর্শ করিতে পারে না।'

(ভাঃ ৪।৩০।৩৩ শ্লোকে শ্রীভগবানের প্রতি শ্রীপ্রচেতোগণের উক্তি—) "যাবৎ তে মায়য়া স্পৃষ্টা ভ্রমাম ইহ কর্মভিঃ। তাবদ্ভবৎপ্রসঙ্গানাং সঙ্গঃ স্যান্নো ভবে ভবে।'

অর্থাৎ, 'তুমি যে বর-গ্রহণার্থ আদেশ করিতেছ, তাহাতে আমরা এই বর চাহি যে, তোমার মায়া-দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া কর্মবশতঃ এ সংসারে আমরা যাবৎকাল ভ্রমণ করিব, তাবৎকাল যেন জন্মে জন্মে তোমার প্রসঙ্গ-রত ব্যক্তিগণের সহিত আমাদের সঙ্গ হয়।'

(ভাঃ ২।২।৩৬ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকোক্তি—) "তস্মাৎ সর্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্বত্র সর্বদা। শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্।।"

অর্থাৎ, 'অতএব হে রাজন্! সর্বাত্মদ্বারা সর্বত্র সর্বদা ভগবান্ হরিরই শ্রবণ, কীর্তন এবং স্মরণ কর্তব্য।'

(ভাঃ ৪।২০।২৪ শ্লোকে বৈকুণ্ঠনাথের প্রতি মহারাজ পৃথুর উক্তি—) "ন কাময়ে নাথ তদপ্যহং ক্বচিন্ন যত্র যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ। মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো বিধৎস্ব কর্ণাযুতমেষ মে বরঃ।।"

গয়া হৈতে যাবৎ আসিয়াছেন ঘরে।
তদবধি কৃষ্ণ বই ব্যাখ্যা নাহি স্ফুরে।।২৬৩।।
সর্বদা বলেন 'কৃষ্ণ'—পুলকিত-অঙ্গ।
ক্ষণে হাস্য, হুঙ্কার, করয়ে বহু রঙ্গ।।২৬৪।।
প্রতি-শব্দে ধাতু-সূত্র একত্র করিয়া।
প্রতিদিন কৃষ্ণ-ব্যাখ্যা করেন বসিয়া।।২৬৫।।
এবে তান বুঝিবারে না পারি চরিত।
কি করিব আমি-সব?—বলহ, পণ্ডিত!"২৬৬।।

অর্থাৎ, 'হে প্রভো! মোক্ষপদেও যদি মহত্তম-সাধুদিগের হৃদয়াভ্যন্তর হইতে বদনকমলদ্বারা নির্গত আপনার পাদপদ্ম মকরন্দ প্রাপ্ত হইবার অর্থাৎ আপনার যশঃশ্রবণাদি দ্বারা সুখলাভের সম্ভাবনা না থাকে, তবে ঐ মোক্ষ-পদও আমি কখনও প্রার্থনা করি না। আমি এই বর প্রার্থনা করি যে, যাহাতে আপনার যশঃ শ্রবণ করিতে পারি; তন্নিমিত্ত আমাকে সহস্র সহস্র কর্ণ প্রদান করুন।'

(ভাঃ ৫।১২।১৩ শ্লোকে রহূগণের প্রতি অবধূত-ভরতের উক্তি----) "যত্রোত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদঃ প্রস্তূয়তে গ্রাম্যকথাবিঘাতঃ। নিষেব্যমাণোঽনুদিনং মুমুক্ষোর্মতিং সতীং যচ্ছতি বাসুদেবে।।"

অর্থাৎ 'হে রাজন্! মহাপুরুষগণের মধ্যে সর্বদা গ্রাম্যকথানাশক ভগবদ্‌গুণানুবাদেরই প্রস্তাব হয়, সেই ভগবদ্‌গুণানুবাদ যদি প্রত্যহ শ্রবণ ও কীর্তন-মুখে সেবা করা হয়, তবে তদ্দ্বারাই ভগবৎপ্রতি মুমুক্ষুজনের সদ্‌বুদ্ধি উদিত হয়।'

(ভাঃ ১০।৫১।৫৩ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাজর্ষিমুচুকুন্দের উক্তি----) "ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ। সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদগতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ।।"

অর্থাৎ 'হে অচ্যুত! আপনার অনুগ্রহে যখন সংসারিজনের সংসারান্ত হয়, তখন সাধুর সহিত তাহার সমাগম হয়। যে-সময়ে সাধুসঙ্গ হয়, সে-সময় সর্ব-দুঃসঙ্গনিবৃত্তির সঙ্গে কার্য-কারণ-নিয়ন্তা সাধুগণের পরমগতি এবং পরাবরেশ আপনাতে তাহার রতি জন্মে, আপনাতে রতি হইলেই সে তখন মুক্ত হয়।'

(ভাঃ ৬।১১।২৭ শ্লোকে ভগবানের প্রতি বৃত্রের উক্তি----) "মমোত্তমঃশ্লোকজনেষু সখ্যং সংসারচক্রে ভ্রমতঃ স্বকর্মভিঃ। ত্বন্মায়য়াত্মাত্মজদারগেহেষ্বাসক্তচিত্তস্য ন নাথ ভূয়াৎ।।"

অর্থাৎ, 'হে নাথ! আমি স্বীয় কর্ম-দ্বারা সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতে করিতে তোমার ভক্তজনের সহিত আমার সখ্য হউক। ভগবন্! তোমার মায়া-বশতঃ এখন যে-সকল পুত্র-কলত্র-দেহ-গেহে আমার চিত্ত আসক্ত, পুনরায় যেন ঐসকল বস্তুতে আসক্ত না হয়।'

(ভাঃ ৩।২৫।২৫ শ্লোকে মাতা-দেবহূতির প্রতি ভগবান্ কপিলের উক্তি----) "সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ। তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি।।"

অর্থাৎ 'সাধুদিগের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে আমার মাহাত্ম্যপ্রকাশক শুদ্ধহৃদয়-কর্ণের প্রীতি-উৎপাদক যে-সকল বাক্য আলোচিত হয়, প্রীতির সহিত সেইসকল কথার সেবন-ফলে শীঘ্রই অবিদ্যা-নিবৃত্তির বর্ত্মস্বরূপ আমাতে যথাক্রমে----প্রথমে শ্রদ্ধা বা সাধন-ভক্তি, পরে রতি বা ভাব-ভক্তি ও অবশেষে প্রেমভক্তি উদিত হয়।'

(ভাঃ ১।২।১৪ এবং ১৬-১৮ শ্লোকে শৌনকাদি ঋষিগণের প্রতি শ্রীসূত-গোস্বামীর উক্তি----) "তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ। শ্রোতব্যঃ কীতিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যশঃ।।" * * "শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ। স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ।। শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ। হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণী বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্।। নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া। ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী।।"

অর্থাৎ, 'অতএব ভক্তি-প্রধান ধর্মই নিত্যানুষ্ঠেয় হওয়ায় একাগ্রমনে ভক্তবৎসল বাসুদেবের নিত্যকাল শ্রবণ, কীর্তন, মনন এবং অর্চনই কর্তব্য।'* * 'হে বিপ্রগণ! শ্রদ্ধাবান্ ও শ্রবণরূপ সেবনে অভিলাষী ব্যক্তি মহতের সেবা ও পুণ্যতীর্থের (বৈষ্ণব-গুরুর) নিষেবণাদি-দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া ক্রমশঃ বাসুদেবের কথায় রুচিবিশিষ্ট হন। অপ্রাকৃত-শ্রবণীয় ও কীর্তনীয় সজ্জন-সুহৃদ শ্রীকৃষ্ণ নিজ-কথা-শ্রবণকারী ব্যক্তিগণের হৃদয়স্থ হইয়া হৃদগত সমস্ত অশুভ কামাদি-বাসনা। বিনষ্ট করেন। নিত্যকাল ভাগবত-সেবা-দ্বারা অশুভসকল নষ্ট হইলে উত্তমঃশ্লোক ভগবানে নিশ্চলা ভক্তি উদিত হয়।।'

ছাত্রগণের অভিযোগ-শ্রবণে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের হাস্য ও তাহাদিগকে সান্ত্বনা—

উপাধ্যায় শিরোমণি বিপ্র গঙ্গাদাস।
শুনিয়া সবার বাক্য উপজিল হাস।।২৬৭।।

ওঝা বলে,—"ঘরে যাহ, আসিহ সকালে।
আজি আমি শিক্ষাইব তাঁহারে বিকালে।।২৬৮।।

ভাল মত করি' যেন পড়ায়েন পুঁথি।
আসিহ বিকালে সব তাঁহার সংহতি।।"২৬৯।।

ভগবৎসেবনোদ্দেশ্য-রহিত হইয়া যে পুণ্য সৎকর্ম সাধিত হয়, তদ্দ্বারা কর্মকর্তার কোন ফললাভ হয় না। ভক্তিহীনকর্মই পরহিংসাময় অর্থাৎ যে-স্থলে ভক্তির অভাব, সে স্থলে সকল অনুষ্ঠানই পরহিংসায় পর্যবসিত হয়। কর্ম ও জ্ঞানভক্তির মুখ-নিরীক্ষক মাত্র, কিন্তু ভক্তি—কর্ম-জ্ঞান-যোগ,—কাহারও সাহায্য-প্রার্থিনী নহেন, স্বয়ংই স্বাধীনা ও নিরপেক্ষা। ভক্তির অনুষ্ঠানে পরহিংসার সম্ভাবনা নাই অর্থাৎ ভগবৎসেবায় উন্মুখ হইলে সেবকের ভগবৎকর্মে কোনরূপ পরহিংসা-চেষ্টা থাকিতে পারে না।

বহির্মুখ-কর্ম-নিন্দা,—(ভাঃ ৩।২৩।৫৬ শ্লোকে মাতা দেবহূতির প্রতি ভগবান্ কপিলের উক্তি—)

"নেহ যৎকর্ম ধর্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।।"

অর্থাৎ 'ইহ-সংসারে যে ব্যক্তির কর্ম, ধর্মার্থকামরূপ ত্রৈবর্গিক-ধর্মের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত না হয়, যাহার সেই ধর্ম নিষ্কাম হইয়া কৃষ্ণেতর-বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপাদন না করে, আবার যাহার সেই বৈরাগ্য তীর্থপদ শ্রীহরির সেবাতেই পর্যবসিত না হয়, সে ব্যক্তি জীবিত হইলেও মৃত অর্থাৎ তাহার প্রাণধারণ—বৃথা।'

(ভাঃ ১।২।৮ শ্লোকে শৌনকাদি ঋষিগণের প্রতি শ্রীসূতগোস্বামীর উক্তি—) "ধর্ম স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেনকথাসু যঃ। নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্।।"

অর্থাৎ 'যদি মানবগণের বর্ণাশ্রমপালনরূপ-স্বধর্ম অনুষ্ঠিত হইয়াও তাহা বিষ্ণু-বৈষ্ণবের মহিমাময়ী কথার শ্রবণ-কীর্তনে রুচি উৎপাদন না করে, তবে ঐরূপ ধর্মানুষ্ঠান নিশ্চয়ই কেবল বৃথা শ্রম-মাত্র।'

(ভাঃ ১।৫।১২ শ্লোকে শ্রীবাসের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি—) "নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্। কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম যদপ্যকারণম্।।"

অর্থাৎ 'নিষ্কর্মেব ভাবই নৈষ্কর্ম্য; উহাতে কর্মকাণ্ডের বিচিত্রতা নাই; সুতরাং উহা একাকার-স্বরূপ। ঐরূপ কর্মবিচিত্রতা-হীন নৈষ্কর্ম্যরূপ ব্রহ্মজ্ঞান স্থূল-লিঙ্গ-দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ ঔপাধিক ধর্মের নিবর্তক হইলেও যখন অচ্যুতভাবহীন অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি-রহিত হইলে শোভা পায় না, তখন সাধন ও সিদ্ধিকালে দুঃখরূপ কাম্যকর্ম এবং অকাম্যকর্ম যদি ভগবানে অর্পিত না হয়, তাহা হইলে ঐ সকল কর্ম কিপ্রকারে শোভা পাইতে পারে?'

(গীতায় ৯।২১ শ্লোকে অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—) "তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি। এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে।।"

অর্থাৎ 'কর্মিগণ যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম-ফলে স্বর্গলাভ করে। তথায় প্রভুত সুখ ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্যলোকে আগমন করে। এইরূপ কামকামী ব্যক্তিগণ বেদত্রয়ীর অনুগত হইয়া সংসারে পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করিতে থাকে।'

(মুণ্ডকে ১।২।৭—)"প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম। এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি।।"

অর্থাৎ 'যজ্ঞেশ্বর-বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যাহা অনুষ্ঠিত হয় নাই, তাদৃশ যজ্ঞরূপ প্লব (তরণী)—ভব-সমুদ্রোত্তরণের নিমিত্ত দৃঢ় নহে; কেন না, ঐ সকল যজ্ঞ ভগবদুদ্দেশে অনুষ্ঠিত না হওয়ায় তাহাতে কেবলমাত্র অষ্টাদশপুরুষোক্ত অবর কর্ম বর্তমান বলিয়া উহা অপকৃষ্ট। যে-সকল অবিবেকি-ব্যক্তি উহাকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিয়া অভিনন্দন করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ জরা ও মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।'

অপরাহ্ণে ছাত্রগণ-সহ প্রভুর গঙ্গাদাস-সমীপে আগমন—

পরম-হরিষে সবে বাসায় চলিলা।
বিশ্বম্ভর-সঙ্গে যবে বিকালে আইলা।।২৭০।।

প্রভু ও গঙ্গাদাসপণ্ডিতের পরস্পর ব্যবহার—

গুরুর চরণ-ধূলি প্রভু লয় শিরে।
"বিদ্যালাভ হউ"—গুরু আশীর্বাদ করে।।২৭১।।

(মুণ্ডক ১।২।৯—) "যৎ কর্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে।।"

অর্থাৎ 'কর্মিগণ কর্মে অনুরাগবশতঃ প্রকৃত-অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বে অনভিজ্ঞ। এইজন্য তাহারা অত্যন্ত ফলভোগাতুর হইয়া কর্মফলে যে স্বর্গাদি-লোক লাভ করে, পুণ্যক্ষয় হইলে সেইস্থান হইতে পুনরায় চ্যুত হয়।।'২৪০।।

মিলায়,—সংযুক্ত, নিমগ্ন, সাক্ষাৎকার-প্রাপ্ত হইলেন,—গলিয়া গেলেন।।২৪১।।

ভোজনকালে, নিদ্রাকালে ও জাগ্রত-অবস্থায় সকল সময়েই সকল অবস্থায় প্রভু কেবলমাত্র কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণলীলার বা কৃষ্ণকথার কীর্তন ব্যতীত আর কিছুই উচ্চারণ বা প্রয়াস করিতেন না। গৌরনাগরী প্রভৃতি অপসাম্প্রদায়িকগণ বলেন যে, গৃহি-গৌরাঙ্গ গৃহব্রতদিগকে কেবলমাত্র গৃহমেধ-যজ্ঞের উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু এস্থলে গ্রন্থকার ঠাকুর-শ্রীবৃন্দাবনদাস আশ্রয়ভাব-বিভাবিত প্রভুর অন্য কোন প্রকার কৃত্যের বা প্রচেষ্টার বর্ণন করিতেছেন না।।২৪২।।

সর্বগণে .....মন,—ভক্তবর্গ মনে মনে আলোচনা, অনুমান বা বিচার করিতে লাগিলেন।।২৪৩।।

এক্ষণে সমগ্র-বিশ্বে কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা বিশ্বম্ভর-কর্তৃক কৃষ্ণভক্তির প্রচার-সূর্যের উদয়ে অভক্ত-সমাজ-কর্তৃক উপদ্রুত ও উপহসিত ভক্তগণের; পূর্ব মনঃকষ্ট বিনষ্ট এবং ভক্তিবিরোধি-পাষণ্ডিগণের দলন-লীলা আরম্ভ হইল।।২৪৬।।

শ্রীগৌরসুন্দর মহাভাগবত-বৈষ্ণবের লীলা প্রকাশ করিয়া সর্বত্র কৃষ্ণ ও কৃষ্ণসম্বন্ধি-কার্ষ্ণ দর্শন করিতে লাগিলেন। সাধারণ কৃষ্ণবিস্মৃত প্রাকৃত লোক যেরূপ জড়-প্রত্যক্ষাদিজ্ঞানে বিমূঢ় হইয়া কৃষ্ণদর্শনাভাবে কৃষ্ণেতর ভোগ-ভূমিকারূপ এই প্রাপঞ্চিক জগৎ দর্শন করে, মহাপ্রভু তদ্রূপ ভোক্তৃঅভিমানে ভোগ্য দর্শনের আদর্শ না দেখাইয়া কৃষ্ণবিমুখ ও বিস্মৃত বদ্ধজীবের পরিলক্ষিত এই প্রাণি-জগৎ ও জড়-জগৎকে কৃষ্ণসেবোন্মুখ, মহা-ভাগবত-বৈষ্ণবের সচ্চিদানন্দ-কৃষ্ণময়ী দৃষ্টিতে দর্শন করিলেন। প্রত্যেক ভূত-হৃদয়ে উপাস্য বস্তু সশক্তিক কৃষ্ণের বিলাস প্রতীত হইতে লাগিল, সুতরাং বদ্ধ বিমুখ বিস্মৃত-জীবের ন্যায় অচিৎ জড়-পরমাণুর ব্যবধান দর্শন না করায় সর্বত্র তুরীয় বৈকুণ্ঠ-গোলোক-দর্শনে তদ্রূপ-বৈভবসমূহ তাঁহাকে কৃষ্ণের ভোগসেবা-বিলাস-দর্শনে বাধা দিল না।

(চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পঃ ২৭৪—) "স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্তি। সর্বত্র স্ফুরয়ে তার ইষ্টদেব-মূর্তি।।"

(ভাঃ ১১।২।৪৫, ৪৯-৫৪ শ্লোকে বিদেহরাজ-নিমির প্রতি নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীহরির উক্তি—) "সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ।।"

অর্থাৎ 'যিনি নিখিল-বস্তুতে সর্বভূতের নিয়ন্তৃরূপে অধিষ্ঠিত পরমাত্মার ভগবদ্ভাব-বিলাস, দর্শন করেন এবং পরমাত্মা ভগবান্ শ্রীহরিতে চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্য দর্শন করেন তিনিই 'উত্তম ভাগবত।'

"দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়াং যো জন্মাপ্যয়ক্ষুদ্ভয়তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ।
সংসারধর্মৈরবিমুহ্যমানঃ স্মৃত্যা হরের্ভাগবতপ্রধানঃ।।"

অর্থাৎ 'সংসারে থাকিয়াও দেহ ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধির জন্ম, নাশ, ক্ষুধা, ভয়, তৃষ্ণা ইত্যাদি সংসারধর্মে যিনি মোহিত অর্থাৎ আসক্ত হন না, সর্বদা হরিস্মৃতি-দ্বারা কুশলে থাকেন, তিনিই 'ভাগবতপ্রধান'।'

"ন কামকর্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ।
বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ।।"

অর্থাৎ 'যিনি কৃষ্ণে অবস্থিত হইয়া শান্ত হন এবং কামকর্মবীজ যাঁহার চিত্তে উদ্ভূত হয় না, তিনিই 'ভাগবতোত্তম'। "ন যস্য জন্মকর্মাভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ। সজ্জতেঽস্মিন্নহম্ভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ।।"

অর্থাৎ 'যে পুরুষের এই জড়দেহে জন্ম, কর্ম, বর্ণাশ্রম বা জাতিদ্বারা 'অহং'-ভাব উৎপন্ন না হয়, তিনিই 'হরির প্রিয়পাত্র'।'

গঙ্গাদাস-কর্তৃক প্রভুর বংশ ও ব্যক্তিগত পাণ্ডিত্যের প্রশংসা—

গুরু বলে,—''বাপ বিশ্বম্ভর! শুন বাক্য।
ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন নহে অল্প ভাগ্য।।২৭২।।

মাতামহ যাঁর—চক্রবর্ত্তী-নীলাম্বর।
বাপ যাঁর–জগন্নাথ-মিশ্রপুরন্দর।।২৭৩।।

উভয়-কুলেতে মূর্খ নাহিক তোমার।
তুমিও পরম-যোগ্য ব্যাখ্যানে টীকার।।২৭৪।।

''ন যস্য স্বঃ পর ইতি বিত্তেষাত্মনি বা ভিদা। সর্বভূতসমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ।।''

অর্থাৎ যাঁহার বিত্তে ও দেহে 'স্ব' ও 'পর'----এরূপ ভেদ নাই, যিনি সর্বভূতে সম ও শান্ত, তিনিই ভাগবতোত্তম।'

''ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠস্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ। ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাৎ লবনিমিষার্ধমপি যঃ স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ।।''

অর্থাৎ 'হরিগতচিত্ত ব্রহ্মাদি দেবগণও যে-কৃষ্ণের অন্বেষণ করেন, যিনি ত্রিভুবন-প্রাপ্তির লোভেও সেই কৃষ্ণের পদারবিন্দ হইতে লব অর্থাৎ নিমিষার্ধও বিচলিত না হইয়া অকুণ্ঠস্মৃতি থাকেন, তিনিই 'বৈষ্ণবাগ্রগণ্য'।'

''ভগবত উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রিশাখা-নখমণিচন্দ্রিকয়া নিরস্ততাপে। হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ স প্রভবতি চন্দ্র ইবোদিতেঽর্কতাপঃ।।''

অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণের উরুবিক্রম পাদপদ্মের নখমণিচন্দ্রিকাদ্বারা যাঁহার হৃদয়ের তাপ দূর হইয়াছে, তাঁহার আর দুঃখ কি? সূর্যতাপতপ্ত ব্যক্তি দিবাবসানে চন্দ্রকিরণ পাইলে তাঁহার কি আর তাপক্লেশ থাকে?'২৪৮।।

সিদ্ধ বর্ণ-সমাম্নায়----কলাপ বা কাতন্ত্র-ব্যাকরণের প্রথম সূত্র----''সিদ্ধো বর্ণসমাম্নায়ঃ'' অর্থাৎ স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের পাঠক্রম----চির-প্রসিদ্ধ! প্রভুর ছাত্রগণ কলাপ-ব্যাকরণের প্রথম সূত্র উচ্চারণপূর্বক বলিতে লাগিলেন যে, বর্ণপাঠ-রীতি ত' সুপ্রসিদ্ধ? তদুত্তরে প্রভু বলিলেন যে, সকল বর্ণ নিত্য-শুদ্ধ পূর্ণ-মুক্ত-চিন্ময়ী পরমুখ্যা বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিতে নারায়ণকেই প্রতিপাদন করেন। আরোহ-পন্থী বা অধিরোহবাদী বর্ণের অজ্ঞরূঢ়ি-বৃত্তির সাহায্যে শব্দশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, কিন্তু প্রভু অবতার-বিচার অবলম্বন করিয়া প্রত্যেক-বর্ণকেই ভগবদ্‌বাচক বলিয়া জানাইলেন। প্রত্যেক বর্ণকে অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তির সাহায্যে মাপিতে গেলে বদ্ধজীব নারায়ণের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের উদ্দেশ লাভ করে, কিন্তু বর্ণের বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি, প্রত্যেক বর্ণই যে সাক্ষাৎ মূর্তবিগ্রহ নারায়ণ----ইহাই প্রতিপাদন করে। অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তি আধ্যক্ষিক-জ্ঞানীকে প্রজল্পী করিয়া তুলে, আর সাক্ষাৎ স্বপ্রকাশ বাচ্যবস্তু শ্রীনারায়ণ বর্ণদ্বারা আপনাকে প্রকটিত করিয়া জীবকে হরিকীর্তনকারী করা'ন।।২৫২।।

ছাত্রগণের বর্ণসিদ্ধির কারণ জিজ্ঞাসার উত্তরে প্রভু বলিলেন যে, বাচ্য-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের নিরীক্ষণ-হেতু অর্থাৎ কৃষ্ণের অভিন্ন পূর্ণ শুদ্ধ-নিত্য-মুক্ত বাচক, ব্যঞ্জক বা সূচক অথবা দ্যোতক হওয়ায় প্রত্যেক বর্ণই নিত্যসিদ্ধ।।২৫৩।।

উচিত, যথার্থ, যুক্তি বা ন্যায়-সঙ্গত।।২৫৪।।

সম্যক্ আম্নায়,---''আমনতি উপদিশতি বিষ্ণোঃ পরমং পদম্; আম্নায়তে সম্যগভ্যস্যতে মুনিভিরসৌ, আম্নায়তে উপদিশ্যতে পরধর্মোঽহনেনেতি আম্নায় 'বেদঃ''; সমাম্নায়। ভাঃ ১০।৪৭।৩৩ শ্লোকে 'সমাম্নায়'-শব্দে শ্রীধরস্বামিপাদ-কৃত টীকায়---''সমাম্নায়ো বেদঃ''।

(গীতায় ১৫।১৫ শ্লোকে অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণোক্তি----) ''সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনঞ্চ। বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্।।''

অর্থাৎ 'আমিই সর্বজীবের হৃদয়ে ঈশ্বররূপে অবস্থিত; আমা-হইতেই জীবের কর্মফলানুসারে স্মৃতিজ্ঞান ও স্মৃতিজ্ঞানেই ভ্রংশ ঘটে; আমিই সর্ববেদবেদ্য ভগবান্, সমস্ত বেদান্ত-কর্তা এবং বেদান্ত-বিৎ।'

(ভাঃ ১২।১৩।১ শ্লোকে শৌনকাদি ঋষিগণের প্রতি শ্রীসূত-গোস্বামীর উক্তি----) ''যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈর্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ। ধ্যানাবস্থিত-তদগতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ।।''

ব্রাহ্মণের সর্বোত্তম ও একমাত্র কৃত্য অধ্যয়ন-প্রশস্তি-মুখে প্রভুকে উপদেশ—

অধ্যয়ন ছাড়িলে সে যদি ভক্তি হয়।
বাপ-মাতামহ কি তোমার 'ভক্ত' নয়?২৭৫।।
ইহা জানি' ভালমতে কর' অধ্যয়ন।
অধ্যয়ন হইলে সে বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ।।২৭৬।।
ভদ্রাভদ্র মূর্খ দ্বিজ জানিবে কেমনে?
ইহা জানি' 'কৃষ্ণ' বল, কর' অধ্যয়নে।।২৭৭।।

অর্থাৎ 'ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র ও মরুদ্‌গণ দিব্যস্তবে যাঁহাকে স্তব করেন, অঙ্গ, পদক্রম ও উপনিষদের সহিত বেদসকল যাঁহার গান করিয়া থাকেন, সমাধি অবস্থায় তদ্‌গত-চিত্ত হইয়া যোগিগণ যাঁহাকে হৃদয়ে দর্শন করেন এবং সুরাসুরগণ যাঁহার অন্ত জানেন না, সেই পরম-দেব শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি।'

(ভাঃ ১১।২১।৪২-৪৩ শ্লোকে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি----) "কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ। ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন। মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে ত্বহম্। এতাবান্ সর্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্। মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি।।"

অর্থাৎ 'কর্মকাণ্ডে বিধিবাক্যসমূহদ্বারা শ্রুতি কাহাকে বিধান করেন, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যসমূহদ্বারা শ্রুতি কাহাকে প্রকাশ করেন এবং পরিণামে নিষেধ করিবার উদ্দেশে কোন্ বিষয়েরই বা প্রস্তাব করেন?----ইত্যাদি বেদবাণীর তাৎপর্য আমি-ব্যতীত আর অন্য কেহই জানে না। এ বিষয়ে অত্যন্ত নিগূঢ় হইলেও এক্ষণে তোমার প্রতি কৃপা করিয়া বলিতেছি যে, সেই বেদবাণী কর্মকাণ্ডে যজ্ঞরূপে আমাকেই বিধান করে, দেবতাকাণ্ডে তত্তদ্দেবতা-রূপে আমাকেই প্রকাশ করে, আর আকাশাদি প্রপঞ্চের উল্লেখপূর্বক পুনরায় যে উহা নিরাকরণ করেন, তাহাও আমি ব্যতীত পৃথক্-সত্তার নহে,----ইহাই সকল-বেদের তাৎপর্য; অর্থাৎ শব্দশাস্ত্র বেদ পরমার্থভূত বাস্তব-বস্তু আমাকেই আশ্রয়পূর্বক জড়ভেদকে মায়ামাত্ররূপে প্রস্তাব করিয়া পরিশেষে উহার নিষেধানন্তর চিন্মাত্র-ব্রহ্মজ্ঞানকেও অতিক্রমপূর্বক চিদ্‌বিলাস-বৈকুণ্ঠবৈচিত্র্য-বর্ণনে পর্যবসিত হইয়াই প্রসন্ন হন।'

(হরিবংশে----) "বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা। আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে।।"

অর্থাৎ বেদে, রামায়ণে, মহাভারতে, পুরাণের আদিতে, মধ্যে এবং অন্তে----সর্বত্র একমাত্র শ্রীহরিই কীর্তিত হন।।২৫৫।।

ছাত্রগণ প্রভুকে বলিলেন,----"আপনি এখন কিরূপ অদ্ভুত ব্যাখ্যা করিলেন? প্রভু তদুত্তরে বলিলেন,----শাস্ত্রের যেরূপ সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি, তদ্রূপই আমি ব্যাখ্যা করিয়াছি।'২৫৭।।

পুঁথি চাই বা চিন্তি,----গ্রন্থ অনুশীলন করি।।২৫৯।।

সমীহিত,----(সম্-ঈহিত,), সম্পূর্ণ অভীষ্ট, অভিপ্রেত, অভিলষিত, তাৎপর্য।।২৬২।।

পরম্যৌগিক-বৃত্তির সাহায্যে প্রত্যেক-শব্দের ধাতু অর্থাৎ ক্রিয়াবাচক প্রকৃতি ও তত্তৎ-শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়-সাধকসূত্র সংযোগ করিয়া তাহার কৃষ্ণতাৎপর্যপর ব্যাখ্যা করেন।।২৬৫।।

আমার উপদেশানুসারে পূর্বোক্ত কথাগুলি বিচারপূর্বক তুমি ভগবদ্‌ভক্তির বিচার রাখিয়া দিয়া এখন শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে মনোনিবেশ কর। শাস্ত্রপাঠ-ফলেই তুমি বা তোমার ছাত্রগণ প্রকৃত বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-শব্দবাচ্য হইবে। সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিলেই অর্থাৎ স্বাধ্যায়-দ্বারাই বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ হওয়া যায়। আচার্যের নিকট হইতে সংস্কার লাভ না করিয়া স্বাধ্যায়ে উদাসীন হইলে বিষ্ণুভক্তি-নিরূপণে বিশৃঙ্খলতা আসিতে পারে।

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ পঃ ৬৫----) "শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁর। 'উত্তম-অধিকারী' সেই তারয় সংসার।।"

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২য় লঃ----) "শাস্ত্রযুক্তৌ চ নিপুণঃ সর্বথা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ। প্রৌঢ়শ্রদ্ধোঽধিকারী যঃ স ভক্তাবুত্তমো মতঃ।।"২৭৬।।

ভদ্রাভদ্র,---ভদ্র (শ্রেয়ঃ) ও অভদ্র (প্রেয়ঃ), ভালমন্দ, হিতাহিত, শুভাশুভ, উচিতানুচিত।

শাস্ত্রাধ্যয়ন-বর্জিত মূর্খ ব্যক্তি ব্রাহ্মণব্রুব হইলেও ভালমন্দ বিচার করিবার যোগ্য বা উপযুক্ত নহে। সুতরাং তোমার আদেশ শাস্ত্রাধ্যয়নে অমনোযোগী হইয়া 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিলেও উচিতানুচিত বুঝিতে পারিবে না।।২৭৭।।

ভালমতে গিয়া শাস্ত্র বসিয়া পড়াও।
ব্যতিরিক্ত অর্থ কর',—মোর মাথা খাও।।''২৭৮।।

পরবিদ্যাপতি প্রভুর নির্ভীক অহঙ্কারোক্তি ও আত্মসমর্থন—

প্রভু বলে,—''তোমার দুই-চরণ-প্রসাদে।
নবদ্বীপে কেহ মোরে না পারে বিবাদে।।২৭৯।।
আমি যে বাখানি সূত্র করিয়া খণ্ডন।
নবদ্বীপে তাহা স্থাপিবেক কোন্ জন?২৮০।।
নগরে বসিয়া এই পড়াইমু গিয়া।
দেখি,—কার শক্তি আছে, দুষুক আসিয়া?''২৮১।।

তচ্ছ্রবণে গঙ্গাদাসের হর্ষ, প্রভুর বিদায়গ্রহণ—

হরিষ হইলা গুরু শুনিয়া বচন।
চলিলা গুরুর করি' চরণ বন্দন।।২৮২।।

গ্রন্থকার কর্তৃক গঙ্গাদাস পণ্ডিতের মহা-সৌভাগ্য-প্রশংসা—

গঙ্গাদাসপণ্ডিত-চরণে নমস্কার।
বেদপতি সরস্বতীপতি–শিষ্য যাঁর।।২৮৩।।
আর কিবা গঙ্গাদাসপণ্ডিতের সাধ্য?
যাঁর শিষ্য—চতুর্দশভুবন-আরাধ্য।।২৮৪।।

ছাত্রবেষ্টিত প্রভুর উপমা—

চলিলা পড়ুয়া-সঙ্গে প্রভু বিশ্বম্ভর।
তারকা বেষ্টিত যেন পূর্ণ-শশধর।।২৮৫।।

গঙ্গাতটে জনৈক পৌরজন-গৃহে বসিয়া প্রভুর স্বকৃত ব্যাখ্যায় গর্বোক্তি ও আত্মশ্লাঘা—

বসিলা আসিয়া নগরিয়ার দুয়ারে।
যাঁহার চরণ—লক্ষ্মীহৃদয়-উপরে।।২৮৬।।
যোগপট্ট-ছান্দে বস্ত্র করিয়া বন্ধন।
সূত্রের করয়ে প্রভু খণ্ডন স্থাপন।।২৮৭।।

প্রভু বলে,—''সন্ধিকার্য-জ্ঞান নাহি যার।
কলিযুগে 'ভট্টাচার্য'-পদবী তাহার।।২৮৮।।
শব্দ-জ্ঞান নাহি যা'র, সে তর্ক বাখানে।
আমারে ত' প্রবোধিতে নারে কোন জনে।।২৮৯।।
যে আমি খণ্ডন করি, যে করি স্থাপন।
দেখি,—তাহা অন্যথা করুক কোন্ জন?''২৯০।।

প্রভু-কৃত ব্যাখ্যা-খণ্ডনে সকল পণ্ডিতেরই অসামর্থ্য—

এইমত বলে বিশ্বম্ভর বিশ্বনাথ।
প্রত্যুত্তর কহিবেক, হেন শক্তি কা'ত?১৯১।।
গঙ্গা দেখিবারে যত অধ্যাপক যায়।
শুনিয়া, সবার অহঙ্কার চূর্ণ হয়।।২৯২।।
কার্ শক্তি আছে বিশ্বম্ভরের সমীপে।
সিদ্ধান্ত দিবেক,—হেন আছে নবদ্বীপে? ২৯৩।।

রাত্রিতে বহুক্ষণ যাবৎ প্রভুর নিজানুরূপ-ব্যাখ্যা—

এইমত আবেশে বাখানে' বিশ্বম্ভর।
চারি-দণ্ড রাত্রি, তবু নাহি অবসর।।২৯৪।।

মহাভাগ্যবান্ ভাগবত-পাঠক রত্নগর্ভ-আচার্য ও তৎপুত্রগণের পরিচয়—

দৈবে আর এক নগরিয়ার দুয়ারে।
এক মহাভাগ্যবান্ আছে বিপ্রবরে।।২৯৫।।
'রত্নগর্ভ-আচার্য্য' বিখ্যাত তাঁর নাম।
প্রভুর পিতার সঙ্গী, জন্ম—এক গ্রাম।।২৯৬।।
তিন পুত্র তাঁর কৃষ্ণপদ-মকরন্দ।
কৃষ্ণানন্দ, জীব, যদুনাথ-কবিচন্দ্র।।২৯৭।।

রত্নগর্ভের ভাগবত-শ্লোক-পঠন—

ভাগবত পরম আদরে দ্বিজবর।
ভাগবত-শ্লোক পড়ে করিয়া আদর।।২৯৮।।

ব্যতিরিক্ত,—বিপরীত, বিরুদ্ধ, স্বতন্ত্র, পৃথক্, ভিন্ন।

'মাথা খাও'—(বঙ্গদেশে) শপথার্পণ-বিশেষ, সর্বনাশের কারণ হইবে।২৭৮।।

আদি ১০ম অঃ ১৬—১৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।।২৭৯-২৮১।।

বেদপতি সরস্বতী-পতি,—ভাঃ ১১।২১।২৬-৪৩ শ্লোকে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি দ্রষ্টব্য।।২৮৩।।

আর কিবা সাধ্য?—কোন্ শ্রেষ্ঠতর অভীষ্ট প্রাপ্যবস্তু আছে? ২৮৪।।

যাজ্ঞিকবিপ্র-পত্নীগণের কৃষ্ণরূপ-দর্শন—

তথাহি (ভাঃ ১০।২৩।২২)—

"শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হ-
ধাতুপ্রবালনটবেষমনুব্রতাংসে।
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং
কর্ণোৎপলালক কপোলমুখাব্জহাসম্।।"২৯৯।।

তচ্ছ্রবণে প্রভুর প্রেম-মূর্চ্ছা—

ভক্তিযোগে শ্লোক পড়ে পরম-সন্তোষে।
প্রভুর কর্ণেতে আসি' করিল প্রবেশে।।৩০০।।
ভক্তির প্রভাব মাত্র শুনিলা থাকিয়া।
সেইক্ষণে পড়িলেন মূর্চ্ছিত হইয়া।।৩০১।।

ছাত্রগণের বিস্ময়—

সকল পড়ুয়াবর্গ বিস্মিত হইলা।
ক্ষণেকে-অন্তরে প্রভু বাহ্য-প্রকাশিলা।।৩০২।।

বাহ্যজ্ঞান-লাভান্তে প্রভুর কৃষ্ণনাম-তৃষ্ণা ও শ্লোক-পাঠার্থ পুনঃ পুনঃ অনুরোধ—

বাহ্য পাই 'বল বল' বলে বিশ্বম্ভর।
গড়াগড়ি যায় প্রভু ধরণী-উপর।।৩০৩।।
প্রভু বলে,—"বল বল", বলে বিপ্রবর।
উঠিল সমুদ্র কৃষ্ণ-সুখ মনোহর।।৩০৪।।

প্রভুর অশ্রু-কম্প-পুলক-দর্শনে বিপ্রের শ্লোক পাঠ—

লোচনের জলে হৈল পৃথিবী সিঞ্চিত।
অশ্রু-কম্প-পুলক-সকল সুবিদিত।।৩০৫।।
দেখে বিপ্রবর, তাঁ'র পরম-আনন্দ।
পড়ে ভক্তি-শ্লোক ভক্তি-সনে করি' রঙ্গ।।৩০৬।।

প্রভুর আলিঙ্গন-ফলে বিপ্রের ক্রন্দন ও প্রেমবন্ধন—

দেখিয়া তাহান ভক্তিযোগের পঠন।
তুষ্ট হই' প্রভু তানে দিলা আলিঙ্গন।।৩০৭।।
পাইয়া বৈকুণ্ঠনায়কের আলিঙ্গন।
প্রেমে পূর্ণ রত্নগর্ভ হইলা তখন।।৩০৮।।
প্রভুর চরণ ধরি' রত্নগর্ভ কান্দে।
বন্দী হৈলা দ্বিজ চৈতন্যের প্রেম-ফান্দে।।৩০৯।।

বিপ্রের শ্লোকপঠন ও প্রভুর তন্নিমিত্ত পুনঃ অনুরোধ—

পুনঃ পুনঃ পড়ে শ্লোক প্রেমযুক্ত হৈয়া।
"বল বল" বলে প্রভু হুঙ্কার করিয়া।।৩১০।।

নাগরিকগণের বিস্ময় ও প্রণাম—

দেখিয়া সবার হৈল অপরূপ-জ্ঞান।
নগরিয়া সব দেখি' করে পরণাম।।৩১১।।

শ্লোকপঠনে প্রভু-মর্ম্মজ্ঞ গদাধরের নিষেধাজ্ঞা—

"না পড়িহ আর" বলিলেন গদাধর।
সবে বসিলেন বেড়ি' প্রভু-বিশ্বম্ভর।।৩১২।।

প্রভুর বাহ্যজ্ঞান-লাভ ও স্ব-কৃতানুষ্ঠান-জিজ্ঞাসা—

ক্ষণেকে হইলা বাহ্যদৃষ্টি গৌর-রায়।
"কি বল, কি বল"—প্রভু জিজ্ঞাসে সদায়।।৩১৩।।
প্রভু বলে,—"কি চাঞ্চল্য করিলাঙ আমি?"
পড়ুয়া-সকল বলে,—"কৃতকৃত্য তুমি।।৩১৪।।

যোগপট্ট-ছান্দে,—আদি ১০ম অঃ ১২শ সংখ্যার তথ্য দ্রষ্টব্য।।২৮৭

আদি ১০ম অঃ ৪২—৪৫ এবং ১২শ অঃ ২৭১—২৭৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।।২৯০।।

কৃষ্ণানন্দ,—গঙ্গাদাসপণ্ডিতের জনৈক প্রধান ছাত্রবিশেষ (আদি ৮ম অঃ ৩০ সংখ্যা), এবং জগাই-মাধাইর উদ্ধারান্তে স্বগণসহ প্রভুর গঙ্গায় জলক্রীড়া-কালে যোগদান (মধ্য ১৩শ অঃ ৩৩৮), এবং 'নিত্যানন্দগণ'—চৈঃ চঃ আদি ১১শ পঃ ৫০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

জীব (পণ্ডিত),—(অন্ত্য ৫ম অঃ) "মহাভাগ্যবান্ জীবপণ্ডিত উদার। যাঁর ঘরে নিত্যানন্দচন্দ্রের বিহার।।" (চৈঃ চঃ আদি ১১শ পঃ ৪৪ সংখ্যায়—) "শ্রীজীবপণ্ডিত নিত্যানন্দ-গুণ গায়।" ইনি কৃষ্ণলীলায় ব্রজের ইন্দিরা, গৌঃ গঃ ১৬৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

যদুনাথ-কবিচন্দ্র,—(অন্ত্য ৫ম অঃ) "যদুনাথ-কবিচন্দ্র প্রেমরসময়। নিরবধি নিত্যানন্দ যাঁহার হৃদয়।।" (চৈঃ চঃ আদি ৩৫) "মহাভাগবত যদুনাথ-কবিচন্দ্র। যাঁহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ।।"২৯৭।।

তদুত্তরে ছাত্রগণের তদ্বর্ণনা-শক্তি-জ্ঞাপন—

কি বলিতে পারি আমা'-সবার শকতি।।"
আপ্তগণে নিবারিল,—"না করিহ স্তুতি।।"৩১৫।।

ছাত্রগণ-সহ প্রভুর গঙ্গাতটে গমন ও কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ—

বাহ্য পাই' বিশ্বম্ভর আপনা' সম্বরে।
সর্ব-গণে চলিলেন গঙ্গা দেখিবারে।।৩১৬।।
গঙ্গা নমস্করি' গঙ্গাজল নিলা শিরে।
গোষ্ঠীর সহিত বসিলেন গঙ্গাতীরে।।৩১৭।।
যমুনার তীরে যেন বেড়ি' গোপগণ।
নানা-ক্রীড়া করিলেন নন্দের নন্দন।।৩১৮।।
সেইমত শচীর নন্দন গঙ্গাতীরে।
ভক্তের সহিত কৃষ্ণপ্রসঙ্গে বিহরে।।৩১৯।।

প্রভুর স্ব-গৃহে গমন ও ভোজনান্তে বিশ্রাম—

কতক্ষণে সবারে বিদায় দিয়া ঘরে।
বিশ্বম্ভর চলিলেন আপন-মন্দিরে।।৩২০।।
ভোজন করিয়া সর্ব্বভুবনের নাথ।
যোগনিদ্রা-প্রতি করিলেন দৃষ্টিপাত।।৩২১।।

প্রত্যুষে ছাত্রগণের গ্রন্থানুশীলনার্থ আগমন—

পোহাইল নিশা,—সর্ব্ব-পড়ুয়ার গণ।
আসিয়া বসিলা পুঁথি করিতে চিন্তন।।৩২২।।

গঙ্গা-স্নানান্তে প্রভুর তথায় আগমন ও প্রতিশব্দের কৃষ্ণপর ব্যাখ্যান—

ঠাকুর আইলা ঝাট করি' গঙ্গাস্নান।
বসিয়া করেন প্রভু পুস্তক ব্যাখ্যান।।৩২৩।।
প্রভুর না স্ফুরে কৃষ্ণ-ব্যতিরেকে আন।
শব্দমাত্রে কৃষ্ণভক্তি করয়ে ব্যাখ্যান।।৩২৪।।

ছাত্রগণের প্রশ্নোত্তরে প্রভুর ধাতুকে কৃষ্ণশক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা—

পড়ুয়া সকল বলে,—"ধাতু-সংজ্ঞা কার্?"
প্রভু বলে,—"শ্রীকৃষ্ণের শক্তি নাম যার।।"৩২৫।।

ক্ষুধার্ত গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট অন্ন প্রার্থনা করায় তিনি তাঁহাদিগকে নিকটবর্তী আঙ্গিরস-যজানুষ্ঠানরত যাজ্ঞিকবিপ্রগণের নিকট প্রেরণ করিলে উহারা শ্রীকৃষ্ণে মর্ত্যবুদ্ধিবশে তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিল। গোপবালকগণ নিরাশ হইয়া প্রত্যাবর্তন করায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে পুনরায় সেই বিপ্রগণের পত্নীদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। কৃষ্ণগুণশ্রবণাকৃষ্টা সেই বিপ্রপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের অন্নপ্রার্থনাশ্রবণে তন্নিমিত্ত চতুর্বিধ প্রচুর ভোজ্য সঙ্গে লইয়া সাগরগামিনী নদীর ন্যায় অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তিসহকারে পতি, ভ্রাতা ও বন্ধুগণের নিষেধ সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের সমীপে আসিয়া তাঁহাকে এইরূপ দর্শন করিলেন,----

অন্বয়। শ্যামং (শ্যামবর্ণং) হিরণ্যপরিধিং (হিরণ্যবৎ পরিধিঃ পরিধানং যস্য তং পীতাম্বরমিত্যর্থঃ) বনমাল্যবর্হধাতুপ্রবালনটবেষং (বনমাল্যৈঃ বর্হৈঃ ময়ূরপুচ্ছৈঃ ধাতুভিঃ প্রবালৈশ্চ নটবদ্‌বেষঃ যস্য তম্) অনুব্রতাংসে (অনুব্রতস্য সখ্যুঃ অংসে স্কন্ধে) বিন্যস্তহস্তং (বিন্যস্তঃ নিহিতঃ হস্তঃ যেন তম্) ইতরেণ (অপরহস্তেন) অব্জং (লীলাকমলং) ধুনানং (ভ্রাময়ন্তং) কর্ণোৎপলালক-কপোলমুখাব্জহাসং (কর্ণয়োরুৎপলে যস্য অলকাঃ কপোলয়োঃ যস্য, মুখাব্জে হাসঃ যস্য, তাদৃশং 'সাগ্রজং শ্রীকৃষ্ণং (যাজ্ঞিকবিপ্রাণাং) স্ত্রিয়ঃ দদৃশুঃ, ইতি পূর্বেণান্বয়ঃ)।।

অনুবাদ। যাজ্ঞিক বিপ্রপত্নী দেখিলেন,----কৃষ্ণের বর্ণ শ্যামল, পরিধানে হেমাভ পীতবসন; তিনি----বনমালা, শিখিপুচ্ছ, ধাতু ও প্রবালাদিদ্বারা নটবর-বেষে সজ্জিত হইয়া এক (বাম)-হস্ত প্রিয়সখার স্কন্ধে স্থাপনপূর্বক অন্য (দক্ষিণ)- হস্তে লীলা-কমল সঞ্চালন করিতেছেন। তাঁহার কর্ণদ্বয়ে পদ্মযুগল, গণ্ডদ্বয়ে অলকাবলী ও মুখপদ্মে সুমধুর হাস্য শোভা পাইতেছে।।২৯৯।।

সুবিদিত,----সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইল।।৩০৫।।

বন্দী প্রেমফান্দে----প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ।।৩০৯।।

কৃতকৃত্য,----কৃতকার্য, ধন্য ও কৃতার্থ, সিদ্ধমনোরথ, সফল-চেষ্টা; কৃতবিদ্য।।৩১৪।।

কালিন্দীতটে শ্রীনন্দনন্দন যেরূপ গোপীগণের সহিত বিহার করিয়াছিলেন, গঙ্গাতীরে শচীতনয়ও তদ্রূপ শিষ্যগণে বেষ্টিত হইয়া কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা কথা কীর্তন করিলেন। অর্বাচীন গৌরনাগরীগণ গৌরসুন্দরের কৃষ্ণপ্রসঙ্গে কালযাপনরূপ গৌরলীলার বিরুদ্ধে তাঁহাকে নাগররূপে যে কল্পনা করেন, উহার প্রতিষেধ-করণার্থ গ্রন্থকার 'কৃষ্ণপ্রসঙ্গ'-শব্দ-দ্বারা গৌরসুন্দরের কৃষ্ণকীর্তন-লীলা বর্ণন করিয়াছেন।।৩১৯।।

প্রভুর স্বকৃত ব্যাখ্যায় অহঙ্কারোক্তি—

ধাতুসূত্র বাখানি,—শুনহ ভাইগণ!
দেখি, কার শক্তি আছে, করুক খণ্ডন?৩২৬।।

প্রাণ যেরূপ দেহের, কৃষ্ণশক্তি-স্বরূপ ধাতুও তদ্রূপ শব্দের প্রাণ বা শক্তি—

যত দেখ রাজা—দিব্যদিব্য-কলেবর।
কনকভূষিত, গন্ধ-চন্দনে সুন্দর।।৩২৭।।
'যম লক্ষ্মী যাহার বচনে' লোকে কয়।
ধাতু-বিনে শুন তার যে অবস্থা হয়।।৩২৮।।
কোথা যায় সর্বাঙ্গের সৌন্দর্য চলিয়া।
কা'রে ভস্ম করে, কারে এড়েন পুঁতিয়া।।৩২৯।।

অন্বয়-ব্যতিরেক-ভাবে ধাতুই কৃষ্ণশক্তিরূপে আদর-পাত্র—

সর্বদেহে ধাতুরূপে বৈসে কৃষ্ণশক্তি।
তাহা সনে করে স্নেহ, তাহানে সে ভক্তি।।৩৩০।।

অজ্ঞরূঢ়ি-বৃত্ত্যাশ্রিত অধ্যাপকগণের মূর্খতা-বর্ণন-মুখে ছাত্রগণকে দৃষ্টান্ত দ্বারা ধাতু-শব্দের অর্থ-ব্যাখ্যান—

ভ্রম-বশে অধ্যাপক না বুঝয়ে ইহা।
'হয়' 'নয়' ভাই সব! বুঝ মন দিয়া।।৩৩১।।
এবে যাঁরে নমস্করি' করি মান্য-জ্ঞান।
ধাতু গেলে, তাঁরে পরশিলে করি স্নান।।৩৩২।।
যে-বাপের কোলে পুত্র থাকে মহা-সুখে।
ধাতু গেলে সে-ই পুত্র অগ্নি দেয় মুখে।।৩৩৩।।
ধাতু-সংজ্ঞা—কৃষ্ণশক্তি বল্লভ সবার।
দেখি,—ইহা দূষুক,—আছয়ে শক্তি কার্? ৩৩৪।।

তাদৃশী শক্তির আশ্রয় শব্দ-বিগ্রহ কৃষ্ণের ভজনার্থ সকলকে অনুরোধ—

এইমত পবিত্র পূজ্য যে কৃষ্ণের শক্তি।
হেন কৃষ্ণে' ভাইসব! কর' দৃঢ়ভক্তি।।৩৩৫।।

শ্রীকৃষ্ণ-নাম-শ্রবণ-কীর্তন-ভজন-ধ্যানোপদেশ—

বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণনাম।
অহর্নিশ শ্রীকৃষ্ণচরণ কর' ধ্যান।।৩৩৬।।

শ্রীকৃষ্ণচরণ-সেবন-মাহাত্ম্য—

যাঁহার চরণে দূর্বা-জল দিলে মাত্র।
কভু নহে যমের সে অধিকার-পাত্র।।৩৩৭।।
অঘ-বক-পূতনারে যে কৈলা মোচন।
ভজ ভজ সেই নন্দনন্দন-চরণ।।৩৩৮।।

গৌরসুন্দর পূর্ণ-শুদ্ধ-নিত্য-মুক্ত চিন্ময়ী পরম-মুখ্যা বিদ্বদ্ রূঢ়ি-বৃত্তিতে প্রত্যেক শব্দেরই কৃষ্ণভক্তিপরা ব্যাখ্যা করিতেন। কৃষ্ণ-ব্যতীত অন্য দ্বিতীয় বস্তুর অভিনিবেশক্রমে কোন শব্দার্থ তাঁহার কৃষ্ণকীর্তনরত জিহ্বায় ব্যাখ্যাত হয় নাই।।৩২৪।।

ছাত্রগণের জিজ্ঞাসার উত্তরে প্রভু বলিলেন,—বাচ্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পরা, অন্তরঙ্গা বা স্বরূপশক্তি যেমন শ্রীকৃষ্ণের ঔদার্য, মাধুর্য ও ঐশ্বর্যাত্মক চিদ্বিলাস প্রকাশ করে বলিয়া সেই শক্তি ও শক্তিমান্ পরস্পর অভিন্নরূপে সংযুক্ত তদ্রূপ যোগবৃত্তিতে প্রত্যেক বাচক-শব্দের প্রকৃতি বা ধাতুও তাহার অভ্যন্তরে অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত থাকিয়া তাহার অর্থ বা শক্তি প্রকাশ করে।।৩২৫।।

যম,—ধর্মের অধিষ্ঠাতৃ-দেব, ধর্মরাজ।

লক্ষ্মী,—ধন, শ্রী, শোভা বা সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

বচনে,—কৃপা বা অনুগ্রহ প্রকাশ করেন।

ধাতু,—প্রাণ, জীবন , চৈতন্য, কৃষ্ণের পরশক্তির অন্বংশ।।

সর্বদেহে—ভক্তি এবং 'ধাতু'-সংজ্ঞা—সবার,—আদি ৭ম অঃ ৫৪-৫৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

(ভাঃ ১১।১৪।৫০-৫৭ শ্লোকে শ্রীপরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকোক্তি—) "সর্বেষামপি ভূতানাং নৃপ স্বাত্মৈব বল্লভঃ। ইতরেঽপত্যবিত্তাদ্যাস্তদ্বল্লভতয়ৈব হি।। তদ্রাজেন্দ্র যথা স্নেহঃ স্বস্বকাত্মনি দেহিনাম্। ন তথা মমতালম্বি পুত্র বিত্তগৃহাদিষু।। দেহাত্মবাদিনাং পুংসামপি রাজন্যসত্তম। যথা দেহঃ প্রিয়তমস্তথা নহ্যনু যে চ তম্।। দেহোঽপি মমতাভাক্ চেত্তর্হ্যসৌ নাত্মবৎ প্রিয়ঃ। যজ্জীর্যত্যপি দেহেঽস্মিন্ জীবিতাশা বলীয়সী।। তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্বেষামপি দেহিনাম্। তদর্থমেব সকলং জগদেতচ্চরাচরম্।। কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্। জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া।। বস্তুতো জানতামত্র

পুত্রবুদ্ধি ছাড়ি' অজামিল সে স্মরণে।
চলিলা বৈকুণ্ঠ, ভজ সে কৃষ্ণচরণে।।৩৩৯।।
যাঁহার চরণ সেবি' শিব—দিগম্বর।
যে-চরণ সেবিবারে লক্ষ্মীর আদর।।৩৪০।।
অনন্ত যে চরণ-মহিমা-গুণ গায়।
দন্তে তৃণ করি' ভজ হেন কৃষ্ণ-পা'য় ।।৩৪১।।

অনুমৃত্যু যাবৎ সর্বাশ্রয় কৃষ্ণপাদপদ্ম-ভজনার্থ সকলকে অনুরোধ—

যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি।
তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি।।৩৪২।।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ প্রাণ ধন।
চরণে ধরিয়া বলি,—'কৃষ্ণে দেহ' মন'।।"৩৪৩।।

কৃষ্ণং স্থাস্নুচরিষ্ণু চ। ভগবদ্রূপমখিলং নাদ্যদ্বস্ত্বিহ কিঞ্চন।। সর্বেষামপি বস্তূনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ। তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্বস্তু রূপ্যতাম্।।"

অর্থাৎ 'হে রাজন্! সকল প্রাণীর আত্মাই 'পরম-প্রিয়'; অপত্য-বিত্তাদি অন্যান্য-বস্তু আত্মার প্রিয় বলিয়াই 'প্রিয়তর' হইয়া থাকে। হে রাজেন্দ্র! এই কারণেই দেহিগণের স্ব-স্ব-অহঙ্কারাস্পদ দেহে যেরূপ স্নেহ হয়, মমতালম্বন পুত্র-বিত্তগৃহাদিতে তদ্রূপ হয় না। যে-সকল পুরুষ দেহাত্মবাদী, তাহাদের দেহ যেরূপ প্রিয়, দেহ-সম্পর্কিত পুত্রাদি তদ্রূপ প্রিয় নহে। কিন্তু যদ্যপি দেহ মমতাভাজন, তথাপি তাহা আত্মবৎ প্রিয় হইতে পারে ন; যেহেতু দেহ জীর্ণ হইয়া মৃত্যু আসন্ন হইলেও জীবিতাশা বলবতী থাকে। অতএব সকলদেহীর আত্মাই প্রিয়তম, আত্মার নিমিত্তই চরাচর সকল জগৎ প্রিয় হইয়া থাকে। হে রাজন্! তুমি ঐ শ্রীকৃষ্ণকে অখিল দেহীর 'আত্মা' বলিয়া জান, তিনি জগতের হিতার্থ স্বরূপ-শক্তি চিন্ময়ী মায়া-দ্বারা এখানে দেহীর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন। বস্তুতঃ যে-সকল পুরুষ সর্ব-জগতের কারণরূপে শ্রীকৃষ্ণকে জানেন তাঁহাদের সমক্ষে স্থাবর-জঙ্গম সমুদয় জগৎ ভগবদ্রূপে প্রকাশ পায়; তাঁহারা নিশ্চয় জানেন যে, তদ্ব্যতীত অন্যকোন বস্তুই নাই। হে রাজন্! যাবতীয় বস্তুর পরম অর্থ তাহাদের কারণেই অবস্থিত; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত কারণেরও কারণ। অতএব শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তু কি, তাহা নিরূপণ কর।।"৩৩০-৩৩৪।।

কৃষ্ণেতর অন্য সমস্ত সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ প্রজল্প ও রসাভাসাদি পরিত্যাগপূর্বক সর্বক্ষণ নিষ্কপট সেবোন্মুখ-জিহ্বায় কৃষ্ণনাম উচ্চারণ কর। বাহ্যজগতের বস্তুসমূহকে ভোক্তৃ-অভিমানে ভোগ্যজ্ঞানে ভোগ করিবার পরিবর্তে আপনাকে কৃষ্ণের নিত্য সেবোপকরণ জানিয়া সর্বক্ষণ কৃষ্ণের শুদ্ধ-নাম-কীর্তনানুকূল সেবানুষ্ঠানাদি-সম্পাদনে নিযুক্ত থাক। নিষ্কপটে সেবোন্মুখ কর্ণ-দ্বারা ভোগপর অনিত্য অচিৎ শব্দ-কোলাহল-শ্রবণের মূলে যে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছা, তাহা পরিহার করিয়া কৃষ্ণাভিন্ন শব্দব্রহ্ম কৃষ্ণনাম-কথা শ্রবণ কর। ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে অনিত্য সুখলাভের আশা বিসর্জন করিয়া নিরন্তর সেবোন্মুখ শুদ্ধচিত্তে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম স্মরণ কর।

শ্রীহরির শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ-কর্তব্যতা,----(ভাঃ ১।২।১৪ শ্লোকে শৌনকাদির প্রতি শ্রীসূতোক্তি----) "তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ। শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যশঃ।।"

অর্থাৎ 'অতএব ভক্তিপ্রধান ধর্মই অনুষ্ঠেয় হওয়ায় একাগ্রমনে ভক্তবৎসল বাসুদেবেরই শ্রবণ, কীর্তন, মনন এবং অর্চন কর্তব্য।'

(ভাঃ ২।১।৫ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকোক্তি----)
"তস্মাদ্ভারত সর্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যশ্চেচ্ছেতাভয়ম।"

অর্থাৎ 'অতএব হে ভরতবংশাবতংস! যে ব্যক্তি অভয়পদ মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা করে, তাহার পক্ষে সর্বাত্মা ভগবান পরমেশ্বর শ্রীহরিরই শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ অবশ্য কর্তব্য।'

(ভাঃ ২।২।৩৬ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকোক্তি----)
"তস্মাৎ সর্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্বত্র সর্বদা।
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্।।"

অর্থাৎ 'অতএব হে রাজন্! সর্বাত্ম-দ্বারা সর্বত্র সর্বদা ভগবান্ শ্রীহরিরই শ্রবণ, কীর্তন এবং স্মরণ কর্তব্য।।'৩৩৬।।

প্রভুর অফুরন্তভাবে নিজাভিন্ন কৃষ্ণমহিমা-কীর্তন—

দাস্যভাবে কহে প্রভু আপন-মহিমা।
হইল প্রহর দুই, তবু নাহি সীমা।।৩৪৪।।

তচ্ছ্রবণে ছাত্রগণের বিস্ময় ও মোহ—

মোহিত পড়ুয়া-সব শুনে একমনে।
দ্বিরুক্তি করিতে কারো না আইসে বদনে।।৩৪৫।।

(ভাঃ ৬।১।১৯ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকোক্তি——)

"সকৃন্মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্নিবেশিতং তদ্‌গুণরাগি যৈরিহ।
ন তে যমং পাশভৃতশ্চ তদ্ভটান্ স্বপ্নেঽপি পশ্যন্তি হি চীর্ণনিষ্কৃতাঃ।।"

অর্থাৎ 'যে-সকল ব্যক্তি কৃষ্ণপাদপদ্মে তদ্‌-গুণানুরক্ত চিত্ত একবারমাত্র নিবেশ করেন, তাঁহাদের তৎক্ষণাৎ পূর্বপাপরাশির প্রায়শ্চিত্ত কৃত হওয়ায়, যম ও পাশধারী যমদূতগণ স্বপ্নেও তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হয় না।'

(নৃসিংহপুরাণে——) "অহমমরগণার্চিতেন ধাত্রা যম ইতি লোকহিতাহিতে নিযুক্তঃ। হরিগুরুবিমুখান্ প্রশাস্মি মর্ত্যান্ হরিচরণপ্রণতান্ নমস্করোমি।।" (স্কন্দপুরাণে——) "ন ব্রহ্মা ন শিবাগ্নীন্দ্রা নাহং নান্যে দিবৌকসঃ। শক্তাস্তু নিগ্রহং কর্তুং বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।।"৩৩৭।।

অঘাসুরের মোচন,——(ভাঃ ১০।১২।৩৮-৩৯ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকোক্তি——)"নৈতদ্বিচিত্রং মনুজার্ভমায়িনঃ পরাবরাণাং পরমস্য বেধসঃ। অঘোঽপি যৎস্পর্শনধৌতপাতকঃ প্রাপাত্মসাম্যন্ত্বসতাং সুদুর্লভম্।। সকৃদ্‌যদঙ্গপ্রতিমান্তরাহিতা মনোময়ী ভাগবতীং দদৌ গতিম্। স এব নিত্যাত্মসুখানুভূত্যভিব্যুদস্তমায়োঽন্তর্গতো হি কিং পুনঃ।।"

অর্থাৎ 'হে রাজন্! অঘাসুরও যে শ্রীকৃষ্ণস্পর্শমাত্রেই বিধূতপাপ হইয়া অসজ্জনের সুদুর্লভ সারূপ্য-মোক্ষ লাভ করিল, ইহা স্বরূপশক্তিদ্বারা নর-বালকরূপি-লীলাময়, মায়াধীশ মহেশ্বর, সকলের পরমবিধাতা পরাবর ভগবান্ শ্রীহরির পক্ষে আশ্চর্য নহে। যাঁহার শ্রীমূর্তির কেবল মনোময়ী প্রতিমা একবার-মাত্র অন্তরে গাঢ়ভাবে আহিত হইয়াই প্রহ্লাদাদি-ভক্তগণকে ভাগবতী গতি প্রদান করিয়াছিল, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ স্বয়ং অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া যে অঘাসুরকেও ভাগবতী গতি দিবেন, তাহাতে কি আবার বিস্ময় আছে? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় অন্তরঙ্গ নিত্য আত্মসুখানুভব দ্বারা বহিরঙ্গা মায়া সর্বদাই ব্যুদস্তা অর্থাৎ পশ্চাদ্দেশে ছায়ারূপে বিলজ্জিতভাবে পরাভূতা হইয়া অবস্থিতা।'

বকী পূতনার মোচন,——(ভাঃ ১০।৬।৩৫ ও ৩৮ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকোক্তি——)

"পুতনা লোকবালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা।
জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপ সদগতিম্।।"

অর্থাৎ 'হে রাজন্! বকী পূতনা সকল লোকেরই শিশুঘাতিনী এবং রুধিরাশনা রাক্ষসী ছিল, কিন্তু সে হত্যা করিবার বাসনা করিয়াও ভগবান্ শ্রীহরিকে স্তন দান করিয়া সদগতি প্রাপ্ত হইল।'

"যাতুধান্যপি সা স্বর্গমবাপ জননীগতিম্।
কৃষ্ণভুক্তস্তনক্ষীরাঃ কিমু গাবো নু মাতরঃ।।"

অর্থাৎ 'ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার স্তন পান করিলেন, সেই রাক্ষসীও যখন জননীর গতি বৈকুণ্ঠ লাভ করিল, তখন তিনি যে সকল গো ও গোপীর স্তনদুগ্ধ পান করিয়াছেন, তাঁহারা যে মাতৃসদৃশী সদগতি লাভ করিবেন, তাহাতে আর কথা কি?

'অঘ-বক-পূতনারে যে কৈলা মোচন',——অর্থাৎ যিনি 'হতারি-গতিদায়ক'; যথা, ভঃ রঃ সিঃ——দঃ বিঃ ১ম লঃ—— "পরাভবং ফেনিলবক্ত্রতাঞ্চ বন্ধঞ্চ ভীতিঞ্চ মৃতিঞ্চ কৃত্বা। পবর্গদাতাপি শিখণ্ডমৌলে ত্বং শাত্রবাণামপবর্গদোঽসি।।"

অর্থাৎ 'হে শিখিপুচ্ছচূড় কৃষ্ণ! তুমি তোমার শত্রুবর্গকে পরাজয়, ফেনযুক্ত আনন, বন্ধন, ভয় ও মৃত্যু——এই প-বর্গ (পঞ্চবর্গ পূর্ব দণ্ড) প্রদান করিলেও পরিণামে কিন্তু তাহাদিগকে অপবর্গই (মুক্তিই) প্রদান করিয়াছে।'

কৃষ্ণকর্তৃক বক ও অঘ-বধ——ভাঃ ১০ম স্কঃ ১১শ অঃ ৪৭-৫৩ এবং ১২শ অঃ ১৩-৩৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।।৩৩৮।।

পাপাচারপরায়ণ অজামিল প্রথমঃ পুত্রনাম-সঙ্কেতে 'নারায়ণ'-শব্দ উচ্চারণ করিয়াও যখনই ভোগ্যপুত্রের চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া শব্দোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে শব্দাভিন্ন শব্দী শ্রীনারায়ণের স্মরণ করিয়াছিলেন, তৎকালে কৃষ্ণস্মৃতি-হেতু নামাভাস-প্রভাবে তাঁহার

ঐ ছাত্রগণ নিশ্চয়ই কৃষ্ণের নিজজন পার্ষদ—

সে-সব কৃষ্ণের দাস,—জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণ যাঁরে পড়ায়েন, সে কি অন্য হয়? ৩৪৬।।

প্রভুর বাহ্যজ্ঞান-লাভ ও লজ্জা-বোধ—

কতক্ষণে বাহ্য প্রকাশিলা বিশ্বম্ভর।
চাহিয়া সবার মুখ—লজ্জিত-অন্তর।।৩৪৭।।

প্রভুর জিজ্ঞাসার উত্তরে ছাত্রগণের প্রভু কৃত ব্যাখ্যার সত্যত্ব-জ্ঞাপন—

প্রভু বলে,—"ধাতু-সূত্র বাখানিলুঁ কেন?"
পড়ুয়া-সকল বলে,—"সত্য অর্থ যেন।।৩৪৮।।

যে-শব্দে যে অর্থ তুমি করিলা বাখান।
কার্ বাপে তাহা করিবারে পারে আন?৩৪৯।।

যতেক বাখান' তুমি,—সব সত্য হয়।
সবে যে উদ্দেশে পড়ি,—তার অর্থ নয়।।"৩৫০।।

আপনাকে বায়ুগ্রস্ত বলিয়া প্রভুর বঞ্চনা-চেষ্টা—

প্রভু বলে,—"কহ দেখি আমারে সকল?
বায়ু বা আমারে করিয়াছে যে বিহ্বল।।৩৫১।।

প্রভুর জিজ্ঞাসার উত্তরে ছাত্রগণের প্রভু-কৃত অলৌকিক কৃষ্ণপর-ব্যাখ্যা, তদীয় অলৌকিক-জ্ঞান ও অপূর্ব-রূপ-বর্ণন—

সূত্ররূপে কোন্ বৃত্তি করিয়ে বাখান?"
শিষ্যবর্গ বলে,—"সবে এক হরিনাম।।৩৫২।।

সূত্র-বৃত্তি-টীকায় বাখান' কৃষ্ণ মাত্র।
বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কেবা আছে পাত্র?৩৫৩।।

মুক্তিলাভ ঘটায়, তিনি মায়াতীত অপ্রাকৃত অতীন্দ্রিয় বৈকুণ্ঠ-রাজ্যে গমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মই সর্বক্ষণ সেবা কর।

অজামিলোপাখ্যান----ভাঃ ৬ষ্ঠ স্কঃ ১ম অঃ ২১-৬৮, ২য় অঃ ও ৩য় অঃ সম্পূর্ণ দ্রষ্টব্য।।৩৩৯।।

(ব্রহ্মবৈবর্তে----) "যৎপাদোদকমাধায় শিবঃ শিরসি নৃত্যতি। যন্নাভি-নলিনাদাসীদ্ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।। যদিচ্ছাশক্তি-বিক্ষোভাদ্ব্রহ্মাণ্ডোদ্ভবসংক্ষয়ৌ। তমারাধয় গোবিন্দং স্থানমগ্র্যং যদীচ্ছতি।।"

অর্থাৎ, 'যাঁহার পাদোদক মস্তকে ধারণ করিয়া পঞ্চশিখ শিব নৃত্য করিয়া থাকেন, যাঁহার নাভিকমল হইতে লোকপিতামহ কমলযোনির উৎপত্তি, যাঁহার ইচ্ছাশক্তি-বিক্ষোভে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও লয় ঘটিয়া থাকে, যদি উৎকৃষ্ট স্থান ঈপ্সিত হয়, তবে সেই শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দ আরাধনা কর।।'৩৪০।।

(ভাঃ ১১।৯।২৯ শ্লোকে যদুরাজের প্রতি অবধূত ব্রাহ্মণের উক্তি----) 'লব্ধা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ। তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যুযাবন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ।।"

অর্থাৎ 'অনেক জন্মের পর এই অত্যন্ত দুর্লভ পরমার্থপ্রদ কিন্তু অনিত্য মানব-জন্ম লাভ করিয়া ধীরব্যক্তি যে-পর্যন্ত মৃত্যু পুনরায় নিকটস্থ না হয়, তৎকালমধ্যে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া চরম-কল্যাণ-লাভের জন্য চেষ্টা করিবেন।।'৩৪২।।

(চৈতন্যচন্দ্রামৃতে ৯০ শ্লোকে----) "দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি। হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাদ্গৌরাঙ্গচন্দ্র-চরণে কুরুতানুরাগম্।।"

অর্থাৎ, হে সজ্জনবৃন্দ! আমি দন্তে তৃণ-ধারণপূর্বক পদযুগলে নিপতিত হইয়া দৈন্যের সহিত প্রার্থনা করি যে, আপনারা সর্বধর্ম দূরে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে অনুরক্ত হউন।'

(ভাঃ ৭।১।৩১ শ্লোকে যুধিষ্ঠিরের প্রতি দেবর্ষি-নারদের উক্তি----) "তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ।" অর্থাৎ 'অতএব যে-কোন উপায়েই হউক, কৃষ্ণে মনোনিবেশ কর্তব্য।।'৩৪৩।।

সীমা,----অন্ত, শেষ, ক্ষান্তি, সমাপ্তি।।৩৪৪।।

পরবর্তী ৩৯৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।।৩৪৬।।

কেন,----কেমন, কিরূপ। যেন,----যেমন, যেরূপ।।৩৪৮।।

আন,----অন্যথা, বিরুদ্ধ, বিপরীত।।৩৪৯।।

ভক্তির শ্রবণে যে তোমার আসি' হয়ে।
তাহাতে তোমারে কভু নর-জ্ঞান নহে।।''৩৫৪।।
প্রভু বলে,—''কোন্‌রূপ দেখহ আমারে?''
পড়ুয়া সকলে বলে,—'' যত চমৎকারে।।৩৫৫।।
যে কম্প, যে অশ্রু, যে বা পুলক তোমার।
আমরা ত' কোথা কভু নাহি দেখি আর।।৩৫৬।।

প্রভুর নিকট, পূর্বদিবসে রত্নগর্ভ-আচার্যের শ্লোক-পাঠ-শ্রবণে প্রভুর প্রেমবিকার-দশা-বর্ণন—

কালি তুমি পুঁথি যবে চিন্তাহ নগরে।
তখন পড়িল শ্লোক এক বিপ্রবরে।।৩৫৭।।
ভাগবত -শ্লোক শুনি' হইলা মূর্ছিত।
সর্ব-অঙ্গে নাহি প্রাণ, আমরা বিস্মিত।।৩৫৮।।
চৈতন্য পাইয়া পুনঃ যে কৈলা ক্রন্দন।
গঙ্গা যেন আসিয়া হইল মিলন।।৩৫৯।।
শেষে যে বা কম্প আসি' হইল তোমার।
শত জন সমর্থ না হয় ধরিবার।।৩৬০।।
আপাদমস্তক হৈল পুলকে উন্নতি।
লালা-ঘর্ম-ধূলায় ব্যাপিত গৌরমূর্ত্তি।।৩৬১।।

প্রভুর প্রেমবিকার-দর্শনে নানা-জনের নানা-মত-বর্ণন—

অপূর্ব ভাবয়ে সব,—দেখে যত জন।
সবেই বলেন,–'এ পুরুষ নারায়ণ।।'৩৬২।।
কেহ বলে,–'ব্যাস, শুক, নারদ, প্রহ্লাদ।
তাঁ'-সবার সমযোগ্য এমত প্রসাদ'।।৩৬৩।।
সবে মেলি' ধরিলেন করিয়া শকতি।
ক্ষণেকে তোমার আসি' বাহ্য হৈল মতি।।৩৬৪।।

তৎসম্বন্ধে প্রভুর বহিঃস্মৃতি-রাহিত্য-বর্ণন—

এ-সব বৃত্তান্ত তুমি কিছুই না জান'।
আর কথা কহি,—তাহা চিত্ত দিয়া শুন।।৩৬৫।।

দশদিন যাবৎ প্রভুর কৃষ্ণপর ব্যাখ্যান-ফলে ছাত্রগণের অধ্যয়ন-বর্জন-জ্ঞাপন—

দিন দশ ধরি' কর' যতেক ব্যাখ্যান।
সর্ব-শাস্ত্রে-শব্দে—কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণনাম।।৩৬৬।।
দশ দিন ধরি' আজি পাঠ-বাদ হয়।
কহিতে তোমারে সবে বাসি বড় ভয়।।৩৬৭।।

শব্দার্থবিৎ প্রভুর কৃষ্ণপর ব্যাখ্যান-কালে সকলেই বিস্ময়ে নিরুত্তর—

শব্দের অশেষ অর্থ—তোমার গোচর।
যে বাখান' হাসি' তাহা কে দিবে উত্তর?''৩৬৮।।

অধ্যয়ন-বর্জন-শ্রবণে প্রভুর ছাত্রগণকে মৃদু ভৎর্সন—

প্রভু বলে,—'' দশ দিন পাঠ বাদ যায়!
তবে ত' আমারে সবে কহিতে যুয়ায়?''৩৬৯।।

ছাত্রগণের প্রভুকৃত কৃষ্ণপর-ব্যাখ্যার যাথার্থ্য-বর্ণন—

পড়ুয়া-সকল বলে,–''বাখান উচিত।
সত্য 'কৃষ্ণ'—সকল শাস্ত্রের সমীহিত।।৩৭০।।

নিজ-দুর্দৈব-বশেই আপনার কৃত কৃষ্ণপর-ব্যাখ্যায় আমাদের অমনোযোগ—

অধ্যয়ন এই সে—সকলশাস্ত্র-সার।
তবে যে না লই'—দোষ আমা'-সবাকার ।।৩৭১।।
মূলে যে বাখান' তুমি, জ্ঞাতব্য সে-ই সে।
তাহাতে না লয় চিত্ত নিজ-কর্ম্মদোষে।।''৩৭২।।

আপনি বিদ্বদ্‌রূঢ়ি-বৃত্ত্যাশ্রিত যে অর্থ করেন ও করিয়াছেন, তাহাই একমাত্র বাস্তব নিত্য-সত্য। আমরা অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তির সাহায্যে শব্দের যে উপদেশ বা তাৎপর্য ব্যাখ্যা করি, তাহা তাৎকালিক অর্থপ্রতিম হইলেও যথার্থ বা প্রকৃত সত্যার্থ নহে, পরন্তু কদর্থমাত্র।।৩৫০।।

ভক্তির......আসি' হয়ে,—-পূর্বোক্ত কৃষ্ণভক্তি-সূচক শ্লোকাদিশ্রবণ-ফলে আপনার যে সকল অলৌকিক অপ্রাকৃত সাত্ত্বিক প্রেমবিকার উদিত বা প্রকটিত হয়।।৩৫৪।।

নরজ্ঞান নহে,—-প্রাকৃত মর্ত্যবুদ্ধি হয় না।।৩৫৪।।

পুলকে উন্নতি—-রোমাঞ্চোদয়, রোমহর্ষ-বৃদ্ধি।।৩৬১।।

এমত প্রসাদ,—-এরূপ ভগবদনুগ্রহ।।৩৬৩।।

ছাত্রগণের দৈন্যবাক্যে প্রভুর সন্তোষ ও কৃপোক্তি—

পড়ুয়ার বাক্যে তুষ্ট হইলা ঠাকুর।
কহিতে লাগিলা কৃপা করিয়া প্রচুর।।৩৭৩।।

ছাত্রগণকে নিজ নিগূঢ় গোপীভাব-জ্ঞাপন—

প্রভু বলে,—''ভাই সব! কহিলা সুসত্য।
আমার এ-সব কথা—অন্যত্র অকথ্য।।৩৭৪।।

সর্বত্র প্রভুর কৃষ্ণ-দর্শন—

কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু মুরলী বাজায়।
সবে দেখি,—তাই ভাই! বলি সর্ব্বথায়।।৩৭৫।।
যত শুনি শ্রবণে, সকল—কৃষ্ণনাম।
সকল ভুবন দেখি গোবিন্দের ধাম।।৩৭৬।।

পরবিদ্যা-শাস্ত্রানুশীলনে ফল 'কৃষ্ণদর্শন'-হেতু জড়-বিদ্যা-পাঠে বিরতি ও বিদায়-যাচ্ঞা—

তোমা' সবা' স্থানে মোর এই পরিহার।
আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক আমার।।৩৭৭।।

ছাত্রগণকে অন্য অধ্যাপক-সমীপে অধ্যয়নার্থ অনুজ্ঞা-দান—

তোমা' সবাকার-যাঁর স্থানে চিত্ত লয়।
তাঁর স্থানে পড়'—আমি দিলাঙ নির্ভয়।।৩৭৮।।

প্রভু-কর্তৃক স্বীয় চিত্তে কৃষ্ণেতর শব্দের স্ফূর্তি-রাহিত্য-জ্ঞাপন—

কৃষ্ণ-বিনু আর বাক্য না স্ফুরে আমার।
সত্য আমি কহিলাঙ চিত্ত আপনার।।''৩৭৯।।

প্রভুর গ্রন্থ-বন্ধন—

এই বোল মহাপ্রভু সবারে কহিয়া।
দিলেন পুঁথিতে ডোর অশ্রুযুক্ত হৈয়া।।৩৮০।।

শিষ্যগণের প্রভুকে অনুসরণ ও প্রভুবিরহাশঙ্কায় ক্রন্দন এবং প্রভুর অধ্যাপনা-মহিমা-প্রশংসা—

শিষ্যগণ বলেন করিয়া নমস্কার।
''আমারও করিলাঙ সংকল্প তোমার।।৩৮১।।
তোমার স্থানে যে পড়িলাঙ আমি সব।
আন-স্থানে করিব কি গ্রন্থ-অনুভব?''৩৮২।।

ক্ষণেক.....মতি,—কিয়ৎক্ষণ পরে আপনার বহির্দশা (বাহ্যজ্ঞান) আসিয়া উপস্থিত হইল।।৩৬৪।।

পাঠ-বাদ,—অধ্যাপন ও অধ্যয়নের বর্জন, বিরতি বা পরিত্যাগ।।৩৬৭।।

শব্দের.....গোচর,—আপনিই শব্দ-শাস্ত্রে পরম সর্বোত্তম ও বিশারদ; শব্দের যোগ, রূঢ়ি, যোগরূঢ়ি, গৌণী, মুখ্যা, লক্ষণা ও অভিধা প্রভৃতি নানা-বৃত্তিদ্বারা অর্থ ব্যাখ্যা বা প্রকাশ করিতে আপনিই অভিজ্ঞতম।।৩৬৮।।

তবে কি.....যুয়ায়?—এমতাবস্থায় আমাকে এই ব্যাপার (পাঠ-বাদ) জ্ঞাপন করা তোমাদের কর্তব্য ছিল না কি? ৩৬৯।।

এইরূপ কৃষ্ণপর অধ্যয়নই সর্বশাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য, অভিপ্রায় বা তাৎপর্য, তথাপি আমরা যে আপনার কৃত কৃষ্ণপর সত্যার্থ গ্রহণ করি না, তাহাতে আমাদেরই অপরাধ। আসল কথা—আপনি যেরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করেন বা করিলেন, তাহা উপলব্ধি করাই আমাদের একমাত্র প্রয়োজন; কিন্তু দুরদৃষ্ট-দোষে আমাদের চিত্ত আপনার কৃত সর্বশাস্ত্রসার সারার্থের গ্রহণে অশক্ত হইতেছে।।৩৭১-৩৭২।।

অন্যত্র অকথ্য,—অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ-যোগ্য নহে।।

শ্রীগৌরসুন্দর বলিতেছেন,—আমি সর্বক্ষণ কেবলই দেখিতেছি যে, এক শ্যামকান্তি কিশোর বংশীধ্বনি করিয়া সকলকে আকর্ষণ করিতেছেন। আমি সর্বক্ষণ একমাত্র তাঁহাকেই দর্শন করি বলিয়া তাঁহার নাম-কথাই সর্বদা সর্বতোভাবে কীর্তন করি। যে-সকল শব্দ-কোলাহল তোমাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইতেছে, তাহা সমস্তই বস্তুতঃ কৃষ্ণনামকোলাহল এবং চতুর্দিকে তোমরা অধুনা যে ভোগভূমি প্রপঞ্চ দর্শন করিতেছ, তাহা বস্তুতঃ তোমাদের বিহার-ক্ষেত্র নহে, পরন্তু কৃষ্ণবিহারস্থলী বৈকুণ্ঠ গোলোকধাম।।৩৭৫-৩৭৬।।

পরিহার,—প্রতিজ্ঞা, শপথ, অঙ্গীকার, বিজ্ঞাপন, নিবেদন, অনুরোধ, প্রার্থনা, মিনতি দৈন্যোক্তি।।৩৭৭।।

দিলেন ডোর,—রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিলেন, দড়ি বা সূতা দিয়া বাঁধিলেন।।৩৮০।।

আমরাও....তোমার—আমরাও আপনার ইচ্ছার অনুগমনে গ্রন্থাধ্যয়নে বিরত হইলাম।।৩৮১।।

গুরুর বিচ্ছেদ-দুঃখে সর্ব-শিষ্যগণ।
কহিতে লাগিলা সবে করিয়া ক্রন্দন।।৩৮৩।।
"তোমার মুখেতে যত শুনিলুঁ ব্যাখ্যান।
জন্মে-জন্মে হৃদয়ে রহুক সেই ধ্যান।।৩৮৪।।
কার্ স্থানে গিয়া আর কিবা পড়িবাঙ?
সেই ভাল,—তোমা' হৈতে যত জানিলাঙ।।৩৮৫।।

শিষ্যগণেরও গ্রন্থ-বন্ধন, ক্রন্দন ও প্রভুর আশীর্বাদ—

এত বলি' প্রভুরে করিয়া হাত-জোড়।
পুস্তকে দিলেন সব শিষ্যগণ ডোর।।৩৮৬।।
'হরি' বলি' শিষ্যগণ করিলেন ধ্বনি।
সবা' কোলে করিয়া কান্দেন দ্বিজমণি।।৩৮৭।।
শিষ্যগণ ক্রন্দন করেন অধোমুখে।
ডুবিলেন শিষ্যগণ পরানন্দ-সুখে।।৩৮৮।।
রুদ্ধকণ্ঠ হইলেন সর্ব-শিষ্যগণ।
আশীর্বাদ করে প্রভু শ্রীশচীনন্দন।।৩৮৯।।

ছাত্রগণকে 'অভীষ্ট সিদ্ধ হউক' বলিয়া আশীর্বাদ—

"দিবসেকো আমি যদি হই কৃষ্ণদাস।
তবে সিদ্ধ হউ তোমা' সবার অভিলাষ।।৩৯০।।

শিষ্যগণকে বৃথা পাঠ ত্যাগপূর্বক নিরন্তর কৃষ্ণের শরণাগত হইয়া নাম-শ্রবণ-কীর্তনার্থ উপদেশ—

তোমরা—সকলে লহ কৃষ্ণের শরণ।
কৃষ্ণনামে পূর্ণ হউ সবার বদন।।৩৯১।।
নিরবধি শ্রবণে শুনহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ হউ তোমা' সবাকার ধন প্রাণ।।৩৯২।।
যে পড়িলা, সে-ই ভাল, আর কার্য নাই।
সবে মেলি 'কৃষ্ণ' বলিবাঙ এক ঠাঁই।।৩৯৩।।

প্রতি অবতারে পার্ষদজ্ঞানে ছাত্রগণকে 'সর্বশাস্ত্র-স্ফূর্তি হউক' বলিয়া আশীর্বাদ—

কৃষ্ণের কৃপায় শাস্ত্র স্ফুরুক সবার।
তুমি-সব—জন্ম-জন্ম বান্ধব আমার।।"৩৯৪।।

প্রভুর বাক্য-শ্রবণে ছাত্রগণের মহানন্দ, গ্রন্থকারের সেই ছাত্র-ভাগ্য-প্রশংসা—

প্রভুর অমৃত-বাক্য শুনি' শিষ্যগণ।
পরম-আনন্দমন হইল ততক্ষণ।।৩৯৫।।
সে-সব শিষ্যের পা'য় মোর নমস্কার।
চৈতন্যের শিষ্যত্বে হইল ভাগ্য যাঁ'র।।৩৯৬।।
সে-সব কৃষ্ণের দাস,—জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণ যারে পড়ায়েন, সে কি অন্য হয়? ৩৯৭।।

প্রভুর বিদ্যা-বিলাস-দর্শকের দর্শনেও মুক্তি লাভ—

সে বিদ্যাবিলাস দেখিলেন যে যে জন।
তাঁরেও দেখিলে হয় বন্ধ-বিমোচন।।৩৯৮।।

প্রভুর বিদ্যা-বিলাস-অদর্শনে গ্রন্থকারের খেদ ও প্রার্থনা—

হইলুঁ পাপিষ্ঠ,—জন্ম না হইল তখনে।
হইলাঙ বঞ্চিত সে-সুখ-দরশনে।।৩৯৯।।

গ্রন্থ-অনুভব,—গ্রন্থের যথার্থ, সত্যার্থ, প্রকৃত মর্ম, সার, অভিপ্রায় বা তাৎপর্য।।৩৮২।।

কার্য—প্রয়োজন, আবশ্যকতা।।৩৯৩।।

যাঁহারা বহুজন্মের পুঞ্জ-পুঞ্জ সুকৃতি-ফলে শ্রীবিশ্বম্ভরের নিকট বিদ্যার্থী হইয়া অন্তেবাসী হইবার সুদুর্লভ অতুলসৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, সেই পরম মহা সৌভাগ্যবন্ত ছাত্রবর্গের চরণে গ্রন্থকার পরম-দৈন্যভরে নমস্কার বিধান করিতেছেন।।৩৯৬।।

পূর্ববর্তী ৩৪৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।।৩৯৭।।

পরবিদ্যা-বধূজীবন সাক্ষাৎ শুদ্ধসরস্বতী-পতি মূর্ত-শব্দবিগ্রহ গৌরসুন্দরের পরবিদ্যা-বিলাস দর্শন করিবার সৌভাগ্য যাঁহারা লাভ করিয়াছিলেন, সেই মুক্তবন্ধ দিব্যসূরিগণকে ও যদি কেহ দর্শন করেন, তবে সেই দর্শকগণও অবিদ্যাজনিত ভোগ-প্রবৃত্তি হইতে নিত্যকালের জন্য মুক্ত হন। পরবর্তিকালে শ্রীল ঠাকুর-নরোত্তমের 'প্রার্থনা'য়ও এইরূপ কথা লিখিত হইয়াছে—"সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈলা বিলাস। সে সঙ্গ না পাইয়া কান্দে নরোত্তমদাস।।" * * "যখন গৌর-নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ, নদীয়া-নগরে অবতার। তখন না হৈল জন্ম, এবে দেহে কিবা কর্ম, মিছা-মাত্র বহি ফিরি ভার।।"৩৯৮-৩৯৯।।

তথাপিহ এই কৃপা কর' মহাশয়!
সে বিদ্যাবিলাস মোর রহুক হৃদয়।।৪০০।।

প্রভু-প্রকটিত পরবিদ্যানুশীলন-লীলার নিত্যতা—

পড়াইলা নবদ্বীপে বৈকুণ্ঠের রায়।
অদ্যাপিহ চিহ্ন আছে সর্ব-নদীয়ায়।।৪০১।।
চৈতন্য-লীলার আদি-অবধি না হয়।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' এই বেদে কয়।।৪০২।।

'পরবিদ্যা-বধূজীবন' কৃষ্ণসংকীর্তনারম্ভেই বিদ্যাবিলাস-লীলার পুষ্টি—

এইমতে পরিপূর্ণ বিদ্যার বিলাস।
সংকীর্তন-আরম্ভের হইল প্রকাশ।।৪০৩।।

ছাত্রগণের ক্রন্দনে প্রভু কর্তৃক বিদ্যাধ্যয়ন-ফলস্বরূপ কৃষ্ণ-কীর্তনার্থ উপদেশ—

চতুর্দিকে অশ্রুকণ্ঠে কান্দে শিষ্যগণ।
সদয় হইয়া প্রভু বলেন বচন।।৪০৪।।
"পড়িলাঙ শুনিলাঙ যতদিন ধরি'।
কৃষ্ণের কীর্তন কর' পরিপূর্ণ করি'।।"৪০৫।।

ছাত্রগণের জিজ্ঞাসার উত্তরে প্রভুর স্বয়ং কৃষ্ণনাম-সংকীর্তন-রীতি শিক্ষা-দান—

শিষ্যগণ বলেন,—"কেমন সংকীর্তন"?
আপনে শিখায়েন প্রভু শ্রীশচীনন্দন।।৪০৬।।

চিহ্ন,—সেই পরবিদ্যানুশীলন-পীঠ বা মন্দির।।৪০১।।

অবধি,—অন্ত, শেষ, সীমা। আদি ৩য় অঃ ৫২ সংখ্যার তথ্য দ্রষ্টব্য।।৪০২।।

প্রভুর কৃষ্ণ-সংকীর্তনের আরম্ভমুখেই তাঁহার বিদ্যা-বিলাসের পরিপূর্ণতা প্রকাশিত হইয়াছিল। 'সংকীর্তন'-শব্দে বহুলোক মিলিয়া যে শ্রীহরির নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলার কীর্তন এবং তাদৃশ কীর্তন-কালে সেবোন্মুখ জনগণের তত্তদ্‌বিষয়ের 'শ্রবণ'কেও লক্ষ্য করে। ইহাই সংকীর্তনের বৈশিষ্ট্য। কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা সম্যগ্‌ভাবে অর্থাৎ নিরপরাধে কীর্তিত না হইলে অনাদি-বহির্মুখ কৃষ্ণবিস্মৃত জীবের প্রাপঞ্চিক-বিষয়ে অভিনিবেশ-ত্যাগের আর আদৌ কোন সম্ভাবনা থাকে না। যদি পরলোকের অর্থাৎ পরব্যোম বা পূর্ণ-চেতন-রাজ্যের চিন্ময়ী কৃষ্ণকথা ইন্দ্রিয়তর্পণপর মানবগণের নিকট উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে মনঃ-কল্পিত বিবিধ ইন্দ্রিয়-তর্পণপর প্রচেষ্টাই ধর্মের নামে প্রচলিত হইয়া জগজ্জঞ্জাল উপস্থাপিত করিবে। অমন্দোদয়-দয়া-সিন্ধু মহাবদান্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব অমন্দোদয়দয়ার ও অহৈতুকী কৃপার বশবর্তী হইয়া সমগ্র অচৈতন্য জগদ্‌বাসীকে তাহাদের অবিদ্যা-জনিত জড়াভিনিবেশ হইতে রক্ষা করিবার মানসে অর্থাৎ অচৈতন্য স্থাবর-জঙ্গমের হৃদয়ে শুদ্ধ চৈতন্যময়ী কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তির উদয় করাইবার জন্য, কৃষ্ণসেবা-পরাকাষ্ঠা-লাভই যে কৃষ্ণসেবানুগা পরবিদ্যার চরম ফল, তাহা প্রচার করিয়াছেন।।৪০৩।।

প্রভু বলিলেন,—আমি যে এতকাল যাবৎ শব্দ-শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও শ্রবণ করিয়াছি, সেই পঠন-পাঠনের, অধ্যয়ন-অধ্যাপনের ফল-স্বরূপ কৃষ্ণকীর্তনই একমাত্র সার বলিয়া বুঝিয়াছি। উহাই বেদের একমাত্র প্রতিপাদ্য অভিধেয়। অতএব হে ছাত্রগণ! তোমাদের বিদ্যানুশীলনের চরম-ফলস্বরূপ অনুক্ষণ চিত্তদর্পণ-মার্জন, ভবমহাদাবাগ্নি-নির্বাপণ, শ্রেয়ঃকুমুদজ্যোৎস্না-বিতরণ, পরবিদ্যাবধূ-জীবন কৃষ্ণকীর্তন অনুশীলন করিতে থাক।।৪০৫।।

ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ও বিষ্ণুভক্তিজিজ্ঞাসু ছাত্রগণের প্রশ্নে কৃষ্ণসঙ্কীর্তনের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া স্বয়ং শুদ্ধ-সরস্বতীপতি শ্রীবিশ্বম্ভর ছাত্রগণকে শ্রৌতপথ শিক্ষা দিলেন। তাঁহার শিক্ষায় তর্কপথ আদৃত না হওয়ায় অধিরোহবাদের অকর্মণ্যতাই প্রদর্শিত হইয়াছে। "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য" এবং "প্রায়েণ বেদ তদিদং"—এই ভাগবত-কথিত শ্লোকদ্বয়প্রতিপাদিত নিস্ফল অধিরোহ-পথে যে নির্ভেদজ্ঞান ও অনিত্য-কর্মের কুচেষ্টা, উহার নিষেধোপলক্ষণেই বিষ্ণুমন্ত্র প্রদত্ত হয়। কিন্তু আধুনিক মনোধর্ম-জীবী শ্রৌতপথবিরোধী হরি-গুরু-বৈষ্ণববিদ্বেষী বৈষ্ণব-ব্রুবের কীর্তিত কোন কল্পিত কৃত্রিম ছড়া প্রভু বা তদীয় নিষ্কপট মুক্তসেবক জগদগুরু আচার্য ও প্রচারকগণ কখনও কাহাকেও উপদেশ দেন নাই, পরন্তু গুরুপরম্পরা প্রাপ্ত মন্ত্রের এবং সম্বোধনাত্মক শ্রীনামেরই উপদেশ দিয়াছেন। প্রভু এই মন্ত্র ও নাম আম্নায় বা গুরু পারম্পর্য-ক্রমে প্রাপ্ত হইবার লীলা প্রদর্শন করিয়া তাহারই উপদেশ দিয়াছিলেন।।৪০৬।।

(কেদার-রাগঃ)

"(হরে) হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।।"৪০৭।।
দিশা দেখাইয়া প্রভু হাতে তালি দিয়া।
আপনে কীর্তন করে শিষ্যগণ লৈয়া।।৪০৮।।

ছাত্রবেষ্টিত শ্রীনামকীর্তন-বিগ্রহ প্রভুর নামপ্রেমাবেশে ভূপতন ও উচ্চরোল—

আপনে কীর্তন-নাথ করেন কীর্তন।
চৌদিকে বেড়িয়া গায় সব-শিষ্যগণ।।৪০৯।।
আবিষ্ট হইয়া প্রভু নিজ-নাম-রসে।
গড়াগড়ি যায় প্রভু ধূলায় আবেশে।।৪১০।।
'বল বল' বলি' প্রভু চতুর্দিকে পড়ে।
পৃথিবী বিদীর্ণ হয় আছাড়ে-আছাড়ে।।৪১১।।

প্রভুর কীর্তন-ধ্বনি শ্রবণে সকলের তথায় আগমন ও বিস্ময়োক্তি—

গণ্ডগোল শুনি' সর্ব নদীয়া-নগর।
ধাইয়া আইলা সবে ঠাকুরের ঘর।।৪১২।।
নিকটে বসয়ে যত বৈষ্ণবের ঘর।
কীর্তন শুনিয়া সবে আইলা সত্বর।।৪১৩।।
প্রভুর আবেশ দেখি' সর্ব-ভক্তগণ।
পরম-অপূর্ব সবে ভাবে মনে-মন।।৪১৪।।

এস্থলে প্রথমে হরি ও যাদব-নামদ্বয়ের সহিত কীর্তনেচ্ছু ব্যক্তির শরণাগতি বা আত্মসম্প্রদানাত্মক চতুর্থ-বিভক্তি-যুক্ত হইয়াছে; অর্থাৎ কৃষ্ণনাম-গ্রহণেচ্ছু জন সর্বাগ্রে কৃষ্ণনামকীর্তনৈকব্রত শ্রীসদ্‌গুরুর সমীপে আত্মসম্প্রদানমুখে দিব্যজ্ঞান লাভপূর্বক শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের শ্রীমুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম-কথা শ্রবণ করিতে করিতে সম্বোধনপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে নিরন্তর নিরপরাধে কৃষ্ণনাম-কীর্তন অনুশীলন করিবেন।

ভগবন্নামের সহিত চতুর্থ্যন্ত-পূর্বক আত্মনিবেদন দ্বারা তাঁহার নিষ্কপট ভজন করিতে ইচ্ছা হইলে মন্ত্রলাভ হয়, আর ভগবন্নামের সম্বোধনদ্বারা ভগবন্নামেরই ভজন অনুষ্ঠিত হয়। চতুর্থ্যন্ত পদে শরণাগতি লক্ষিতা হয়। সম্বোধনাত্মক-পদে কীর্তনকারীর নিত্যা সেবাকাঙ্ক্ষাই লক্ষিতা। মন্ত্রজপ-ফলে লব্ধদীক্ষ ব্যক্তির সংসারবন্ধন-মুক্তি এবং মুক্তপুরুষের নামসম্বোধন পদ----নিত্যভজন-তাৎপর্যপর। কৃষ্ণমন্ত্রকে সাধন এবং কৃষ্ণনামকে সাধন ও সাধ্য জানিয়া সাধ্য ও সাধন, পরস্পরের অদ্বয়জ্ঞানই অব্যবহিতা ভক্তির পর্যায়ে স্বীকৃত হইয়াছে। মন্ত্র ও নাম, উভয়েই বাচ্যবিগ্রহ বিষ্ণুরই অভিন্নবাচক। সম্বন্ধজ্ঞান-লাভের প্রয়াসার্থই মন্ত্রের সাধন এবং মন্ত্রসিদ্ধিতে মুক্ত-পুরুষের ভজনারম্ভ। (চৈঃ চঃ আদি ৭ম পঃ ৭৩----)"কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন। কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ।।"৪০৭।।

দিশা দেখাইয়া,----দিক্ প্রদর্শনপূর্বক, রীতি পদ্ধতি, প্রণালী বা সন্ধান নির্ণয় করিয়া।।৪০৮।।

কীর্তন-নাথ,----"সঙ্কীর্তনৈকপিতা", সঙ্কীর্তন-প্রবর্তক, সঙ্কীর্তন-বিগ্রহ।।৪০৯।।

নিজনাম-রসে,----এস্থলে যিনি কীর্তন করিতেছেন, তিনি স্বয়ংই সেই কীর্তনেরই উদ্দিষ্ট বস্তু। নাম ও নামী অভিন্ন, গৌর ও কৃষ্ণ অভিন্ন, সুতরাং প্রভুর কীর্তনে নিজাভিন্ন গোলোকপতি কৃষ্ণের মাধুর্য ও বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণের ঐশ্বর্যরস প্রকটিত। সেই নাম-রসের আস্বাদক-সূত্রে কৃষ্ণেতর মায়ার প্রতি অভিনিবেশ বর্জনপূর্বক কৃষ্ণাভিনিবিষ্ট হইবার লীলা মহাপ্রভু প্রদর্শন করিলেন।।৪১০।।

নদীয়া-নগর,----সমগ্র পুরবাসিগণ।।৪১২।।

গৌরের অবতার ও কীর্তন-মহিমা, (ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-কৃত 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত'-গ্রন্থে ১১১, ১২১, ১২৪, ১২৬,----১২৮, ১৩৩ ও ১৩৪ শ্লোক----) "ন যোগো ন ধ্যানং ন চ জপতপস্ত্যাগনিয়মা ন বেদা নাচারঃ ক্ব নু বত নিষিদ্ধাদ্যুপরতিঃ। অকস্মাচ্চৈতন্যেঽবতরতি দয়া সারহৃদয়ে পুমর্থানাং মৌলিং পরমিহ মুদা লুণ্ঠতি জনঃ।। মহা কর্মস্রোতো নিপতিতমপি স্থৈর্যময়তে মহাপাষাণেভ্যোঽপ্যতিকঠিনমেতি দ্রবদশাম্। নটত্যূর্ধ্বং নিঃসাধনমপি মহাযোগমনসাং ভুবি শ্রীচৈতন্যেঽবতরতি মনশ্চিত্রবিভবে। স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্বিষয়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা যোগীন্দ্রা বিজহুর্মরুন্নিয়মজক্লেশং তপস্তাপসাঃ।

পরম-সন্তোষ সবে হইলা অন্তরে।
"এবে সে কীর্তন হৈল নদীয়া-নগরে।।৪১৫।।

এমন দুর্লভ ভক্তি আছয়ে জগতে?
নয়ন সফল হয় এ ভক্তি দেখিতে! ৪১৬।।

জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরামাবিষ্কুর্বতি ভক্তিযোগপদবী নৈবান্য আসীদ্রসঃ।। অভূদ্‌গেহে গেহে তুমুল-হরিসঙ্কীর্তনরবো বভৌ দেহে দেহে বিপুলপুলকাশ্রুব্যতিকরঃ। অপি স্নেহে স্নেহে পরমমধুরোৎকর্ষপদবী দবীয়স্যান্নায়াদপি জগতি গৌরেঽবতরতি।। অকস্মাদেবৈতদ্ভুবনমভিতঃ প্লাবিতমভূৎ মহা-প্রেমাম্ভোধেঃ কিমপি রসবন্যাভিরখিলম্। অকস্মাচ্চাদৃষ্টাশ্রুতচর বিকারৈরলমভূচ্চমৎকারঃ কৃষ্ণে কনকরুচিরাঙ্গেঽবতরতি।। উদ্‌গৃহ্নন্তি সমস্তশাস্ত্রমভিতো দুর্বারগর্বায়িতা ধন্যম্মন্যধিয়শ্চ কর্মতপসাদ্যুচ্চাবচেষু স্থিতাঃ। দ্বিত্রাণ্যেব জপন্তি কেচন হরের্নামানি বামাশয়াঃ পূর্বং সম্প্রতি গৌরচন্দ্র উদিতে প্রেমাপি সাধারণঃ।। দেবে চৈতন্যনামন্যবতরতি সুরপ্রার্থ্যপাদাজসেবে বিশ্বদ্রীচীঃ প্রবিস্তারয়তি সুমধুরপ্রেমপীযূষবীচীঃ। কো বালঃ কশ্চ বৃদ্ধঃ ক ইহ জড়মতিঃ কা বধূঃ কো বরাকঃ সর্বেষামেকরস্যং কিমপি হরিপদে ভক্তিভাজাং বভূব।। সর্বে শঙ্করনারদাদয় ইহায়াতাঃ স্বয়ং শ্রীরপি প্রাপ্তা দেবহলায়ুধোঽপি মিলিতো জাতশ্চ তে বৃষ্ণয়ঃ। ভূয়ঃ কিঃ ব্রজবাসিনোঽপি প্রকটা গোপালগোপ্যাদয়ঃ পূর্ণে প্রেমরসেশ্বরেঽবতরতি শ্রীগৌরচন্দ্রে ভুবি।। ভৃত্যাঃ স্নিগ্ধা অতিসুমধুরপ্রোজ্জ্বলোদারভাজস্তৎ পাদাজদ্বিতয়সবিধে সর্ব এবাবতীর্ণাঃ। প্রাপুঃ পূর্বাধিকতর-মহা-প্রেমপীযূষলক্ষ্মীং স্বপ্রেমাণং বিতরতি জগত্যদ্ভুতং হেমগৌরে।। হসন্ত্যচ্চৈরুচ্চৈরহহ কুলবধ্বোঽপি পরিতো দ্রবীভাবং গচ্ছন্ত্যপি কুবিষয়গ্রাবঘটিতাঃ। তিরস্কুর্বন্ত্যজ্ঞা অপি সকলশাস্ত্রজ্ঞসমিতিং ক্ষিতৌ শ্রীচৈতন্যেঽদ্ভুতমহিমসারেঽবতরতি।। প্রায়শ্চৈতন্যমাসীদপি সকলবিদাং নেহ পূর্বং যদেষাং খর্বা সর্বার্থসারেঽপ্যকৃত নহি পদং কুণ্ঠিতা বুদ্ধিবৃত্তিঃ। গম্ভীরোদারভাবোজ্জ্বলরসমধুরপ্রেমভক্তিপ্রবেশঃ কেষাং নাসীদিদানীং জগতি করুণয়া গৌরচন্দ্রেঽবতীর্ণে।। * * * সর্বজ্ঞৈর্মুনিপুঙ্গবৈঃ প্রবিততে তত্তন্মতে যুক্তিভিঃ পূর্বং নৈকতরত্র কোঽপি সুদৃঢ়ং বিশ্বস্ত আসীজ্জনঃ। সম্প্রত্যপ্রতিমপ্রভাব উদিতে গৌরাঙ্গচন্দ্রে পুনঃ শ্রুত্যর্থো হরিভক্তিরেব পরমঃ কৈর্বা ন নির্ধার্যতে।। * * * অতিপুণ্যৈরতিসুকৃতৈঃ কৃতার্থীকৃতঃ কোঽপি পূর্বৈঃ। এবং কৈরপি ন কৃতং যৎ প্রেমাব্ধৌ নিমজ্জিতং বিশ্বম্।। ধর্মে নিষ্ঠাং দধদনুপমাং বিষ্ণুভক্তিং গরিষ্ঠাং সংবিভ্রাণো দধদিহ হি হৃত্তিষ্ঠতীবাশ্মসারম্। নীচো গোঘ্নাদপি জগদহো প্লাবয়ত্যশ্রুপূরৈঃ কো বা জানাত্যহহ গহনং হেমগৌরাঙ্গরঙ্গম্। ক্বচিৎ কৃষ্ণাবেশান্নটতি বহুভঙ্গীমভিনয়ন্ ক্বচিদ্রাধাবিষ্টো হরিহরিহরী ত্যার্তিরুদিতঃ। ক্বচিদরিঙ্গন্ বালঃ ক্বচিদপি চ গোপালচরিতো জগদ্‌গৌরো বিস্মাপয়তি বহুগম্ভীরমহিমা।। * * * দেবা দুন্দুভিবাদনং বিদধিরে গন্ধর্বমুখ্যা জগুঃ সিদ্ধাঃ সন্ততপুষ্পবৃষ্টিভিরিমাং পৃথ্বীং সমাচ্ছাদয়ন্। দিব্যস্তোত্রপরা মহর্ষিনিবহাঃ প্রীত্যোপতস্থুর্নিজপ্রেমোন্মাদিনি তাণ্ডবং রচয়তি শ্রীগৌরচন্দ্রে ভুবি।। ক্ষণং হসতি রোদিতি ক্ষণমথ ক্ষণং মূর্ছতি ক্ষণং লুঠতি ধাবতি ক্ষণমথ ক্ষণং নৃত্যতি। ক্ষণং শ্বসিতি মুঞ্চতি ক্ষণমুদার হাহা রুতিং মহাপ্রণয়সীধুনা বিহরতীহ গৌরো হরিঃ।।"

অর্থাৎ 'পরম-দয়ালু শ্রীচৈতন্যদেব ইহ-জগতে অকস্মাৎ অবতীর্ণ হইলে যোগ, ধ্যান, জপ, তপ, ত্যাগ, নিয়ম বেদাধ্যয়ন, সদাচার এই সকল কিছুই ছিল না; এমন কি, যাহার পাপাদি-কর্মে নিবৃত্তিও নাই, সেইরূপ ব্যক্তিও পরম-হর্ষে পুরুষার্থ-শিরোমণি পরমপ্রেম লুণ্ঠন করিয়াছিল। আশ্চর্যবিভবশালী শ্রীচৈতন্যদেব ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলে, কর্মিকুলের মন মহাকর্ম-প্রবাহে নিপতিত থাকিলেও, প্রেম লাভ করিয়া স্থৈর্যপ্রাপ্ত হইল এবং মহাপাষাণ হইতেও অতিশয় কঠিন মনও ভক্তিরসে দ্রব্যতা প্রাপ্ত হইল। মহাযোগাদি-সাধনে চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণেরও মন যোগাদি অনিত্য-সাধন হইতে বিরত হইয়া উর্ধ্বে নৃত্য অর্থাৎ অধোক্ষজ চিদ্বিলাসরাজ্যে প্রেম আস্বাদন করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র পরভক্তিযোগ-পদবী আবিষ্কার করিলে প্রাকৃত-বিষয়রস-মগ্ন ব্যক্তিগণ স্ত্রী-পুত্রাদির কথা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, পণ্ডিতগণ শাস্ত্রসম্বন্ধী বাদ বিসম্বাদ ত্যাগ করিয়াছিলেন, যোগিশ্রেষ্ঠগণ প্রাণবায়ু-নিরোধার্থ সাধন-ক্লেশ সর্বতোভাবে বর্জন করিয়াছিলেন, তপস্বিগণ তাঁহাদের তপস্যা ত্যাগ করিয়াছিলেন, জ্ঞানসন্ন্যাসিগণ নির্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; তখন ভক্তিরস ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার রস আর জগতে দৃষ্ট হয় নাই। শ্রীগৌরসুন্দর জগতে অবতীর্ণ হইলে গৃহে গৃহে তুমুল হরিসঙ্কীর্তনের রোল উত্থিত হইয়াছিল, দেহে দেহে পরিপুষ্ট পুলকাশ্রু-কদম্ব শোভা পাইয়াছিল, প্রেমভক্তির গাঢ়ত্বের উত্তরোত্তর উৎকর্ষে শ্রুতির অগোচর পরমমধুরা শ্রেষ্ঠা পদবীও প্রকাশিতা হইয়াছিল। সর্বচিত্তাকর্ষক

যত ঔদ্ধত্যের সীমা—এই বিশ্বম্ভর।
প্রেম দেখিলাঙ নারদাদিরো দুষ্কর।।৪১৭।।

হেন উদ্ধতের যদি হেন ভক্তি হয়।
না বুঝি কৃষ্ণের ইচ্ছা,—এ বা কিবা হয় ।।"৪১৮।।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনোহর কনক-কান্তি ধারণ-পূর্বক অবতীর্ণ হইলে মহা-প্রেম বারিধির রসবন্যায় এই নিখিলজগৎ অকস্মাৎ সর্বতোভাবে প্লাবিত এবং অদৃষ্টপূর্ব ও অশ্রুত-চর প্রেমবিকারদ্বারা অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছিল। কোন কোন ব্যক্তি দুর্নিবার গর্বে গর্বিত হইয়া সমগ্রশাস্ত্র সর্বতোভাবে সংগ্রহ করিতেন, অর্থাৎ 'আমি সর্বশাস্ত্রবিৎ, আমা-অপেক্ষা শ্রেষ্ঠব্যক্তি কেহ নাই'---- এইরূপ মনে করিতেন। কেহ কেহ বা নিজেই নিজকে কৃতার্থ মনে করিতেন, সেই সকল কৃতার্থম্মন্য এবং স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত নিত্য-নৈমিত্তিককর্ম, তথা তপস্যা, সাংখ্য-যোগাদি-মার্গে উচ্চনীচভাবে অবস্থিত ব্যক্তিগণের কেহ কেহ দুই তিন বার মাত্র হরির নামাবলী জপ করিতেন, তথাপি তাঁহাদের চিত্ত কৈতবপূর্ণই ছিল। পূর্বের অবস্থা এইপ্রকার, কিন্তু এখন গৌরচন্দ্র অবতীর্ণ হইলে 'প্রেম'ও সাধারণ হইয়া পড়িল অর্থাৎ আপামর সর্বসাধারণেই প্রেম প্রাপ্ত হইল। সুরগণ যাঁহার পাদপদ্ম সেবা বাঞ্ছা করেন, সেই লীলাময়-পুরুষ শ্রীচৈতন্যদেব প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বব্যাপিনী সুমধুর প্রেমপীযূষ-লহরী (সর্বত্র) প্রকৃষ্টরূপে বিস্তার করিলে, কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রী, কি জড়মতি, কি শোচনীয় নীচব্যক্তি----এই সংসারে সকলেরই ভক্তিলাভে যোগ্যতা এবং শ্রীহরির চরণে কোনও এক অপূর্ব চমৎকারময়-অদ্বয়জ্ঞানরস উদিত হইয়াছিল। প্রেমরস-রসিকশিরোমণি স্বয়ং ভগবান্ গৌরচন্দ্র ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলে, শঙ্কর নারদাদি সকলেই (অদ্বৈত, শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্ত-রূপে) আগমন করিয়াছিলেন। স্বয়ং লক্ষ্মীও (শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়া-রূপে) আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। স্বয়ংভগবান্ হইতে অভিন্ন তদীয় প্রকাশ-স্বরূপ বলদেব (পাষণ্ডদলনবানা নিত্যানন্দরায়-রূপে) বিরাজ করিতেছিলেন। যাদবগণও (শচী, জগন্নাথ প্রভৃতিতে) প্রকাশিত হইয়াছিলেন, আর অধিক কি বলিব, নন্দাদি ব্রজবাসিগণ, সুবলপ্রমুখ সখাসকল, গোপী-প্রমুখ শক্তিগণ, রক্তক, চিত্রক প্রভৃতি দাসগণ, অর্থাৎ কৃষ্ণলীলার নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণ সকলেই গৌরলীলায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তপ্তকাঞ্চনদ্যুতি গৌরসুন্দর পৃথিবীতে স্বীয় অলৌকিক প্রেম বিতরণ করিলে, দাস, সখা ও ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন কেবল মধুর-রসের নিত্যসিদ্ধ-সেবিকা প্রেয়সীবর্গ, ইঁহারা সকলেই গৌরপাদপদ্ম-সন্নিধানে অবতীর্ণ হইয়া পূর্বের (কৃষ্ণলীলার) প্রেমাস্বাদন অপেক্ষাও মহাপ্রেমামৃত-সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন। অতি অলৌকিক পরমমহিমান্বিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলে কুলবধূগণও (লজ্জা পরিত্যাগপূর্বক কৃষ্ণপ্রেমে) অতি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিত, ইন্দ্রিয়তর্পণপর কুবিষয়-পাষাণ-নির্মিত কঠিন হৃদয়ও সর্বতোভাবে দ্রবীভূত হয়িাছিল, তত্ত্বজ্ঞানহীন অজ্ঞ ব্যক্তিগণও (চৈতন্য-কৃপায় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া) সকল শাস্ত্রজ্ঞ সমাজকেও ধিক্কারপ্রদান করিয়াছিল (অর্থাৎ অপর-বিদ্যানিপুণ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতাভিমানীদিগের শাস্ত্রজ্ঞানে ধিক্কার প্রদান করিয়াছিল)। চৈতন্যাবির্ভাবের পূর্বে এই প্রপঞ্চে সর্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতাভিমানীদিগেরও কৃষ্ণসেবারূপ চেতনবৃত্তি আচ্ছাদিতপ্রায় হইয়াছিল। ইঁহারা সর্বপুরুষার্থ-শিরোমণি কৃষ্ণপ্রেম লক্ষ্য করেন নাই, যেহেতু ইঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি অতি সামান্যা ও সন্দেহপ্রবণা; কিন্তু সম্প্রতি গৌরচন্দ্র কৃপাপূর্বক জগতে উদিত হওয়ায় সুদুর্বোধ, পরমচমৎকার বিভাব-অনুভাবাদি সামগ্রীপুষ্টা উন্নতোজ্জ্বল মধুর-রসময়ী প্রেমভক্তিতে কাহাদেরই বা প্রবেশ না হইয়াছে? * * * সর্বজ্ঞ মুনিশ্রেষ্ঠগণ তাঁহাদের নিজ-নিজ-মত যুক্তিতর্কদ্বারা প্রকৃষ্টরূপে বিস্তৃত করিলেও কোন ব্যক্তিই পূর্বে সেই সকল পক্ষপাতিনী যুক্তিতে সুদৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন না। সম্প্রতি অপ্রতিম প্রভাবশালী শ্রীগৌরচন্দ্র উদিত হইলে পুনরায় একমাত্র হরিভক্তিই যে বেদ-প্রতিপাদ্য পরমার্থ, তাহা কে-ই বা নিশ্চয় না করিয়াছে? * * * বিশেষ সদাচারী ও পরমধার্মিক প্রাচীন-মহাপুরুষগণের দ্বারা কোন কোন ব্যক্তি বৈকুণ্ঠাদি-লোক প্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্যচন্দ্র যেরূপ সমগ্র বিশ্বকে প্রেম-সমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়াছেন, পূর্বে আর কেহই এরূপ করেন নাই। ধর্ম-বিষয়িণী অতুলনীয়া নিষ্ঠা এবং শ্রেষ্ঠ-ভক্তি সম্যগ্‌রূপে আশ্রয় করিয়াও লোকে লৌহের ন্যায় সুকঠিন হৃদয় ধারণপূর্বক পৃথিবীতে অবস্থান করে; (কিন্তু শ্রীগৌরহরির কৃপায়) অহো! গোঘাতী অপেক্ষাও পাপীয়ান্ ব্যক্তি (পাপপ্রবৃত্তি হইতে সর্বতোভাবে মুক্ত হইয়া) অশ্রুপ্রবাহের দ্বারা বিশ্ব প্লাবিত করিয়াছে। অহো! কে-ই বা কাঞ্চনকান্তি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের দুর্বিগাহ রঙ্গ জানিতে পারে? বিপুল-দুরবগাহপ্রভাবে শ্রীগৌরসুন্দর সমগ্র বিশ্বকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণাবেশ-হেতু কখনও বালকৃষ্ণলীলা প্রকাশ করিয়া জানু দ্বারা চঙ্ক্রমণ করিতেছেন, কখনও বা গো-পালকের

প্রভুর বাহ্যজ্ঞান-লাভ ও 'কৃষ্ণ' বলিয়া ক্রন্দন—

ক্ষণেকে হইলা বাহ্য বিশ্বম্ভর-রায়।
সবে প্রভু 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলয়ে সদায়।।৪১৯।।

কৃষ্ণেতর-শব্দোচ্চারণ-ত্যাগ—

বাহ্য হইলেও বাহ্য-কথা নাহি কয়।
সর্ব- বৈষ্ণবের গলা ধরিয়া কান্দয়।।৪২০।।

প্রভুকে সান্ত্বনান্তে সকলের প্রস্থান—

সবে মিলি' ঠাকুরেরে স্থির করাইয়া।
চলিলা বৈষ্ণব-সব মহানন্দ হৈয়া।।৪২১।।

প্রভুর অনুগমনে কতিপয় ছাত্রের অপরবিদ্যানুশীলন ত্যাগপূর্বক পরবর্তীকালে হরিভজনার্থ সন্ন্যাস-গ্রহণ—

কোন কোন পড়ুয়া-সকল প্রভু-সঙ্গে।
উদাসীন-পথ লইলেন প্রেম-রঙ্গে।।৪২২।।

প্রভুর নিজ-নাম প্রেম-প্রকাশারম্ভ-ফলে ভক্ত-দুঃখ-খণ্ডন—

আরম্ভিলা মহাপ্রভু আপন-প্রকাশ।
সকল-ভক্তের দুঃখ হইল বিনাশ।।৪২৩।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।।৪২৪।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীসংকীর্তনারম্ভ বর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

চরিত্র প্রকাশ করিয়া, কখনও বা বহু ভঙ্গী অভিনয় করিয়া নৃত্য করিতেছেন, আবার কখনও শ্রীকৃষ্ণবিরহে শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া 'হরি'! 'হরি'!! 'হরি'!!!----এইরূপ বিরহপীড়াজনিত আর্তিসহকারে রোদন করিতেন। * * * নিজপ্রেম উন্মত্ত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দর পৃথিবীতে উদ্দণ্ড-নৃত্য আরম্ভ করিলে দেবগণ দুন্দুভি বাদন করিয়াছিলেন, প্রধান প্রধান গন্ধর্বগণ সঙ্কীর্তন আরম্ভ করিয়াছিলেন, সিদ্ধগণ নিরন্তর পুষ্পবৃষ্টিদ্বারা ভূমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়াছিলেন। মনোহর স্তোত্রপাঠ-কুশল মহর্ষিবৃন্দ প্রীতির সহিত স্তব করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরহরি মহাভাবামৃত-রসে মগ্ন হইয়া কখনও হাস্য করিতেন, কখনও রোদন করিতেন, কখনও মূর্ছিত হইতেন, কখনও ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতেন, কখনও দ্রুত গমন করিতেন, আবার কখনও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন; কখনও বা 'হা হা' এইরূপ মহৎ শব্দ করিতেন; ----এইরূপ নানাভাবে প্রপঞ্চে বিহার করিয়াছিলেন।।৪১৪-৪১৮।।

সীমা----চরম, পরাকাষ্ঠা। দুষ্কর----দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য বিরল।।৪১৭।।

প্রভুর ছাত্রগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রাপঞ্চিক সংসারের প্রতি প্রভুর সর্বোত্তম আদর্শ বৈরাগ্যের বা সন্ন্যাসের অনুসরণ করিবার উদ্দেশ্যে বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস-আশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহারা কর্মি-বানপ্রস্থ ও কর্মি-সন্ন্যাসী অথবা নির্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানরত বানপ্রস্থ বা যতি-ধর্ম গ্রহণ করেন নাই। সকলেই কৃষ্ণপ্রেমভক্তির প্রবল আনন্দ-বেগবশতঃ যুক্ত বৈষ্ণব-বানপ্রস্থ ও যুক্ত বৈষ্ণব-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।।৪২২।।

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে প্রথম অধ্যায়।